শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাপ্রাপ্ত

কবি কর্ণপুর বিরচিত

আনন্দ-বৃন্দাবনচম্পূ

বাল্যলীলা

প্রথম ও দ্বিতীয় স্তবক

শ্রীশ্রীনিত্যানন্দাত্মজা-গঙ্গামাতার বংশোদ্ভূত

দীন অনাদিমোহন গোস্বামী অনূদিত

মূল্য চারি টাকা মাত্র

ভূমিকা

আনন্দ বৃন্দাবনচম্পূ গ্রন্থখানির গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে পরিচয় দিবার কিছুই নাই। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর করুণায় সেন শিবানন্দের আত্মজ কবি কর্ণপূর গোস্বামীর হৃদয়ে শ্রীমদ্ভাগবতীয় লীলার ভাষ্যস্বরূপ এই গ্রন্থখানির আবির্ভাব হইয়াছিল।

ইহার মূল সংস্কৃত অতি কঠিন। মূলের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া অনুবাদ করিতে গিয়া ইহার ভাষাও স্থানে স্থানে কঠিন হইয়াছে। শ্রীগৌরভক্তগণ কৃপা করিয়া ইহার সংশোধনপূর্বক রসাস্বাদন করিলে কৃতার্থ হইব।

ইতি

দীন অনুবাদক

শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী

আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূঃ

প্রথম স্তবকঃ

বন্দে কৃষ্ণপদারবিন্দযুগলং যস্মিন্ কুরঙ্গীদৃশাং
বক্ষোজপ্রণয়ীকৃতে বিলসতি স্নিগ্ধোঽঙ্গরাগঃ স্বতঃ
কাশ্মীরং তলশোনিমোপরিতনকস্তুরিকাং নীলিমা
শ্রীখণ্ডং নখচন্দ্রকান্তিলহরী নির্ব্যাজমাতন্বতে ॥১॥

অন্বয় :— কুরঙ্গীদৃশাং বক্ষোজপ্রণয়ীকৃতে যস্মিন্ স্বতঃ স্নিগ্ধঃ অংগরাসো বিলসতি কাশ্মীরং (স্তনাগ্রমণ্ডলবর্ত্তি কুঙ্কুমং) তলশোনিমা (চরণতলস্য অরুণিমা) কস্তুরিকা স্তনাধোমণ্ডলবর্ত্তিমৃগমদং) উপরিতন-নীলিমা (চরণোপরিতনশ্যামলিমা) শ্রীখণ্ডং (স্তনমণ্ডমবর্ত্তিচন্দনং) নখচন্দ্রকান্তিলহরী নির্ব্যাজমাতন্বতে ॥১॥

অনুবাদ :— হরিনয়না ব্রজগোপীগণের বক্ষস্থলে নিরন্তর আলিঙ্গিত হইয়া যে চরণে স্বতঃস্নিগ্ধ অংগরাগ বিশেষভাবে প্রকাশ পাইতেছে, গোপীগণের স্তনাগ্রমণ্ডলবর্ত্তি কুঙ্কুমের দ্বারা যে চরণতলের অরুণিমা স্বাভাবিকভাবে বিশেষ বর্দ্ধিত হইতেছে, স্তনাধোমণ্ডলবর্ত্তি মৃগমদদ্বারা যে চরণে উপরিতন শ্যামলিমা স্বাভাবিক ভাবে বিশেষ বর্দ্ধিত হইতেছে এবং স্তনমধ্যবর্ত্তী চন্দন দ্বারা যে চরণে নখচন্দ্রকান্তি-লহরী স্বাভাবিক ভাবে বিশেষ বর্দ্ধিত হইতেছে সেই শ্রী কৃষ্ণপাদকমল-যুগলকে বন্দনা করি ॥১॥

তাৎপর্য্য— গ্রন্থকার কবি কর্ণপুর গোস্বামী পাদ শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপাবলে নিরন্তর শ্রীরাধামাধবের চরণকমলের প্রেমমধু পানে আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন এবং তাঁহাদের লীলারসমাধুরীতে ডুবিয়া থাকিতেন। তাহারর অমৃতময় ফল এই আনন্দ বৃন্দাবন চম্পূ গ্রন্থ। এই শ্লোকে তিনি শ্রীশ্রীমাধবের শ্রীচরণমাধুরীর কথা বর্ণন করিতেছেন। শ্রীগোবিন্দচরণের রাগ বা লাবণ্যামৃত স্বাভাবিক অতি স্নিগ্ধ। এত স্নিগ্ধ যে ইহার এক কণা স্পর্শ মাত্রেই সংসার-

জ্বালার চির উপশম হয়। কিন্তু ইহার মাধুর্য্যের চরম প্রকাশ হয় শ্রীরাধালিঙ্গিত অবস্থায়। এই শ্লোকে হরিনয়না গোপী বলিতে তিনি শ্রীরাধারাণী ও তাঁহার সখীগণকেই বুঝাইয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-প্রসিদ্ধ অসমোর্দ্ধ প্রেমে ইহাদের নয়ন শ্রীমাধবদর্শনের সমুৎকণ্ঠায় সর্ব্বদা বিভোর হইয়া থাকিত বলিয়া ইহাদের নয়নের সৌন্দর্য্য বর্ণন করা হইয়াছে। এই গোপীগণের দ্বারা আলিঙ্গিত হইয়া শ্রীমাধব-চরণের যে অপূর্ব্ব মাধুর্য্য প্রকটিত হয় তাহা প্রেমিক ভক্তগণের মাত্র অনুভূতিগম্য। আমি সেই চরণারবিন্দ সাক্ষাৎভাবে বন্দনা করি ॥১॥

শোনস্নিগ্ধাঙ্গুলিদলকুলং জাতরাগং পরাগৈঃ
শ্রীরাধায়াঃস্তনমুকুলয়োঃ কুঙ্কুমক্ষোদরূপৈঃ
ভক্তশ্রদ্ধামধুনখমহঃপুঞ্জকিঞ্জল্কজালং
জঙ্ঘানালং চরণকমলং পাতু নঃ পুতনারেঃ ॥২॥

অন্বয় ঃ— শ্রীরাধায়াঃ স্তনমুকুলয়োঃ কুঙ্কুমক্ষোদরূপৈ পরাগৈর্জাত-রাগং শোনস্নিগ্ধাঙ্গুলিদলকুলং ভক্তশ্রদ্ধামধুনখমহঃপুঞ্জকিঞ্জল্কজালং জঙ্ঘানালং পুতনারেঃ চরণকমলং নঃ পাতু ॥২॥

অনুবাদ— শ্রীরাধার স্তনমুকুলদ্বয়ের কুঙ্কুম চূর্ণরূপ পরাগের দ্বারা যাহা অপূর্ব্ব রাগ বিশিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, রক্তবর্ণ স্নিগ্ধ অঙ্গুলী সকল যাহাতে দলস্বরূপ শোভমান হইয়া রহিয়াছে প্রেমিক ভক্তগণের শ্রদ্ধা যাহাতে মধুস্বরূপে বিরাজ করিতেছে, নখাবলীর প্রভাপুঞ্জ যাহাতে কিঞ্জল্ক (কেশর) রূপে অবস্থান করিতেছে এবং জঙ্ঘা (উরুস্থল যাহার নালস্বরূপ পুতনাহন্তার সেই চরণযুগল আমাদিগকে রক্ষা করুন ॥১॥

তাৎপর্য্য—যদি বলা হয় তুমি এমন ভাগ্য কি করিয়াছ, যাহার দ্বারা গোপীগণ-আলিঙ্গিত শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দযুগলের সাক্ষাৎ বন্দনা অভিলাষ করিতেছ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—তিনি পুতনারি। পুতনার স্তন্যপান লীলায় তাঁহার অসমোর্দ্ধ কারুণ্য প্রকাশ হইয়াছে। পুতনা ছিল পরম দুরাচারিণী লোকবালকনাশিনী রুধিরাশনা রাক্ষসী। সুতরাং তাহার কৃষ্ণপ্রাপ্তিতে কোন অধিকারই ছিল না।

ভজন থাকিলেও না হয় ভাবগ্রাহী মাধব তাহাকে করুণা করিতে পারিতেন। কিন্তু পুতনার তাহাও ছিল না। সে হননেচ্ছায় ছল করিয়া জননীর ভাবের অনুকরণ পূর্ব্বক কৃষ্ণদর্শনে আসিয়াছিল। এ হেন পুতনাকেও তিনি ধাতৃগতি দানে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাই মাদৃশ সাধনহীন জনও সেই চরণের সাক্ষাৎ বন্দনে অভিলাষী হইয়াছে।

শুধু তাহাই নহে। লোকে দেখা যায় যখন বাঞ্ছিত বস্তুর লাভে দাতার মন পরম প্রফুল্ল থাকে সেই সময় কোনও ভিখারী আসিলে দাতা অতিদুর্ল্লভ বস্তুও ভিখারীকে দান করিয়া থাকেন। শ্রীমাধবচরণ তাহার পরম প্রার্থিত শ্রীরাধার স্তনমুকুলের আলিঙ্গন লাভে আনন্দময় হইয়া রহিয়াছেন; সুতরাং মাদৃশ ভিখারীর ঐ চরণকমল বন্দনের ইহাই প্রকৃষ্ট অবসর।

অপূর্ব্ব রাগে সমুজ্জ্বল মাধবের চরণকমল। একে তো তাহার স্বাভাবিক রাগ বা কান্তিই অত্যদ্ভুত, তাহার উপর শ্রীরাধার স্তনমুকুলদ্বয়ের কুঙ্কুমচূর্ণসকল সর্ব্বতোভাবে লগ্ন হইয়া তাহার রাগ কোটিগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে। ভক্তের শ্রদ্ধা এই চরণকমলের মধু। এখানে উপচার করিয়া ভক্তের শ্রদ্ধাকে মাধব চরণকমলের মধু বলা হইল। কারণ শ্রদ্ধা দ্বারাই মাধবচরণের মাধুর্য্য অনুভূত হয়। কিন্তু এই শ্রদ্ধা ভক্ত্যঙ্গ অনুষ্ঠানে প্রথম প্রয়োজনীয় শাস্ত্রবাক্যে নিষ্ঠারূপ শ্রদ্ধা নহে। "শ্রদ্ধারতি ভক্তিরমুক্রমিষ্যতি" এই বাক্যে রতি ও ভক্তি অর্থাৎ ভাব প্রেমের পূর্ব্ববর্ত্তী যে আসক্তিকে শ্রদ্ধা নামে বর্ণন করা হইয়াছে এখানে সেই শ্রদ্ধার কথাই বলা হইয়াছে। এই শ্রদ্ধার উদয় ঘটিলে ভক্তের নিকট মাধবচরণকমলের মাধুর্য্য নির্ঝরের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যায়। সুকোমল অঙ্গুলী সমূহ ঐ চরণের দল, নখপ্রভা উহা কেশর ও জঙ্ঘা উহার নালোস্বরূপ ॥২॥

মাধুর্য্যৈর্মধুভিঃ সুগন্ধিভজনস্বর্ণাম্বুজানাং বনং
কারুণ্যামৃতনির্ঝরৈরুপচিতঃ সৎপ্রেমহেমাচলঃ
ভক্তাম্ভোধরধোরণী বিজয়িনী নিষ্কম্পশম্পাবলী,
দেবো নঃ কুলদৈবতং বিজয়তাং চৈতন্যকৃষ্ণো হরিঃ ॥৩॥

অন্বয়—যো মাধুর্যৈমধুভিঃ সুগন্ধিভজনস্বর্ণাম্বুজানাং বনং যশ্চ- কারুণ্যামৃতনির্ঝরৈঃ উপচিত সৎপ্রেমহেমাচলঃ, যশ্চ ভক্তাম্ভোধর- ধোরণী বিজয়িনী (ভক্তরূপ মেঘ শ্রেণী বিজয়িনী) নিষ্কম্প-শম্পাবলী ন কুলদৈবতং স চৈতন্যকোষ্ণহরিঃ বিজয়তাম্ ॥৩॥

অনুবাদ—যিনি স্বমাধুর্য্য রূপ মধুদ্বারা পরম সুগন্ধী নববিধ ভজন- রূপ স্বর্ণকমলের বনস্বরূপ, যিনি কারুণ্যামৃত রূপ নির্ঝর সমূহের দ্বারা পরিব্যাপ্ত শুদ্ধ অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের কনক গিরি, যিনি ভক্তরূপ মেঘমালাতে উদিত স্থির বিদ্যুন্মালাস্বরূপ, সেই আমাদের কুলদেবতা চৈতন্য কৃষ্ণ হরি উৎকর্ষ বিস্তার করিয়া বিরাজমান থাকুন ॥৩॥

তাৎপর্য্য—যদি বলা হয় দাতা স্বভাবকরুণ হইলে এবং উপযুক্ত সময়ে প্রার্থিত হইলে ভিখারীর বাঞ্ছা পূরণ হয় সত্য কিন্তু ভিখারীকে দাতার সমীপে যাইতে হইবে তো! যাঁহারা শ্রীরাধারাণীর অনুকিঙ্করী- রূপে আপনাকে নিরন্তর ভাবনা করিয়া সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ করেন, সেই ভাগ্যবান ভক্তগণই প্রকট লীলায় ব্রজপুরে গোপকুমারী রূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ব্রজনিকুঞ্জে শ্রীরাধামাধবের সান্নিধ্য লাভ করিতে পারেন। ইহাদের প্রার্থনা যতই দুর্ল্লভ হউক তৎক্ষণাৎ পূরণ হয়। তুমি কি নিজকে সেই ভাগ্যের অধিকারী বলিয়া মনে কর? ইহার উত্তরে গ্রন্থকার দৈন্যভরে বলিতেছেন—না আমি সেই মহা- ভাগ্যের অধিকারী নাই। কিন্তু শ্রীরাধার ভাব ও কান্তিতে সমুজ্জ্বল শ্রীচৈতন্য কৃষ্ণ যখন প্রকটরূপে নদীয়ায় আবির্ভূত হইয়া দ্বারে দ্বারে অনর্পিতচরী প্রেমধন বিতরণ করিয়াছিলেন তখন ভাগ্যক্রমে আমার বংশের অভীষ্ট দেবতারূপে আমার পিতা শ্রীজীবানন্দ সেন মহাশয়কে নিজ শ্রীচরণে আশ্রয় দিয়াছিলেন। সেই ভক্ত পিতার

সন্তান বলিয়া করুণাময় প্রভু আমার ন্যায় দীনজনের সমক্ষেও প্রকট হইয়া নিজ চরণের অঙ্গুষ্ঠ আমার মুখে দান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই অহৈতুকী করুণাই আমাকে শ্রীরাধালিঙ্গিত-মাধবচরণকমলের সাক্ষাৎ বন্দনায় সাহসী করিয়াছে। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার উল্লাসভরে এখানে শ্রীচৈতন্যমাধবের মহামাধুর্য্যের কিছু পরিচয় দিতেছেন। স্বর্ণকমল জগতে বড় তুর্ল্লভ বস্তু। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিলে মহাতাপসগণ হয়তো তাহার তুই একটি প্রত্যক্ষ করিতেও পারেন কিন্তু কৃষ্ণভজন রূপ স্বর্ণকমলের সাক্ষাৎ মহাতাপসেরও সুতুর্ল্লভ। আমার শ্রীগৌরাঙ্গমাধব নিজ অলৌকিক মহাসামর্থ্যে এই স্বর্ণকমলের বন জগজ্জীবের সমক্ষে প্রকটিত করিয়াছিলেন। এই কমলবনে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবজাতীয় স্বর্ণকমল বিরাজিত ছিল। তাহার এক একটির সুগন্ধে সমস্ত জগৎ মাতাল করিত। মহামুনিরও তপোভঙ্গ করিত। আমার শ্রীগৌরাঙ্গমাধব আবার নিজাস্বাদিত শ্রীরাধাপ্রেমমধুর সুরভি গন্ধে ঐ স্বর্ণকমলের গন্ধকে কোটি কোটি গুণ বর্দ্ধিত করিয়া পরমোল্লাসে সর্ব্বদা ঐ বনে বিচরণ করিতেন। যেখানে তিনি শুভ বিজয় করিতেন ঐ অলৌকিক কমলবনও তাহার সঙ্গে তথায় প্রকটিত হইত। সকলেই জানে অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের অনুভূতি মনুষ্যলোকে পাওয়া যায় না, ইহার উৎস শ্রীগোবিন্দচরণ। "বিষ্ণোঃপদে পরমঃ মধ্বঃ উৎসঃ" ঋগ্বেদ। শ্রীকৃষ্ণের চরণেই সেই পরমমধু অকৈতব প্রেমের উৎস বর্ত্তমান। বুদ্ধিমান সন্ধানীজন ব্যতীত যেমন অন্যের নিকট সেই উৎসের সন্ধান তুর্ল্লভ, তেমনি সখীভাবে শ্রীরাধার আনুগত্য পরায়ণ ভক্ত ভিন্ন অন্যের নিকট এই অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমের উৎসের সন্ধানও অতি তুর্ল্লভ।

আমার শ্রীগৌরাঙ্গ মাধব ছিলেন সেই অকৈতব-কৃষ্ণপ্রেমের পুঞ্জীভূত স্বর্ণগিরি। সেই কনকগিরি হইতে ঐ প্রেমকণা আবার শত শত কারুণ্যামৃতনির্ঝরে বিগলিত হইয়া দূর দূরান্তের সংসার মরুযাত্রী পথিকের তাপ শান্ত করিত, তৃষ্ণা দূর করিত। যদি বলা যায় বিশুদ্ধ

ভক্তগণ তো সংসার-মরুপথের যাত্রী নহেন—ইহাদের গন্তব্য পথ স্বতন্ত্র। শ্রীগৌরাঙ্গমাধব প্রকটিত হইয়া তাঁহাদের কি উপকার করিয়াছেন? উত্তরে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন—বিদ্যুৎ যেমন জলভরা মেঘের অভ্যন্তরে বিরাজ করে, আমার শ্রীগৌরাঙ্গমাধব শুদ্ধ ভক্তমাত্রের হৃদয়ে তেমনি মহামধুময় রূপে বিরাজিত থাকেন। তবে মেঘের বিদ্যুৎ হয় চঞ্চল আর আমার গৌরাঙ্গমাধব ভক্ত রূপ মেঘমালাতে স্থির বিদ্যুৎ-রূপে সর্ব্বদা অবস্থান করেন। ভক্তকে সাধনপথে তাহার অনু-সন্ধানের জন্য দুঃখ ভোগ করিতে না দিয়া স্বয়ং ভক্তের নিকটে শুভাগমন করেন—এমনি তাঁহার করুণা। এমন করুণাময় শ্রীগৌরাঙ্গ-মাধব যখন নিজ উৎকর্ষ বিস্তার করিয়া আমার কুলদেবতা রূপে বিরাজ করিতেছেন তখন তাঁহার কৃপায় অতি দুর্ল্লভ বস্তুও আমার মিলিয়া যাইবে।

নমস্যামোঽদ্বৈতস্ত্বেব প্রিয়পরিজনান্ বৎসলহৃদঃ
প্রভোরদ্বৈতাদীনপি জগদঘৌঘক্ষয়কৃতঃ
সমানপ্রেমানঃ সমগুণগণাস্তুল্যকরুণাঃ
স্বরূপাদ্যা যেঽমী সরসমধুরাস্তানপি নুমঃ

অন্বয়—অস্ত্যেব প্রভোঃ প্রিয়পরিজনান্ জগদঘৌঘক্ষয়কৃতঃ বৎসলহৃদঃ অদ্বৈতাদীনপি সমান প্রেমানঃ সমগুণগণাস্তুল্য-করুণাঃ সরসমধুরা যে ঽমী স্বরূপাদ্যা (প্রিয়পরিজনাঃ) তানপিনুমঃ ॥৪॥

অনুবাদ—যাঁহারা মাদৃশ ভক্তিহীন জনের প্রতি পরম বৎসল, যাঁহারা জগতের পাপ ও অপরাধ সমূহ নাশ করেন, সেই শ্রীমন্মহা-প্রভুর প্রিয় পরিষদ অদ্বৈত প্রভু, নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগদাধর পণ্ডিত-শ্রীবাস পণ্ডিত ও নদীয়ার ভক্তসমূহকে প্রণাম করি।

প্রেম, গুণরাশি ও করুণাতে পরস্পর তুল্য প্রেমরসসরসমধুর প্রকৃতি শ্রীস্বরূপ দামোদর শ্রীরামানন্দ শ্রীরূপসনাতন বাসুদেব সার্ব্বভৌমাদি অন্যান্য পার্ষদ ভক্তগণকে প্রণাম করি ॥৪॥

তাৎপর্য্যার্থ—'ভগবান ভক্ত ভক্তিমনে' এই ন্যায় অনুসারে পার্ষদ ভক্তগণ তাঁহার একান্ত প্রিয়। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ মাধবের প্রীতি-সাধনের উদ্দেশ্যে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাঁহার দয়িত ভক্তগণকে এই শ্লোকে প্রণাম করিলেন।

গুরুং নঃ শ্রীনাথাভিধমবনিদেবান্বয়বিধুং
নুমো ভূষারত্নং ভুব ইব বিভোরস্য দয়িতং
যদাস্যাদুন্মীলন্নিরবকরবৃন্দাবনরহঃ
কথাস্বাদং লব্ধা জগতি ন ক্বাপি রমতে ॥৫॥

অন্বয়—অবনিদেবান্বয়বিধুং ভুবো ভূষারত্নমিব অস্য বিভোর্দয়িতং শ্রীনাথাভিধং নো গুরুং নুমঃ। যদাস্যাৎ (যন্মুখাৎ) উন্মিলন্নিরবকর-বৃন্দাবনরহঃকথাস্বাদং (নির্গলিত-দোষলেশস্পর্শশূন্য-শ্রীরাধামাধবয়োঃ রহোলীলাকথারসাস্বাদং) লব্ধ্বা জগতি জনঃ ন ক্বাপি রমতে ॥৫॥

অনুবাদ—যিনি বিপ্রবংশের চন্দ্রতুল্য, যিনি পৃথিবীর বিভূষণ-রত্নের ন্যায়, যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের দয়িত ভক্ত, সেই শ্রীনাথ নামক আমার গুরুদেবকে বন্দনা করি—যাঁহার শ্রীমুখনির্গলিত দোষলেশস্পর্শশূন্য বৃন্দাবনীয়-রহোলীলাকথারসাস্বাদ গ্রহণ করিলে জনমাত্রের চিত্ত আর জগতের কোনও বিষয়ে রমিত হয় না। ॥৫॥

তাৎপর্য্যানুবাদ—পূজ্যপাদ গ্রন্থকার এই শ্লোকে আপন গুরুদেব শ্রীনাথ বিপ্রের স্তব করিয়াছেন। যদিও বাল্যকালে শ্রীপাদ গ্রন্থকার শ্রীমন্ মহাপ্রভুর সমীপে শ্রীকৃষ্ণ নামের উপদেশ লাভ করিয়াছিলেন এবং শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণাঙ্গুষ্ঠ লেহনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া-ছিলেন। সুতরাং বলা যাইতে পারে তাঁহার আর দীক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন ছিল না। তথাপি তিনি সদাচার রক্ষার জন্য শ্রীমন মহাপ্রভুর আদেশে বিপ্রবংশীয় শ্রীনাথ বিপ্রের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুরুদেবের স্তব করিতে গিয়া পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাহার কয়েকটি বিশেষণ দিয়াছেন। এই বিশেষণগুলি সদ্গুরুর লক্ষণবোধক। প্রথম বিশেষণে বলিলেন –'অবনিদেবান্বযবিধং'। অবনিদেব বলিতে

ব্রাহ্মণ, অন্বয় বলিতে কুল। সেই কুলের বিধু বা চন্দ্রতুল্য অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া বিদ্যা বিনয় সাধন ভজন ও সদাচারে সেই কুলের ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিয়াছেন এইরূপ ব্যক্তিই গুরু হইবার মুখ্য অধিকারী। অন্য কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহারা গুরুর অধিকার দাবী করেন, অথবা যাঁহারা ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও দলবিশেষের প্ররোচনায় দীক্ষান্তে পৈতা গ্রহণ করিয়া গুরুর অধিকার দাবী করিতে যান পূর্ব্বোক্ত বিশেষণে উভয় প্রকার ব্যক্তিরই গুরুর অধিকার নিরসন করা হইল।

শুধু ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার ঔজ্জ্বল্যসম্পাদক হইলেই চলিবে না। গুরুকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দয়িত ভক্ত হইতে হইবে—দ্বিতীয় বিশেষণে তাহারই উল্লেখ করা হইল। যিনি পরম নিষ্ঠার সহিত ঐকান্তিক ভক্তিতে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর স্মরণ মনন করেন, তিনিই প্রভুর দয়িত ভক্ত হইতে পারেন। এই প্রকার ব্যক্তির সমস্ত বিষয়লালসা অন্তর্হিত হয়। সুতরাং প্রতিষ্ঠাদি কামনায় গুরু হইবার অভিলাষও তাঁহার থাকে না। যত্র তত্র শিষ্য করিলে শিষ্যের পাপ প্রভৃতির অংশ গ্রহণ করিতেই হইবে এবং তাহার অবশ্যম্ভাবী ফল সাধন-ভজনের বিঘ্ন। প্রভুর যিনি দয়িত ভক্ত হইবেন তিনি কখনই সাধিয়া যাচিয়া নিজ ভজনের এইরূপ বিঘ্ন ডাকিয়া আনিবেন না। পক্ষান্তরে যিনি অর্থ প্রতিষ্ঠাদি কামনায় শিষ্যাদির অভিলাষী হইবেন তিনি কখনই প্রভুর দয়িত ভক্ত নহেন।

তৃতীয় লক্ষণে বলা হইল এই উভয় প্রকার লক্ষণে লক্ষিত ভক্তের অন্তরেই শ্রীরাধামাধবের বৃন্দাবনীয় রহোলীলাকথার নিরবকর অর্থাৎ নির্দ্দোষ রসাস্বাদ সম্ভব হইবে। আর যাঁহারা তাঁহার মুখে সেই শ্রীরাধামাধব লীলাকথার অপূর্ব্ব রসাস্বাদ অনুভব করিতে পারিবেন, জগতের সমস্ত সুখজনক বিষয় হইতে তাহাদের মন প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীরাধামাধব সেবা লালসায় বিভোর হইয়া থাকিবে। আর যাঁহারা ঐ তিনটি লক্ষণে লক্ষিত নহেন অথবা উক্ত লক্ষণ গুরুর আনুগত্য

গ্রহণ করতে পারেন নাই, তাঁহারা সদ্‌গুরুর মুখে নিরবকর (দোষ-স্পর্শরহিত) বৃন্দাবনীয় রসকেলীবার্ত্তার রস আস্বাদনের সৌভাগ্যও লাভ করিতে পারিবেন না। তাহা হইলে কি প্রকারে তাহাদের চিত্ত মহামায়ারচিত-বিষয় বিষামিষ-রস হইতে নিবৃত্ত হইবে? যদিও শ্রীপাদ গ্রন্থকার বাল্যকালে সাক্ষাৎ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর মুখে শ্রীকৃষ্ণনাম-উপদেশ শ্রবণ করিয়া সাক্ষাৎ তাঁহার কৃপাসম্পৎ লাভ করিয়াছিলেন, হৃদয়মধ্যে চৈত্ত্যগুরুর রূপ প্রকট করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহার অভীষ্ট অষ্টদশাক্ষর মহামন্ত্রও তাঁহাকে উপদেশ করিয়াছিলেন, তথাপি বেদমর্য্যাদা এবং লোকমর্য্যাদামার্গ রক্ষার জন্য মর্য্যাদাপুরুষোত্তম শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজ দয়িত ভক্ত সদ্‌গুরুলক্ষণান্বিত শ্রীনাথ বিপ্রের দ্বারা তাঁহাকে পুনরায় ঐ মন্ত্ররাজ উপদেশ করাইয়াছিলেন। তাই এই শ্লোকে শ্রীপাদ গ্রন্থকার গুরুরূপে শ্রীনাথ বিপ্রের স্তব করিলেন ॥ ৫ ॥

গতে স্বস্বাভীষ্টং পদমহহ চৈতন্যভগবৎ-
পরিবারে পশ্চাদ্‌গতবতি চ যস্মিন্ নিজপদম্।
বিলুপ্তা বৈদগ্ধীপ্রণয়রসরীতির্বিগলিতা
নিরালম্বো জাতঃ সুকবিকবিতায়াঃ পরিমলঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—চৈতন্যভগবৎপরিবারে স্বস্বাভীষ্টং পদং গতে, যস্মিন্ নিজপদং গতে সতি বৈদগ্ধীপ্রণয়রসরীতির্বিগলিতা সতী বিলুপ্তা, সুকবিকবিতায়াঃ পরিমলঃ নিরালম্বো জাতঃ ॥ ৬ ॥

বঙ্গানুবাদ।—চৈতন্য ভগবানের পার্ষদ ভক্তগণ নিজ নিজ অভীষ্ট পদে গমন করিলে এবং তাঁহাদের পশ্চাৎ প্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও প্রপঞ্চাতীত, নিজ ধামে গমন করিলে বৈদগ্ধীপূর্ণ শ্রীরাধামাধবের প্রেমরসাস্বাদনের রীতি বিগলিতা হইয়া বিলুপ্তা হইয়াছে। সুকবিগণের কবিতার পরিমলও অবলম্বনহীন হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৬ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।—জগতে শীতাতপক্লিষ্ট ষড়্‌ঋতুর নাট্যশালে যখন বসন্তের শুভ আগমন হয়, কোকিলের কণ্ঠে ফুটিয়া উঠে মধুময়

পঞ্চম স্বরের কাকলী, পৃথিবীর বুকে বসিয়া যায় বর্ণাঢ্য সুরভি ফুলের মধুমেলা। শীতের দুঃখদায়ী বাতাস যেন মন্ত্রবলে রাতারাতি সুখময় মলয় বায়ুতে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। অন্য ঋতুতে কিন্তু এইরূপ বাসন্তী মাধুরী বহু চেষ্টাতেও অনুভূত হইবার নহে।

প্রকৃতির ত্রিগুণময় উপাদানে বিরচিত এই জগৎ সর্ব্বদা ত্রিতাপপূর্ণ। তাই সুখলোভে এখানে আগত জীবের ভাগ্যে শোক মোহ জরা মৃত্যু আধি ব্যাধির কশাঘাত নিয়তই লাভ হইতেছে। সে যতই বৈদগ্ধী বা নিপুণতার সহিত চেষ্টা করুক, বাঞ্ছিত আনন্দের অনুভূতি সে এখানে লাভ করিতে পারে না। পাঞ্চভৌতিক বিষয়ের পশরা সাজাইয়া সে সুখ আস্বাদনের ক্লান্তিকর ব্যর্থ প্রচেষ্টায় সর্ব্বদাই রত। পাঞ্চভৌতিক ইন্দ্রিয়কে ভোগের উপকরণ করিয়া সে অমৃতময় প্রণয়-রসের আস্বাদন লাভের ক্লান্তিকর প্রচেষ্টা করিতেছে। কিন্তু হায় প্রতি পদক্ষেপেই সে শুধু আশাভঙ্গের নিবিড় বেদনায় ক্লিষ্টই নহে পরন্তু বিষয়-বিষের সুতীব্র জ্বালায় অভিভূত হইয়া পড়িতেছে। তাহার যতই বৈদগ্ধী বা নিপুণতা থাকুক আনন্দ বা রসাস্বাদন বিষয়ে তাহা কোনও কাজেই আসেনা। কারণ রক্তমাংস-অস্থিমজ্জায় গড়া এই দেহ-পিঞ্জরে অথবা পঞ্চভূতরচিত মায়িক বিষয়ে এমন কিছু বস্তু নাই যাহাতে তাহার সুখপিপাসা পূর্ণ হইতে পারে। তাই ক্ষুধার্ত্ত কুকুর যেমন শুষ্ক হাড় হইতে রক্ত নিষ্কাশনের ব্যর্থ প্রচেষ্টায় কেবল যন্ত্রণাই লাভ করে, তেমনি বিষয়াদি হইতে সুখ লাভের ব্যর্থ চেষ্টা করিতে গিয়া আনন্দপিপাসু জীবের যন্ত্রণাভোগই সার হয়।

যদি বলা যায় প্রাকৃত জগতে আনন্দ না থাকুক রসঘন-বিগ্রহ শ্রীমাধব এবং তাঁহার হ্লাদিনী শক্তিরূপা শ্রীরাধারাণীর পরস্পর লীলাকথা রস আস্বাদনে তো জীব পরমানন্দের অনুভব পাইতে পারিত। তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—শ্রীরাধামাধবের লীলাকথার রসাস্বাদন করিতে হইলে যে জাতীয় বৈদগ্ধী বা নিপুণতা এবং রীতির প্রয়োজন, তাহা জীবের অশুদ্ধ অন্তঃকরণের সাধ্যায়ত্ত নহে। একমাত্র

শ্রীরাধামাধব এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের কৃপায় অন্তর পরিশুদ্ধ হইলে ভক্তগণ শ্রীরাধাকৃষ্ণপ্রণয়লীলাকথার রসমাধুরী উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইতে পারেন। আর অশুদ্ধ অন্তঃকরণে অনধিকারী জীব ঐ মধুময়ী কথামৃতের আস্বাদন লাভের চেষ্টা করিতে গেলে কামের বিষজ্বালায় হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। তাই সর্ব্বপ্রথমে এই অমৃতময়ী লীলাকথারসাস্বাদনের বৈদগ্ধী বা নিপুণতা অর্জ্জন করিয়া এবং সাধু ভক্তের নিকট উহা আস্বাদনের রীতি শিক্ষা করিয়া পরে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাকথার রসাস্বাদনের চেষ্টা করিলে সাধকের অমৃত আস্বাদনের প্রচেষ্টা সফল হয়। শ্রীরাধামাধব এবং তাঁহাদের অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ একমাত্র প্রেমধনে ধনী ভক্তকেই এই আস্বাদনের বৈদগ্ধী দান করেন. অপরকে নহে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের প্রকটকালে কিন্তু বড় অঘটন ঘটিয়াছিল। সারাভারতে জাগিয়াছিল এক প্রেমভক্তির জোয়ার। এবং ঐ প্রেমভক্তির স্পর্শে ভারতের আপামর সকলেই শ্রীরাধামাধবলীলাকথার রসাস্বাদনের বৈদগ্ধী অর্জ্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শ্রীমন মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ নিজে আচরণ করিয়া ঐ আস্বাদনের রীতিও জনসাধারণকে শিক্ষা দিয়াছিলেন।

সে আনন্দের দিন কিন্তু দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া গেল। অনর্পিতপ্রেমধন দান করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণ সকলেই লীলা অপ্রকট করিয়া নিজ ধামে প্রবেশ করিলেন। এই গ্রন্থের আবির্ভাবকালে যে দুই একজন পার্ষদ ভূলোকে অবশিষ্ট ছিলেন তাঁহারাও শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিরহ দুঃখে এবং তাঁহার একান্ত প্রিয়ভক্তগণের বিরহ দুঃখে বিহ্বল হইয়া অবিলম্বে নিত্যধামে প্রয়াণ করিতে সমুৎসুক।

তাই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—ব্রজলীলাকথা-রস-বৈদগ্ধীর পরমদাতা শ্রীগৌরাঙ্গ পার্ষদগণসহ নিত্যলীলায় প্রবেশ

করায় সে প্রেমের উল্লাসও মন্দীভূত হইয়াছে। রসাস্বাদনের রীতি শিক্ষা দিবার মত আচার্যের অভাব হইয়াছে। তাই সুকবিগণের গ্রথিত শ্রীরাধামাধবলীলাকথাপূর্ণ গ্রন্থাদি আস্বাদক হারাইয়া অবলম্বনশূন্য হইয়াছেন। এমতাবস্থায় মৎকৃত আনন্দবৃন্দাবনচম্পু হয়তো অনাস্বাদিত রহিয়া যাইবে ॥ ৬ ॥

তবাদরং কিং করবানি বানি প্রাণীন বক্তুং ক্ষমতে ত্বদীহাং
যতঃ সুবদ্ধেব তনোষি মানং ত্বমন্যথা লব্ধমপি ক্ষিণোষি ॥ ৭ ॥
মাতর্বাণি তবানিশং করুণয়া লব্ধপ্রমোদা বয়ং
কিং নু ত্বাং স্তুমহে তয়ৈব যজতাং তোয়েন কঃ তোয়ধিং
এতৎ প্রত্যুপকুর্ম্মহে ভগবতঃ কৃষ্ণস্য লীলামৃত-
স্রোতস্যেব নিমজ্জয়ামি ভবতীং নোত্থেয়মস্মাৎ পুনঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—হে বানি তবাদরং কিং করবাণি। প্রাণী ত্বদীহাং বক্তুং ন ক্ষমতে। যত সুবদ্ধেব মানং তনোষি। অন্যথা সন্তমপি (মানং) ক্ষিণোষি ॥ ৭ ॥

মাতর্বাণিঃ বয়মনিশং তব করুণয়া লব্ধপ্রমোদা ভবামঃ। ত্বয়ৈব কিং নু ত্বাং স্তুমহে? তোয়েন কঃ তোয়ধিং যজতাম্। এতৎ প্রত্যুপকুর্ম্মহে, ভগবতঃ কৃষ্ণস্য লীলামৃতস্রোতস্যেব (ত্বাং) নিমজ্জয়ামি যস্মাৎ পুনঃ ন উত্থেয়ম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ।—হে মাতঃ সরস্বতি আমি তোমার স্তব কি করিব? কোনও প্রাণীই আপনার চেষ্টা বর্ণন করিতে সমর্থ নহে। কারণ কেহ যদি আপনাকে সুষ্ঠুরূপে বদ্ধ করে, আপনি তাহার মানদান করিয়া থাকেন। অন্যথা তাহার জনসমাজে প্রথিত মানও নাশ করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥

হে মাতঃ সরস্বতি! আমরা তোমার করুণায় শ্রীরাধাকৃষ্ণ-লীলারসকথার রস আস্বাদন করিয়া নিরন্তর প্রভূত আনন্দে ডুবিয়া আছি। তোমার দ্বারাই কিরূপে তোমাকে স্তব করিব? জল দ্বারা কোন্ ব্যক্তি জলনিধির অর্চ্চনা করে!! তবে তুমি আমার যে উপকার

করিয়াছ আমি তাহার এইমাত্র প্রত্যুপকার করিতেছি যে শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতস্রোতে তোমাকে নিরন্তর ডুবাইয়া রাখিব। সেই স্রোত হইতে তোমাকে আর উঠাইব না।। ৮ ॥

তাৎপর্য্য।—শ্রীভগবানের করুণা লাভ হইলে ভক্তের বাণী বক্তা ও শ্রোতার পরমানন্দসম্পাদক প্রসাদাখ্য গুণের দ্বারা বদ্ধ হয়। এতদ্ভিন্ন সেই বাণী বা বাগিন্দ্রিয়ে ভক্তির উল্লাসিকা নানাপ্রকার বৈচিত্রীর উদয় হয়। সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অপার করুণা লাভে সুষ্ঠু অলংকৃতা নিজ বাণীকে সম্বোধন করিয়া পূজ্যপাদ গ্রন্থকার সেই বাণী দ্বারা এই শ্লোকে শ্রীভগবানের স্তব করিবার সংকল্প প্রকাশ করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে,—যে জিহ্বা ভগবৎকথারসে মগ্ন হইয়া তাঁহার গুণে বদ্ধ না হয় সে জিহ্বা ভেকজিহ্বার ন্যায় সাধুজনের বিরক্তিসম্পাদক এবং স্বমৃত্যুর আহ্বায়ক হয়। সাধুগণের আদরই ভক্তের নিকট মান। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমডোরে সুবদ্ধা বাণীই সাধুজনের আদর বা আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া থাকে। তাই নিজ বাণীকে গ্রন্থকার সেই মান লাভে উৎসাহিত করিতেছেন ॥ ৭ ॥

শাস্ত্রে বলা হইয়াছে বাণী বা সরস্বতী শ্রীভগবানেরই শক্তি। পরম করুণাময় শ্রীভগবান যখন সেই বাণীকে (পরমাচার্য্য শ্রীবেদ-ব্যাসাদি মহর্ষির বাক্শক্তিকে) উদ্দীপিত করিয়া তদাশ্রয়ে শ্রীভাগবতাদি রূপে প্রকটিত হন, তখন সেই বাণীর দ্বারা অনুগৃহীত ভক্তগণ পরমানন্দের অনুভূতিতে প্রমোদিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতের অমৃতময় আস্বাদনে বিভোর হইয়া থাকেন। পূজ্যপাদ গ্রন্থকার তাই বলিতেছেন—মাগো বাণি তোমার অপার করুণায় শ্রীমদ্ভাগবতাদি-রসাস্বাদনে আমরা দিবানিশি পরমানন্দে প্রমত্ত হইয়া রহিয়াছি। তাই আজ পরমোপকারকারিণী তোমাকে স্তব করিবার ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু কেমন করিয়া তোমার স্তব করিব? গঙ্গাজলের দ্বারা শ্রীভগবানের অর্চ্চনা হয়, কিন্তু উহা দ্বারা গঙ্গার অর্চ্চনা কেমন

করিয়া সম্ভব হইবে? তাই স্থির করিয়াছি তুমি কৃষ্ণকথামৃত দান করিয়া যে উপকার করিয়াছ, আমি শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতস্রোতে তোমাকে নিমজ্জিত করিয়া তাহার প্রত্যুপকার করিব। তোমাকে আর তাহা হইতে উঠাইব না। অর্থাৎ আমি অন্য কথা পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে শ্রীকৃষ্ণলীলাকথামৃতরসে সর্ব্বদা প্রমত্ত করিয়া রাখিব ॥ ৮ ॥

আত্মনঃ প্রিয়তয়া তনুভাজাং নাত্মনঃ কৃতিষু দূষণদৃষ্টিঃ।
সর্ব্বতস্তিমিরমস্যতি দীপো নাত্মমূলতিমিরং বিনিহন্তি ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—আত্মনঃ প্রিয়তয়া তনুভাজাং আত্মনঃ কৃতিষু দূষণদৃষ্টির্ণ-ভবতি। দীপ সর্ব্বতস্তিমিরমস্যতি (কিন্তু) আত্মমূলং তিমিরং ন বিনিহন্তি ॥ ৯ ॥

অনুবাদ—দেহধারীগণের আত্মাই প্রিয়, এই জন্য আত্মকৃত কাব্যে কাহারও দোষদৃষ্টি হয় না। প্রদীপ চতুর্দ্দিকের তিমির নাশ করে কিন্তু অত্মমূলস্থ অন্ধকার বিনষ্ট করে না ॥ ৯ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।—যদি বলা হয় শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতসাগরে নিজ বাক্যকে চিরতরে নিমজ্জিত করিয়া ব্রজলীলাময় কাব্য রচনা দ্বারা নিজ বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিতে চাহিতেছ ভাল কথা, কিন্তু মায়িক দেহধারী জীবের চিত্তেন্দ্রিয় মন দোষযুক্ত হওয়ায় সেই চিত্তেন্দ্রিয়-দ্বারা রচিত মহাকবিগণের কাব্যেও পরবর্ত্তী কবিগণ বহু দোষের আবিষ্কার করিয়াছেন। এমতাবস্থায় তোমার রচিত কাব্যও দোষযুক্ত হইবে, ও পরবর্ত্তী কবিগণ সেই দোষ কীর্ত্তন করিবেন। সুতরাং তোমার এ প্রয়াস ত্যাগ করাই উচিত।

ইহার উত্তরে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিতে পারিতেন শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ কৃপাবৈশিষ্ট্যদ্বারা রচিত এই কাব্যে দোষাশঙ্কা থাকিবার কথা নহে। এরূপ বলিলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় ভক্তরূপে নিজের পরিচয় গ্রন্থকারকে দিতে হইত। কিন্তু দৈন্য প্রাণ প্রেমিক শুদ্ধ ভক্তগণের ইহা স্বভাববিরুদ্ধ, তাই গ্রন্থকার নিজ ভক্তভাব আবরণ করিয়া

বলিতেছেন—দেহধারী জীবগণের নিকট তাহাদের আত্মা বড় প্রিয়। তাই নিজকৃত কাব্যও তাহার নিকট বড় প্রিয় এবং ঐ কাব্যে কোনও দোষ তাহার চোখে পড়ে না। ইহা জীব মাত্রের স্বভাব। আমিও সেই স্বভাবের বশবর্ত্তী হইয়া এইরূপ কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। ॥ ৯ ॥

নির্ম্মলেঽপি সুজনা স্বচরিতে দোষমেব পুরতঃ প্রথয়ন্তে
উজ্জ্বলেঽপি সতি ধাম্নি পুরস্তাদ্ধূমমেব বমতি স্ফুটমগ্নিঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়ঃ।—ধাম্নি উজ্জ্বলে সত্যপি সুজনা স্বচরিত্রে পুরতঃ দোষমেব প্রথয়ন্তে ধাম্নি উজ্জ্বলে সত্যপি অগ্নিঃ পুরস্তাদ্ ধূমমেব প্রথয়ন্তো। ॥ ১০ ॥

অনুবাদ।—নিজ তেজ উজ্জ্বল হইলেও অগ্নি যেমন প্রথমে ধূম উদ্গীরণ করিয়া থাকেন, সাধুজন তেমনি নিজ স্বভাব নির্ম্মল হইলেও প্রথমে নিজ দোষই খ্যাপন করিয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।—যদি বলা যায় সাক্ষাৎ শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়াও তুমি নিজকে সাধারণ জীবের স্তরে ফেলিয়া এরূপ নিজ দোষ প্রকাশ করিতেছ কেন?

ইহার উত্তরে পূজ্যপাদ গ্রন্থকার বলিতেছেন—পরম নির্ম্মল স্বরূপ অগ্নি যেমন নিজ ভাব বশে প্রথমে নিজ তেজ গোপন করিয়া ধূম প্রদর্শন করে, তাহার পর যখন আর সে আত্মগোপন করিতে পারে না তখন লোকের নিকট তাহার দীপ্ত স্বরূপ প্রকাশ হইয়া যায়। শ্রীভগবানের কৃপাপ্রাপ্ত সাধুগণ তেমনি নিজ স্বভাব নির্ম্মল হইলেও তাহা গোপন পুর্ব্বক প্রথমে নিজ দোষই জনসমক্ষে বিস্তার করেন। তাহার পর প্রেমোত্থ স্বাভাবিক চেষ্টাদি দ্বারা যখন নিজ সাধু স্বভাব আর গোপন করিতে পারেন না, তখন তাহার স্বরূপ লোকমধ্যে প্রকটিত হইয়া যায়। ইচ্ছা করিয়া সাধুজন কখনও আত্মপ্রকাশ করিতে পারেন না। পরন্তু দোষাদি বিস্তার দ্বারা নিজ স্বরূপ আবৃত করিয়া রাখাই তাহার স্বভাব। আমিও সাধুগণের

পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া এইরূপ নিজ দোষ প্রকাশ করিতেছি। ১০॥

অর্থাদিপর্য্যাকলনং বিনাপি প্রহ্লাদয়ন্তে স্নুকবের্ব্বচাংসি
বিনাবগাহাদপি দৃষ্টিমাত্রান্মনঃ পুণন্ত্যেব হি পুণ্যনদ্যঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—স্নুকবের্ব্বচাংসি অর্থাদি পর্য্যাকলনং বিনাপি দৃষ্টিমাত্রাৎ-পুণন্তি। হি (যস্মাৎ) পুণ্যনদ্যঃ অবগাহাদ্ বিনা ষ্টিমাত্রাৎ মনঃ পুণন্তি ॥ ১১ ॥

অনুবাদ।—স্নুকবির বাক্যসমূহ অর্থাদি পর্য্যালোচনা ব্যতীতই দৃষ্টিমাত্র পাঠক ও শ্রোতার মন পবিত্র করিয়া থাকে। যেহেতু পুণ্য-নদীগণ অবগাহন বিনাই দর্শনমাত্র সজ্জনগণের মন পবিত্র করিয়া থাকেন॥ ১১ ॥

যদি বলা হয় শব্দশাস্ত্রে জ্ঞান ও অর্থ গুণ অলঙ্কারাদির সুষ্ঠু জ্ঞান ব্যতীত লোকে কাব্যের রস আস্বাদন করিতে সমর্থ হয় না। সুতরাং তোমার কাব্যের মাধুর্য্য সাধারণ জন আস্বাদন করিতে পারিবে না। তোমার প্রয়াস বিফল হইবে।

তাহার উত্তরে বলিতেছেন—গঙ্গাদি পুণ্যনদী যেমন অবগাহন ব্যতীতই দর্শনমাত্র সাধুজনের আনন্দবিধান করে, তেমনি স্নুকবি-গণের বাক্য শব্দ অর্থ গুণ অলঙ্কার ও রসের জ্ঞান ব্যতীতই সাধারণ জনের আনন্দ বিধান করে ॥ ১১ ॥

তাবৎ পদানি জায়ন্তে নির্দ্দোষাণি পৃথক্ পৃথক্।
যাবৎ স্বরসনাসূচ্যা তানি গ্রথ্নাতি ন কবিঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়।—তাবৎ নির্দ্দোষানি পদানি পৃথক পৃথক জায়ন্তে যাবৎ কবিঃ স্বরসনাসূচ্যা তানি ন গ্রথ্নাতি ॥ ১২ ॥

অনুবাদ।—ততদিনই পদসমূহ পৃথক্ পৃথক্ রূপে নির্দ্দোষ থাকে, কবি যতদিন নিজ রসনারূপ সূচীর দ্বারা তাহা গ্রথন না করে ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্যার্থ।—যদি বলা যায় নির্দ্দোষ পদের দ্বারা কাব্য রচনা করিলে তোমার কাব্য নির্দ্দোষ হইতে পারিবে. তাহাতে সাধুগণ অনায়াসে রসগ্রহণ করিতে পারিবে।

নির্ম্মলয়সি ভুবনতলং সততাক্ষিপ্তেন পরমলেন
খলরসনে সম্মার্জ্জনি তদপি চ ভীতির্ভবৎস্পর্শে ॥ ১৩

অন্বয় ঃ—হে খলরসনে সম্মার্জ্জনি! ত্বং সততাক্ষিপ্তেন পরমলেন ভুবন-
তলং নির্ম্মলয়সি তদপি চ ভবৎস্পর্শে (মম) ভীতির্ভবতি।

মূলানুবাদ ঃ—হে খলরসনে সম্মার্জ্জনি! তুমি সতত পরমল আক্ষেপের
দ্বারা ভুবনতল নির্ম্মল করিয়া থাক। তথাপি তোমার স্পর্শে
আমার ভীতি হইতেছে!

তাৎপর্য্য :—গুণ ও অলংকারবৈশিষ্ট্যে কাব্য পরম উপাদেয় হইলেও খল জন তাহাতে অকিঞ্চিৎকর দোষও দর্শন করিয়া তাহার নিন্দা করিয়া থাকে এইরূপ খল জন দূরে পরিহার্য্য—এই শ্লোকে ইহাই প্রপঞ্চিত হইতেছে।

সম্মার্জ্জনীর স্বভাব হইতেছে সে জগতের মল পরিষ্কারের জন্য যেখানে মালিন্য আছে সেইখানেই ছুটিয়া যায় এবং নিজে মললিপ্ত হইয়াও সে সেই মল পরিষ্কার করিয়া স্থান নির্ম্মল করে। এ হিসাবে সে সকলের বন্ধু; এই গুণে সাধুজনও তাহার প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বদা মললিপ্ত থাকে বলিয়া উহা অপবিত্র ও নানা রোগের আকর হয়। এমন কি স্বর্ণ মণিময় পবিত্র স্থলে অকিঞ্চিৎকর সূক্ষ্ম ধূলি দেখিয়া সেই স্থান নির্ম্মল করিতে গিয়া নিজ স্পর্শে তাহা অপবিত্র করিয়া ফেলে। এইজন্য বুদ্ধিমান জন সর্ব্বদাই উহা দূরে দূরে রাখেন।

খল জনের স্বভাবও এইরূপ। পরের দোষরূপ মালিন্য দেখিলেই সে সেই দোষ কীর্ত্তন করিয়া জগৎ নির্ম্মল করে। এ হিসাবে সে সাধু জনের উপকারী বন্ধু কিন্তু সর্ব্বদা পরদোষ কীর্ত্তন করিতে করিতে নিজে সে ঐ সকল দোষে লিপ্ত হইয়া পরে—তাই যে নির্দ্দোষ জন ঐ খলের সঙ্গ করে সংক্রামক রোগের ন্যায় ঐ দোষসকল তাহাকে আশ্রয় করে। এইজন্য সাধুজন খলসঙ্গ দূরে পরিত্যাগ করিয়া থাকেন।

তাই পূজ্যপাদ গ্রন্থকার খলরসনাকে সম্মার্জ্জনীর সহিত তুলনা করিয়া বলিতেছেন—তুমি পরোপকারী বন্ধু; প্রাকৃত রসময় কাব্যাদিতে আক্ষিপ্ত হইয়া সেই স্থানের মালিন্য নাশ কর। কিন্তু দোহাই তোমার শ্রীরাধাকৃষ্ণ লীলামাধুর্য্যময় এই সুপবিত্র গ্রন্থকে নিজ স্পর্শে মলিন করিও না॥ ১৩॥

ন লবোঽপি লবেন চ ব্যথায়াঃ
পরিবৃদ্ধৌ বিতুনোতি যস্য সর্ব্বঃ
ন খলো নখলোমতো মতোঽন্য
স্তমবদ্ধা কিল কে ন সংত্যজেয়ুঃ॥ ১৪॥

অন্বয়ঃ—যস্য লবেন ব্যাথায়াঃ লবোঽপি (লেশোঽপি) ন ভবতি যস্য পরিবৃদ্ধৌ সত্যাং সর্ব্বো (জনঃ) বিতুনোতি। (তথাভূতাৎ) নখলোমতো খলোঽন্যো ন মতঃ। অবদ্ধা কে তং ন সংত্যজেয়ুঃ॥ ১৪॥

মূলানুবাদঃ—যাহার ছেদনে ব্যথার লেশও হয় না, যাহার পরিবৃদ্ধি ঘটিলে সকল লোক বিশেষ ভাবে উপতপ্ত হয়, এবম্ভূত নখ ও লোম হইতে খল জন ভিন্ন নহে।
কোন্ অবদ্ধ জন নখ লোমের ন্যায় এই খল জনকে সম্যক্ রূপে ত্যাগ না করে? ॥ ১৪॥

তাৎপর্য্যঃ এই শ্লোকে নখ লোমের সহিত খলের তুলনা দিয়া গ্রন্থকার বলিতেছেন—নখ লোমের সহিত খল জন সমধর্ম্মী। ইহারা সকল লোকের উদ্বেগের হেতু। নখ লোম নিজ অঙ্গজাত হইলেও ইহা ছেদনে কেহ ব্যথা অনুভব করে না, সেইরূপ খল ব্যক্তি নিতান্ত আত্মীয় হইলেও তাহার নাশে কেহ বেদনা অনুভব করে না। তবে কারাগারে বন্দীজন নিতান্ত উদ্বেগ বোধ করিলেও বর্দ্ধিত নখ লোমের সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে না। সেইরূপ মহামায়ার কারাগারে কর্মশৃঙ্খলে বদ্ধ জন ইচ্ছা করিলেও খল জনের সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারে না। স্বাধীন জন নিত্য ক্ষৌরকার্য্যাদি দ্বারা যেমন নখ লোমের সঙ্গ

সম্পূর্ণ পরিহার করে, মহামায়ার মায়ায় অপ্রমত্ত জন ভগবদ্ধ্যানাদির দ্বারা নিত্যই খল সঙ্গ পরিহারে সমর্থ হন। দেহ ধারণ করিলে যেমন নখ লোমের সঙ্গ অবশ্যম্ভাবী তেমনি মহামায়ার জগতে খল-জনের সঙ্গও অবশ্যম্ভাবী। বুদ্ধিমান জন উপায়বিশেষের দ্বারা নিত্য নখ লোম ছেদনের ন্যায় কৃষ্ণধ্যানাদির দ্বারা খল সঙ্গ ত্যাগ করিতে পারেন। সুতরাং অত্যদ্ভুত প্রভাবশালী ভগবৎকথামৃত-পূর্ণ এই গ্রন্থে খলসঙ্গ ঘটিবার নহে ॥ ১৪ ॥

আনন্দ বৃন্দাবননামধেয়ং চম্পূমিমাং কৃষ্ণচরিত্রচিত্রাং
মনোবিনোদায় রসগ্রহানাং চক্রে স্বমোদায় চ কর্ণপূরঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়ঃ—কর্ণপূরো রসগ্রহানাং মনোবিনোদায় স্বমোদায় চ কৃষ্ণচরিত্র-চিত্রাং ইমাং চম্পূং চক্রে ॥ ১৫ ॥

মূলানুবাদঃ—কর্ণপূর রসগ্রহী জনের মনোবিনোদনের জন্য এবং নিজ আনন্দের জন্য কৃষ্ণচরিত্রচিত্রিত এই চম্পূ (গদ্যপদ্য-ময় কাব্য) নির্মাণ করিতেছে ॥ ১৫ ॥

তাৎপর্য্যঃ—এই শ্লোকে শ্রীপাদ গ্রন্থকার এই গ্রন্থ রচনার প্রয়োজন এবং রচয়িতারূপে নিজ নাম ঘোষণা পূর্ব্বক গ্রন্থের নামকরণ করিতেছেন এই কাব্যখানির নাম আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ। গদ্য পদ্যময় কাব্যকে চম্পূ বলে। আর আনন্দের বৃন্দ বা সমূহকে অবন বা রক্ষা করে বলিয়া ইহার এইরূপ নামকরণ হইল। জগতে বিষয়সুখের আস্বাদনে সকলে মগ্নচিত্ত। মদিরা পানে বস্তুতঃ কোনও সুখ নাই কেবল একটা মত্ততা আসে এবং সেই মত্তাবস্থায় পতনোত্থানে অঙ্গ ক্ষত বিক্ষত হইলেও তাহা মত্ত জন বুঝিতে পারে না। কিন্তু মত্ততা অপগত হইলে অঙ্গের ক্ষত জন্য দুঃখ জ্বালার পূর্ণরূপে অনুভব হয়। বিষয়সুখের আস্বাদনও তদ্রূপ। তাই ইহা আনন্দ শব্দের বাচ্য নহে। এইজন্য বুদ্ধিমান সাধুগণ বিষয়ানন্দ ত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের অনুশাসনে অপ্রাকৃত আনন্দের সন্ধান করেন। এই অপ্রাকৃত আনন্দের উৎস ভগবচ্চরণ "বিষ্ণোঃ পদে পরমঃ মধ্বঃ উৎস" শ্রীবৃন্দাবন

লীলা মাধুরীতে আবার সেই পরমানন্দের পূর্ণতম প্রকাশ। সেই জন্য বৃন্দাবনীয় কৃষ্ণ চরিত্র চিত্রিত গ্রন্থপাঠে সাধুগণের পরম আগ্রহ দেখা যায়। শ্রীবৃন্দাবনীয় অপ্রাকৃত পরম রমণীয় রসমাধুরী আস্বাদনে যাঁহারা ব্যগ্রচিত্ত সেই সাধুগণের মনোবিনোদন রূপ সেবার জন্য মুখ্যতঃ এই গ্রন্থের আবির্ভাব। এইরূপ হৃদ্য সেবার দ্বারা অবশ্য সাধুগণের সন্তোষ জন্মিবে এবং তাঁহাদের আশীর্ব্বাদে শ্রীবৃন্দাবনীয় শ্রীশ্রীরাধামাধব লীলামাধুর্য্য আস্বাদনে পরমানন্দের অনুভব ঘটিয়া গ্রন্থকারেরও পরম সুখলাভ ঘটিবে। গ্রন্থকার বলিলেন কর্ণপূর এই গ্রন্থ বিরচন করিয়াছেন। জগতে সর্ব্বত্র স্বনাম প্রচারে সকলের প্রচুর আগ্রহ। এমন কি অনেক মহতেরও এ বিষয়ে আগ্রহের অভাব দেখা যায় না। কিন্তু সাক্ষাৎ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাপ্রাপ্ত পরম ভাগবত গ্রন্থকারের এ বিষয়ে রুচি কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হইতে পারে—স্বয়ং ভগবান শ্রীগৌরহরি গ্রন্থকারের এই নামকরণ করিয়াছিলেন, সেই ধন্য নাম কথনের লোভ গ্রন্থকার সম্বরণ করিতে পারেন নাই। ইহা স্বনাম প্রচারের লোভ নহে। পরন্তু এই নামের স্মরণ কীর্ত্তনে শ্রীমন মহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধ কৃপার সহিত নিজ সম্পর্কের অনুভূতিতে পরমানন্দের উদয়ে গ্রন্থকারের হৃদয় আনন্দে মগ্ন হইয়া যাইত। সাধনসিদ্ধ মহাত্মাগণ যেমন নিজ সিদ্ধ স্বরূপ এবং সিদ্ধ নামের বারংবার আবৃত্তির দ্বারা পরমানন্দময় শ্রীরাধাকৃষ্ণ সেবার অনুভবানন্দে একেবারে মগ্ন হইয়া যান সেইরূপ শ্রীপাদ গ্রন্থকার শ্রীমন মহাপ্রভুর কৃপাদত্ত নাম কীর্ত্তনের মুহূর্ত্তে নিজ প্রভুর অনুভবানন্দে মগ্ন হইয়া যাইতেন। তবুও নিজ নাম কীর্ত্তনের সময় গ্রন্থকার লজ্জায় কবি শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিলেন না।॥ ১৫ ॥

যথা তথা স্যুঃ কুসুমানি মালা চিত্রায়তে গ্রন্থনকৌশলেন
তত্রাপি চেত্তানি সুসৌরভানি ভবন্তি রম্যানি তদা পুনঃ কিম্॥১৫॥

অন্বয়ঃ—কুসুমানি যথা তথা স্যুঃ গুম্ফনকৌশলেন মালা চিত্রায়তে

তত্রাপি তানি সুসৌরভানি চেৎ তদা পুনঃ কিং ভবন্তি ॥১৬॥

মূলানুবাদ ঃ—কুসুম সকল যেমনই হউক নির্মাণকৌশলের দ্বারা উহার মালা বিচিত্র হইয়া থাকে। তত্রাপি যদি ঐ কুসুমগুলি সুসৌরভযুক্ত এবং রমণীয় হয় তাহা হইলে উত্তম গ্রন্থনকৌশলে উহার মালা কেমন হইবে? ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্যানুবাদ ঃ-বিচিত্রবর্ণ নামগোত্রহীন নানা বর্ণ কুসুম বনভূমে ফুটিয়া থাকে। কেহ তাহার আদর করে না। কোনও দক্ষ মালাকার ঐ কুসুমগুলি তুলিয়া সুন্দর মালা রচনা করিলে তখন তাহা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আবার ঐ কুসুমগুলি যদি সুসৌরভযুক্ত এবং রমণীয় হয়. উহা দ্বারা সুনির্মিত মালার আদরের সীমা থাকে না। তেমনি বিশাল শব্দশাস্ত্রের গহনে যে সমস্ত শব্দ অনাদৃতভাবে থাকে, দক্ষ কবির নির্মাণকৌশলে তাহা উত্তম কাব্য নামে সাধারণের আদর লাভ করে। আবার যদি ঐ শব্দগুলি শ্রীকৃষ্ণলীলাসৌরভে সুরভিত এবং শ্রীবৃন্দাবনীয় লীলাকথার মাধুর্য্যে রমণীয় হয়, কোনও দক্ষ কবি উহা দ্বারা কাব্য রচনা করিলে সেই কাব্য নিশ্চয় সকল জনের চিত্তহারী হইবে। আনন্দবৃন্দাবনচম্পূ গ্রন্থের শব্দসম্ভার এইরূপ রমণীয় হওয়ায় এই গ্রন্থ নিশ্চয় সাধুগণের আদৃত হইবে। ॥ ১৬ ॥

অস্তি সকলবৈকুণ্ঠসারমপি ন বৈকুণ্ঠসারং, বপ্রভূতেষ্বপি নরপ্রভূতেষু চিন্নাহংস্য সমুৎপন্নং, অকৃতকমপি কৃতকং প্রকৃতিসিদ্ধ-মপি অপ্রকৃতিসিদ্ধং, অতএব নিত্যভূতমপি অনিত্যভূতং সুর-সার্থবল্লভমপি সুরসার্থদুর্ল্লভম্ ॥ ১৭ ॥

সতাৎপর্য্য মূলানুবাদ ঃ—

(১৭ অনুচ্ছেদ হইতে ২৪ অনুচ্ছেদ পর্য্যন্ত একসঙ্গে অন্বয় হইবে। ২৪ অনুচ্ছেদের 'বৃন্দাবনং নাম বনমস্তি' এই অংশের সঙ্গে সকলের অন্বয় হইবে। এইখানে গ্রন্থকার বর্ণনীয় শ্রীকৃষ্ণবিলাসরত্নের খনীভূত সপরিকর বৃন্দাবনের বর্ণনা আরম্ভ করিতেছেন।) 'বৃন্দাবন নামে এক বন আছে।' বর্ত্তমান কালের ক্রিয়া দ্বারা সেই বৃন্দাবনের নিত্য-

বিরাজমানত্ব প্রকাশ করিলেন। এই বন কেমন? উত্তরে বলিতেছেন (ইহা সকল বৈকুণ্ঠ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ) যদি বল বৃন্দাবন মাধুর্য্যময় ধাম, বৈকুণ্ঠসকল কিন্তু মহান্ ঐশ্বর্য্যময়। শাস্ত্রে শুনা যায় ঐশ্বর্য্যের দ্বারা মাধুর্য্যের সঙ্কোচ হয়। তাহা হইলে ইহা সর্ব্ব বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ হইবে কেমন করিয়া? উত্তরে বলিতেঝেন— সে কথা সত্য। তথাপি (ন বৈ কুণ্ঠসারং অর্থাৎ এই ধামে সার বা মহামাধুর্য্যের অনির্বচনীয় প্রভাব এমনই প্রবল যে তাহা মহৎ পরমৈশ্চর্য্য দ্বারাও কুণ্ঠিত [সংকোচিত] হইবার নহে)। যদি বল তাহা কিরূপে সম্ভব হয়? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—

বপ্রভূতেষপি নব প্রভূতেষু চিন্মহঃস্ব সমুৎপন্নং॥ 'চিন্মহঃ' অর্থাৎ শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তির তেজোরাশি রূপ 'বপ্র' বা ক্ষেত্র হইতে এই ধাম সমুৎপন্ন। সেইজন্যই ইহার এমন অসীম প্রভাব। যদি বল শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ধামও তো শ্রীভগবানের চিচ্ছক্তির বিলাস!! তাহার উত্তরে বলিতেছেন 'নব প্রভূতেষু' অর্থাৎ বৈকুণ্ঠাদি ধামও চিণ্ময় বটে কিন্তু এখানকার চিচ্ছক্তি অনুরাগবিবর্ত্তময় বলিয়া নিত্য নব নব রূপে উদ্ভাসমান এবং মহাপূর্ণতম সর্ব্বাংশী ভগবান শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বিলাসস্থলী বলিয়া এখানকার চিন্মহ প্রভূত অর্থাৎ পরিপূর্ণতম। [সাধারণের প্রতীতি মাত্র জ্ঞাপনের জন্য এইরূপ বলা হইল বস্তুতঃ এই ধাম অনাদিসিদ্ধ।]

এই ধাম 'অকৃতক' অর্থাৎ কাহারও দ্বারা সৃষ্ট না হইলেও 'কৃতক' অর্থাৎ ভক্তিপ্রাণ সাধুগণের 'ক' বা সুখ বিধান করেন। এই সুখ শ্রীবৃন্দাবনের 'প্রকৃতিসিদ্ধঃ' অর্থাৎ স্বভাবসিদ্ধ হইলেও 'অপ্রকৃতি-সিদ্ধঃ' মায়াশক্তির দ্বারা সম্পাদিত নহে। উহা স্বরূপশক্তির বিলাস জানিতে হইবে।

অতএব এই ধাম 'নিত্যভূতঃ অর্থাৎ নিত্য হইলেও 'অনিত্য-ভূতঃ' 'অ' শব্দে শ্রীবিষ্ণু; তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদগণ অপ্রাকৃত নিত্যসিদ্ধ পৃথিব্যাদি ভূতগণ এই ধামে বিরাজমান। অর্থাৎ এখানকার

জীবসমূহ ভগবৎ পার্ষদ এবং এখানে ক্ষিত্যপ্‌তেজোমরুদ্ব্যোম স্বরূপ শক্তির বিলাস। ইহা 'সুরসার্থবহুলং সুরস' অর্থাৎ ভগবৎসেবোপযোগী অপ্রাকৃত পরম রমণীয় আস্বাদ বিশিষ্ট অর্থ ফলাদি আস্বাদনীয় বস্তু এবং শৃঙ্গারাদিরসের দ্বারা এই ধাম পরিব্যাপ্ত তথাপি এই ধাম 'সুরসার্থদুর্ল্লভম' সুর বা দেবগণের সার্থ অর্থাৎ সমূহের দ্বারা দুর্ল্লভ। (ভজনবৈশিষ্ট্যে সপরিকর শ্রীরাধামাধব প্রীত হইলে মাত্র এই ধামের মহামাধুর্য্যের অনুভূতি সুলভ হয়, তদ্ভিন্ন ব্রহ্মাদি দেবশ্রেষ্ঠগণও এই মহামাধুর্য্যের অনুভূতি লাভে অক্ষম) ॥ ১৭ ॥

বিপল্লবৈরপি বিপল্লবস্যাপ্যপদৈরপ্রসবৈরপি সুপ্রসবৈঃ লীলায়তনৈরপি অলীলায়তনৈঃ শাখিভিরাকীর্ণং মন্দারবহুলমপি অমন্দারং বকুলৈরপি, নবকুলৈস্তমালৈরপি নতমালৈরুপশোভিতম্।

সতাৎপর্য মূলানুবাদ :—'বিপল্লবৈঃ' বিশিষ্ট পল্লবযুক্ত বৃক্ষসকল দ্বারা এই শ্রীবৃন্দাবন সর্বতোভাবে পরিব্যাপ্ত। শুধু তাহাই নহে 'বিপল্লবস্যাপ্যপদৈঃ' এই সকল বৃক্ষের প্রভাব এমনই অত্যদ্ভুত যে আশ্রিত জনের লব মাত্র বিপদ ঘটিতে দেয় না। এই বৃক্ষগুলির আরও বিশেষণ দিতেছেন—'অপ্রসবৈঃ' অর্থাৎ মায়িক জগতে যেমন কর্মফলে জীবের প্রসব বা তরুলতাদিরূপে জন্ম হয়, ইহারা সেরূপ নহে। শ্রীবৃন্দাবনে সমস্ত তরুলতা কর্ম্মফলার্জ্জিত জন্মাদিবিহীন। ইহারা নিত্যসিদ্ধ মাত্র শ্রীরাধামাধবের সুখসাধনের জন্য শ্রীবৃন্দাবনে তাঁহাদের 'সুপ্রসবৈঃ' অর্থাৎ পরম শোভন ফলপুষ্পাদিশোভিত বৃক্ষাদিরূপে প্রকট ঘটে মাত্র। শুধু তাহাই নহে 'লীলায়তনৈরপি' এই সকল বৃক্ষ শ্রীরাধামাধবের লীলায়তন। (পুষ্পশোভিত তরুলতা জড়াজড়ি করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যে অপূর্ব্ব কুঞ্জগৃহ রচনা করে শ্রীরাধামাধব সেই কুঞ্জগৃহে বিহার করেন)। এই বৃক্ষগুলি শুধু লীলায়তনই নহে অলীলায়তন অর্থাৎ অলিকুলের ইলা বা গুঞ্জরণের অযতন বা সুলভতা এই স্থানে। (অলিকূল সর্ব্ব সময়ে এখানে মধুময়

গুঞ্জরণে শ্রীরাধামাধবের তৃপ্তি বিধান করিতেছে।

এই শ্রীবৃন্দাবন 'মন্দারবহুলম্' অর্থাৎ সুকল্পতরুপরিব্যাপ্ত। স্বর্গের মন্দার বনে সাধুদের গমনাগমন নাই কিন্তু এই বৃন্দাবন কল্প-তরু পরিব্যাপ্ত হইলেও 'অমন্দারম্' অর্থাৎ অমন্দ বা উত্তম সাধুদের আরং বা নিত্য গমনাগমনের স্থান। 'নবকুলৈর্বকুলৈঃ' অর্থাৎ নবঃ কুসুমিত বকুল বৃক্ষের দ্বারা এবং 'নতমালৈস্তমালৈঃ' অর্থাৎ নম্র-শিরা তমাল তরুগণ দ্বারা এই শ্রীবৃন্দাবন উপশোভিত। ॥ ১৮ ॥

কিং বহুনা ভগবদ্বপুরিব উজ্জৃম্ভমানমন্মথকরজরেখারক্তচন্দন-ধবলকুচপ্রিয়ালতালীভৃঙ্গরূপং পুরুকরুণঞ্চ ॥ ১৯ ।

সতাৎপর্য্য মূলানুবাদ :—

অধিক কি 'ভগবদ্বপুরিব' অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ যেমন দর্শন ও স্পর্শনমাত্র 'উজ্জৃম্ভমানমন্মথ-করজরেখারক্তচন্দনধবলকুচপ্রিয়া' অর্থাৎ উদ্গত মদনের প্রকাশহেতু কৃষ্ণপ্রিয়াগণের চন্দনধবলকুচসমূহ যেমন 'করজরেখারক্ত' বা নখর-চিহ্নের দ্বারা অরুণিম করিয়া দিত, এই শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষসমূহ তেমনি 'লতালীভৃঙ্গরূপম্' অর্থাৎ লতাসমূহের অর্দ্ধবিকসিত কুসুম-কোরকে ভৃঙ্গের ন্যায় আচরণ করিত। এবং 'পুরুকরুণঞ্চ' ঐ সকল লতার প্রতি পরম কৃপাযুক্ত ছিল। (শ্রীবৃন্দাবনে মহাপ্রেমময়ী নিত্য-সিদ্ধা কৃষ্ণপ্রিয়াগণ শ্রীভগবদ্দর্শনমাত্র যেমন প্রেমাবেশে প্রমত্ত হইয়া পড়িতেন, তাঁহাদের চন্দনধবল কুচসকল শ্রীকৃষ্ণের করজ-রেখা বা নখরচিহ্নে অরুণিম হইয়া উঠিত, শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষসকলও তেমনি আশ্রিতাপ্রিয়া লতাকুলের নবোদ্ভিন্ন কুসুমকোরকরূপ কুচপ্রদেশ নিজ অরুণস্নিগ্ধ পল্লবরূপ নখরচিহ্নে অরুণিম করিয়া তাহাদের প্রাণ-প্রেষ্ঠ পরম করুণাময় নায়করূপে শোভা পাইতেছিল। ॥ ১৯ ॥

মুনিমণ্ডলমিব শাণ্ডিল্যলোমশাদিসহিতং উপনতবানপ্রস্থগণঞ্চ গায়ত্রীজপাকুলিতঞ্চ। সমরস্থলমিব অম্লানবানকরবীরকুলাকুলিতম্। চর্মিনির্মিতক্রীড়ঞ্চ পীলুপরিবৃতঞ্চ ॥ ২০ ॥

সতাৎপর্য্যমূলানুবাদ :— এক সময়ে কৃষ্ণপ্রেমে কণ্টকিততনু ভক্তরাজ পরমর্ষি শাণ্ডিল্য ব্রজবল্লবীগণের আনুগত্য লাভের জন্য পরম বৈরাগী লোমশ ঋষির সহিত এই বৃন্দাবনের বনপ্রদেশে তপস্যা করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে কণ্টকপূর্ণিত শাণ্ডিল্য বৃক্ষ (বিল্বতরু) ও তাহার সান্নিধ্যে লোমশতরুকে (জটামাংসী) দেখিয়া মনে হইতেছিল তাঁহারাই বুঝি [প্রতিষ্ঠাদিপরিহারবাসনায়] ছদ্মবেশে তরু মূর্ত্তিতে আজিও সেই প্রেমতপস্যায় মগ্ন রহিয়াছেন।

বান-প্রস্থাশ্রমী মানবকুল ভক্তিসম্পদ্ লাভের বাসনায় সে সময় এই বৃন্দাবনে আগমন পূর্ব্বক মুনিগণের সান্নিধ্যে মণ্ডলী রচনা পূর্ব্বক অবস্থান করিতেন। বানপ্রস্থতরু সকলকে [মধুক বা মহুয়া] বিল্বতরুসমীপে মণ্ডলী রচনা পূর্বক অবস্থান করিতে দেখিয়া মনে হইতেছিল--ইহারাই বুঝি সেই বানপ্রস্থাশ্রমী নরগণ তরুরূপে শাণ্ডিল্যাদি ঋষির পার্শ্বে তপস্যায় রত রহিয়াছেন।

সেই মুনিগণের আকুল প্রাণে গায়ত্রী জপে [কামগায়ত্রী-জপে] এই শ্রীবৃন্দাবন প্রেমরাগে আকুলিত ও অরুণিম হইয়া থাকিত। গায়ত্রীতরু (খদির) ও জপা (জবা) তরুকে দেখিয়া মনে হইতেছিল ইহারাই বুঝি সেই প্রেমাকুলিত ও অরুণিম তরু।

নিরন্তর ভগবৎস্মরণরূপ অম্লান (পরমোজ্জ্বল) বান ধারণ করিয়া অমৃতের দেশে গমনোন্মুখ সংসারাঙ্গনের বীরকুল শ্রীবৃন্দাবনে আগমন করিলে উহা মায়াপরিভবের সমরস্থলীর ন্যায় শোভা পাইত। অম্লান বৃক্ষ (মহাসহা বৃক্ষ) এবং বানতরু (ঝিণ্টি) গুলিকে দেখিয়া মনে হইতেছিল তাঁহারাই বুঝি সেই সংসারাঙ্গনের বীরকুল ছদ্মবেশে তরুরূপে অবস্থান করিতেছেন।

ঢালধারীগণ যেমন ঢাল দ্বারা নিজ অঙ্গ আবরিত করিয়া

নির্ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইয়া জয় লাভ করেন, শ্রীকৃষ্ণদাস অথবা রাধাদাসী রূপ অমল আত্মজ্ঞানের দ্বারা নিজকে চালের স্থায় আবৃত করিয়া প্রেমিক ভক্তগণ সেইরূপ মহামায়ার অভিঘাত তুচ্ছ করিয়া লীলামাধুর্য্যে প্রবেশ করিতেন। চর্য্যাকে [ভুণ্ডিতরুকে] দেখিয়া যে কথা মনে পড়িতেছিল। পীলু [তরুণ হস্তী] যেমন স্বচ্ছন্দে নিবিড় বন মধ্যে অবস্থান করে, শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণকারী ভক্তগণও সংসার অরণ্যের মধ্যে সেইরূপ স্বচ্ছন্দে অবস্থান করে। ব্রজের পীলু বৃক্ষকে দেখিয়া সে কথা মনে পড়িতেছিল।

কুরুপাণ্ডবাযোধনমিব গাঙ্গেয়াকম্পরার্জুনশরপরিপূর্ণ শখাণ্ডমণ্ডিতঞ্চ স্বমিব নিরন্তরাশোকাতিমুক্তপুরুষপ্রায়ম্। ২১।

কুরুপাণ্ডবগণের যুদ্ধ যেমন 'গাঙ্গেয়' গঙ্গাপুত্র ভীষ্মের অঙ্গব্রণসম্পাদক অর্জ্জুনশরের দ্বারা পূর্ণ এবং শিখণ্ডী অর্থাৎ দ্রুপদরাজাত্মজ কর্তৃক শোভা প্রাপ্ত হইয়াছিল, শ্রীবৃন্দাবনও সেইরূপ 'গাঙ্গেয়' অর্থাৎ স্বার্ণখ্য নাগকেশর, 'অরুষ্কর' অর্থাৎ ভল্লাতকী বৃক্ষ, অর্জ্জুনবৃক্ষ, এবং শর তরু দ্বারা পরিপূর্ণ, শিখণ্ডী অর্থাৎ ময়ূরগন কর্তৃক ভূষিত। [শিখণ্ডী শব্দে গুঞ্জাও যুথিকাকেও বলা হয় "গুঞ্জায়াং যুথিকায়ং শিখণ্ডীতিহিতঃ] সে পক্ষে অর্থ হইবে—বৃন্দাবন গুঞ্জাও যুথিকা তরু দ্বারা সমলংকৃত। [শ্রীবৃন্দাবনের সঙ্গে অন্য ধামের তুলনা চলে না তাই বৃন্দাবনের সহিত বৃন্দাবনের তুলনা দিতেছেন] শ্রীবৃন্দাবনে যেমন নিরন্তর শোকাদিরহিত অতিমুক্ত [ভজন সাধন বৈশিষ্ট্যে যাঁহারা মুক্ত পুরুষকেও অতিক্রম করিয়াছেন] পুরুষগণ প্রায়শ বাস করিয়া থাকেন, সেইরূপ নিরন্তর অর্থাৎ নিবিড় অশোক কানন, অতিমুক্ত অর্থাৎ বাসন্তী লতা এবং পুরুষ অর্থাৎ পুন্নাগ তরু প্রায়শই দৃষ্ট হয়। ২১॥

নিরন্তরালবিরাজমানজ্যোতিশ্চক্রমপি অবিকর্ত্তনং অনি-শেশং অভৌমং বিবুধং অজীবং অকবিগম্যং অমন্দং বিকেতু বিতমঃ নিস্তারকম্ ॥ ২২ ॥

এই বৃন্দাবনে 'নিরন্তরাল' অর্থাৎ নিবিড়রূপে 'বিরাজমান' জ্যোতিশ্চক্র অর্থাৎ কান্তিপুঞ্জ দৃষ্ট হইলেও অথবা 'নিরন্তর' অর্থাৎ সর্ব্বদা 'অলাব' অর্থাৎ নাশরহিত রাজমান জ্যোতিশ্চক্র অর্থাৎ প্রদীপ্ততেজস্ক সুদর্শনচক্র বিরাজ করিলেও (চক্রেণ রক্ষিতা মথুরেতিশ্রুতেঃ) অথবা 'অলবি' (রলয়ের অভেদ নিবন্ধন অরবি) অর্থাৎ প্রাকৃত জগতের রবি না থাকিলেও রাজমান অর্থাৎ শোভমান জ্যোতিশ্চক্র অর্থাৎ প্রকাশমণ্ডল নিরন্তর এখানে বিরাজ করিলেও প্রাকৃত জগতের 'বিকর্ত্তন' সূর্য্য 'নিশেশ' চন্দ্র 'ভৌম' মঙ্গল, 'বুধ', 'জীব' বৃহস্পতি 'কবিগম্য' শুক্র, 'মন্দ' শনি, 'কেতু', 'তমঃ' রাহু এই বৃন্দাবনে নাই। ('ন যত্র সূর্য্যো নচ চন্দ্রতারকা ইত্যাদিশ্রুতেঃ') পক্ষান্তরে এই শ্রীবৃন্দাবন 'অবিকর্ত্তন' কালজন্ত-নাশরহিত স্থলী, অনিশ অর্থাৎ সর্ব্বকাল ঈশ অর্থাৎ পরমেশ শ্রীকৃষ্ণ এখানে বিরাজ করিতেছেন অথবা শ্রীকৃষ্ণ যে ধামকে অনিশ অর্থাৎ সর্ব্বদা 'ঈষ্টে' বা বাঞ্ছা করেন। এই শ্রীবৃন্দাবন 'অভৌম' অর্থাৎ প্রাকৃত ভূমিবিকার নহে। ইহা 'বিবুধ', অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ বুধগণ এই স্থানে বর্ত্তমান, ইহা 'অজীব' অর্থাৎ অবিদ্যাবৃত নিত্যবদ্ধ জীব এখানে নাই। ইহা 'অকবিগম্য' সুদুর্জ্জেয় বলিয়া কবি অর্থাৎ সুপণ্ডিতগণেরও এস্থানে প্রবেশা-ধিকার নাই। ইহা 'অমন্দ' অর্থাৎ সর্ব্বধামের শ্রেষ্ঠ। ইহা 'বিকেতু' কেতু অর্থাৎ উৎপাতাদিচিহ্নরহিত। ইহা 'বিতম' প্রাকৃত রজস্তমোগুণবর্জ্জিত শুদ্ধ সত্ত্বময়। এই ধাম 'নিস্তারক' অর্থাৎ শরণাগত জনকে সর্বপাপ অপরাধাদির হাত হইতে নিস্তার করিয়া থাকেন ॥ ২২ ॥

স্বতেজসা তু সুভাস্বৎ সুপীযুষকিরণং সুমঙ্গলং সুবুধং সুজীবং সুকবিগম্যং সুভানবং সুকেতু সুতমঃ সুতারকম্ ॥ ২৩ ॥

এই শ্রীবৃন্দাবনে সূর্য্যাদির উদয় ঘটে বটে কিন্তু এই সূর্য্যাদি প্রাকৃতবস্তু নহে। শ্রীবৃন্দাবনের নিজ চিচ্ছক্তির কান্তিময় প্রকাশই পরম শোভাশীল 'ভাস্বৎ [সূর্য্য], পীযূষকিরণ [চন্দ্র] মঙ্গল, বুধ, জীব [বৃহস্পতি], কবি (শুক্র) রূপে এই ধাম শোভাময় করে। চিচ্ছক্তির জ্যোতিঃপুঞ্জই বৃন্দাবনে ভানু-পুত্র (শনি), কেতু, তমঃ [রাহু] ও বিবিধ তারকারূপে বিরাজ করিতেছে।

অর্থান্তরে এই শ্রীবৃন্দাবন নিজ চিচ্ছক্তিপ্রকাশরূপ কান্তিদ্বারা সুভাস্বৎ [শোভন প্রভাযুক্ত]। এই প্রভা কিন্তু অদ্ভুত হইতেও আনন্দময় ও মনোরম। এই ধাম সর্ব্ব সুমঙ্গলের অবধি। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমোন্মাদ সার্থক জ্ঞানী ও পণ্ডিতগণ এই ধামে অবস্থান করেন। এখানে তরুলতা পশু পাখী কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি সকল জীবই নিত্যমুক্ত ও শ্রীকৃষ্ণের আপন জন। সুকবি অর্থাৎ উত্তম ভজনশীল সাধুমহাত্মাগণের নিকটেই মাত্র এই ধামের মাধুর্য্য ও মহিমাদি সুপ্রকটিত হয়। সুভা অর্থাৎ অপূর্ব্ব প্রভা দ্বারা এই ধাম প্রেমিক ভক্তগণের নিকট নবনবায়মানরূপে প্রকটিত হয়। এখানে সুকেতু অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময় সুন্দর পতাকা সকল শ্রেণীবদ্ধভাবে উড্ডীয়মান। এখানকার অপ্রাকৃত অন্ধকারও 'সুতমঃ' অর্থাৎ কৃষ্ণঅঙ্গকান্তির উদ্দীপন ঘটাইয়া গোপবালাগণকে অভিসারে উৎকণ্ঠিত করে। আবার এই ধাম 'সুতারক' অর্থাৎ সাধুভক্তগণকে সাধনকালেই কৃষ্ণপ্রেমামৃতের অনুভূতি দিয়া পরম সুখে সংসারসাগর হইতে তারণ করে। ২৩ ॥

ভূবিশেষকমপি ন ভূর্বিশেষকং সদা সক্ষণমপি ক্ষণরহিতং ব্যাপকমপি নব্যাপকং কিঞ্চন নিখিলগুণবৃন্দাবনং বৃন্দাবনং নাম বনম্ ॥ ২৪ ॥

এই শ্রীবৃন্দাবন 'ভূবিশেষক' অর্থাৎ পৃথিবীর তিলক স্বরূপ হইলেও 'ন ভূবিশেষক' প্রাকৃত ভূমিবিশেষক নহে। ইহা সর্ব্বদা "সক্ষণ" মহোৎসবময় হইলেও 'ক্ষণরহিত' জ্ঞানবিকার ক্ষণাদিশূন্য হওয়ায় নিত্য। এই ধাম সর্ব্বব্যাপক হইলেও নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের 'নব্য' স্তবনীয় (নু ধাতুর অর্থ স্তব) শ্রীমাধবের 'আপক' 'প্রাপক'। আবার এই বৃন্দাবনধাম অমৃতময় নিখিল 'গুণবৃন্দকে 'অবন' বা স্বাশ্রয়ে রক্ষণ করে। ২৪ ॥

যত্র হি— ক্বচিন্মরকতস্থলী কনকগুল্মবীরুদ্দ্রুমা
ক্বচিৎ কনকবীথিকা মরকতস্য বল্ল্যাদয়ঃ
ক্বচিৎ কমলরাগভূঃ স্ফটিকগুল্মবীরুদ্দ্রুমাঃ
ক্বচিৎ স্ফটিকবাটিকা কমলরাগবল্ল্যালয়ঃ ॥২৫॥

অন্বয় স্পষ্ট। এই বৃন্দাবনে কোন স্থানে অপ্রাকৃত মরকত মণিময় ভূমি, কোনও স্থলে কনকময় গুল্মলতাতরু বিরাজ করিতেছে। আবার কোনও স্থলে অপ্রাকৃত কনকময় 'বীথিকা' ক্ষুদ্র পথসমূহ বিরাজ করিতেছে। আবার কোনও স্থানে অপ্রাকৃত মরকতমণিময় লতাতরু গুল্ম বিরাজ করিতেছে। কোনও স্থানে অপ্রাকৃত পদ্মরাগ মণিময় ভূমি এবং তদুপরি অপ্রাকৃত স্ফটিকময় গুল্মলতাতরু শোভা পাইতেছে, কোনও স্থলে অপ্রাকৃত স্ফটিক মণিময়উদ্যানবাটিকার মধ্যে অপ্রাকৃত পদ্মরাগ মণিময় লতাতরুগুল্মাদি বিরাজ করিতেছে। ২৫ ॥

কিঞ্চ— ক্বচিন্মরকতদ্রুমা কনকবল্লিভির্বেল্লিতাঃ
ক্বচিৎ কনকপাদপা মরকতস্য বল্লীযুষঃ
ক্বচিৎ স্ফটিকভূরুহাঃ কমলরাগবল্লীভৃতো
দ্রুমাঃ কমলরাগজাঃ স্ফটিকবল্লীভাজঃ ক্বচিৎ ॥ ২৬ ॥

অন্বয় স্পষ্ট। কোনও স্থলে অপ্রাকৃত মরকত মণিময় তরুসকল কনকলতার দ্বারা বেষ্টিত হইয়া শোভা পাইতেছে। কোনও স্থলে আবার অপ্রাকৃত কনকময় তরুসকল মরকত-মণিময়ী লতিকাদ্বারা বেষ্টিত হইয়া শোভমান রহিয়াছে। কোনও স্থলে অপ্রাকৃত স্ফটিকমণিময় তরুসকল

পদ্মরাগময়ী লতাসমূহ দ্বারা মনোহর কোথাও বা পদ্মরাগমণিময় তরুসকলে স্ফটিকমণিময়ী লতাসমুহ আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে ॥ ২৬ ॥

যত্র চ — ন সোঽস্তি মণিভূরুহো বিবিধরত্নশাখো ন যঃ
স্থচিত্রমণিপল্লবা ন খলু যা ন শাখাশ্চ তাঃ
ন তেঽপি মণিপল্লবা বিবিধরত্নপুষ্পা ন যে
ন পুষ্পনিকরোঽপ্যসৌ বিবিধগন্ধবদ্ধূর্ণ যঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয় — যো বিবিধরত্নশাখো ন ভবতি তাদৃশো মণিভূরুহো (তত্র) ন ইত্যাদ্যন্বয়ঃ।

অনু—শ্রীবৃন্দাবনে তেমন বৃক্ষই ছিলনা যাহার শাখাসমূহ বিবিধ রত্নময় নহে। ঐসকল বৃক্ষে তেমন শাখাই ছিলনা যেখানে বহুবর্ণ মণিময় পল্লব দেখা যাইত না। তেমন মণিপল্লব কোনও শাখায় ছিলনা যাহাতে বিবিধ রত্নময় পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত না হইত। তাদৃশ পুষ্পও কোনও পল্লবে দেখা যাইত না যাহাতে বিবিধ মনোহারী সুগন্ধ না থাকিত ॥২৭॥

যত্র চ— বিহারমণিপর্ব্বতনিকরত পতদ্ভির্মণি-
দ্রবৈরিব সুনির্ঝরৈ স্বয়মিতস্ততঃ পূরিতা
স্থলজলরুহাং মণীতরমণিভিরাকল্পিতা
তথা মনিপতত্রিভির্বিলসিতালবালাবলী ॥ ২৮ ॥

অন্বয়ঃ— ইতস্ততো আলবালাবলী মণিদ্রবৈরিব বিহারপর্ব্বতনিকরতঃ পতদ্ভিঃ সুনির্ঝরৈঃ পূরিতা। স্থলস্থলরুহাং মণীতরমণিভিরাকল্পিতা তথা মণিপতত্রিভির্বিলসিতা ॥ ২৮ ॥

শ্রীরাধামাধবের বিহারস্থলী মণিময়পর্ব্বতসমূহ হইতে নিপতিত দ্রবীভূত মণিপুঞ্জতুল্য সুনির্ঝরসমূহ দ্বারা এই বৃন্দাবনে ইতস্ততো দৃশ্যমান বৃক্ষের আলবালসমূহ আপনিই পূর্ণ হইয়া থাকে। স্থল এবং স্থলজাত বৃক্ষসমূহের মণি ভিন্ন অন্য বিচিত্র মণিদ্বারা এই আলবাল বিরচিত এবং মণিময় বিহগকুলের দ্বারা পরিশোভিত ॥ ২৮ ॥

যেঽমী তরবঃ পরমেষ্ঠিন ইব স্বয়ম্ভুবঃ। ধূর্জ্জটয় ইব সুজটাঃ তপনয় ইব সুচ্ছায়াঃ। সনকাদয় ইব সদাবালাঃ। চন্দ্রা ইব সমাহ্লাদি-পাদাঃ। ধনুভৃর্ত্ত ইব সুবর্তিতকাণ্ডাঃ। বিলাসিন ইব সুবল্কলাঃ। সুরসৈনিকা ইব সশাখ বিসাখাঃ ॥ ২৯ ॥

এই শ্রীবৃন্দাবনে যে সকল বৃক্ষ রহিয়াছে তাহারা পরমেষ্ঠী অর্থা ব্রহ্মাসমূহের ন্যায় 'স্বয়ম্ভু' অর্থাৎ নিত্য। 'ধূর্জ্জটির' অর্থাৎ মহাদেব-সমূহের জটার ন্যায় 'সুজটা' অর্থাৎ শোভন শিখাবিশিষ্ট। (শিখা জটেত্যমরঃ)। 'তরণয়ঃ' অর্থাৎ সূর্য্যসমূহ যেমন 'সুচ্ছায়াঃ' অর্থাৎ শোভন কিরণ বিশিষ্ট. বৃন্দাবনের বৃক্ষসমূহও তদ্রূপ 'সুচ্ছায়া' শোভন ছায়া যুক্ত। সনকাদি ঋষিগণ যেমন 'সদাবাল' সর্ব্বদা বাল-স্বরূপ, ব্রজের বৃক্ষগণও তেমনি 'সদাবাল' অর্থাৎ সুন্দর আবাল বা আলবালযুক্ত। চন্দ্রসকল যেমন 'আহ্লাদিপাদ' অর্থাৎ আনন্দজনক-কিরণ বিশিষ্ট (পাদা রশ্ম্যঙ্ঘ্রিতুর্য্যাংশা ইত্যমরঃ), ব্রজের বৃক্ষগণও তেমনই আনন্দজনক মূলদেশযুক্ত। ধনুর্দ্ধারিগণ যেমন 'সুবলিতকাণ্ডা' 'কাণ্ড অর্থাৎ শরসমূহ সুষ্ঠুভাবে ধারণ করিয়া থাকে, ব্রজের বৃক্ষগণও তদ্রূপ 'সুবলিতকাণ্ড' সুন্দর কাণ্ড (গুঁড়ি) সমন্বিত। বিলাসিজন যেমন 'সুবল্কল' কলাবিদ্যাসমূহের জ্ঞানবিশিষ্ট হয়, ব্রজের বৃক্ষগণও তেমনি 'সুবল্কল' অর্থাৎ শোভন বল্কলবিশিষ্ট। সুরসৈনিকগণ যেমন 'সদাচ্ছবিশাখ' সর্ব্বদা নির্ম্মল বিশাখ অর্থাৎ সেনাপতি কার্ত্তিকেয়-যুক্ত হইয়া থাকেন, ব্রজের বৃক্ষগণও সেইরূপ সদাচ্ছবি অর্থাৎ সর্ব্বদা কান্তি বিশিষ্ট 'শাখা' সমূহের সহিত যুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৯ ॥

কাণ্ডা ইব যোধা ইব সুপত্রাঃ। স্বর্গা ইব বর্ষা ইব বিলসৎ-সুমনসঃ ॥ ৩০ ॥

কাণ্ড (শর) সকল যেমন 'সুপত্র' অর্থাৎ উত্তমপত্রযুক্ত 'যোধ-সকল যোদ্ধৃগণ যেমন সুপত্র' অর্থাৎ উত্তম বাহন যুক্ত হয়, (পত্রং বাহন-পক্ষয়োঃ পত্রং পলাশং ছদনমিত্যমরঃ) শ্রীবৃন্দাবনে বৃক্ষসকলও তেমনই 'সুপত্র' অর্থাৎ উত্তম পত্রবিশিষ্ট। স্বর্গ যেমন 'সুমনস্' অর্থাৎ অমরবৃন্দ দ্বারা শোভিত, বর্ষা ঋতু যেমন 'সুমনস' অর্থাৎ মালতীপুষ্প-দ্বারা শোভিত শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষলতাসকলও তেমনি 'সুমনস অর্থাৎ সুগন্ধী মনোরম কুসুমকুলদ্বারা শোভিত ॥ ৩০ ॥

কর্ম্মযোগা ইব শরা ইব অব্যভিচারিফলাঃ। অবীজসমুৎপন্না অসমারোপিতশ্রেণীবন্ধাঃ অপরিপালিতবর্দ্ধিতাঃ অনভিষিক্তস্নিগ্ধা অসময়-নিয়মপুষ্পফলাঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভগবানে অর্পিত লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মকরণ রূপ কর্ম্ম-যোগের ফল যেমন 'অব্যভিচারী' অর্থাৎ অব্যর্থ, শরসমূহের 'ফলাঃ' অর্থাৎ লৌহময় অগ্রভাগসকল যেমন অব্যভিচারী অর্থাৎ অব্যর্থ, শ্রীবৃন্দাবনে বৃক্ষসকলের ফলও তেমনি 'অব্যভিচারী' অর্থাৎ সুনিশ্চিত।

আবার কর্ম্মযোগসকল যেমন 'অবীজসমুৎপন্না' কোনও মূল বীজের দ্বারা উৎপন্ন নহে, (কর্ম্মের অনাদিত্বনিবন্ধন মূলবীজের অভাব) শরবৃক্ষ যেমন বীজ হইতে সমুৎপন্ন নহে, (ইহা নিজ জটা হইতে উৎপন্ন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে), শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষরাজিও সেইরূপ 'অবীজ-সমুৎপন্নাঃ নিত্যসিদ্ধ বলিয়া বীজ হইতে উৎপন্ন নহে।

কর্ম্মসমূহ ধারাবাহিক, কেহই ইহাদিগকে যেমন শ্রেণীবদ্ধ রূপে বিন্যাস করে নাই, শরবৃক্ষও স্বভাবতঃ শ্রেণীবদ্ধ রূপে অবস্থিত থাকে কেহই যেমন ইহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধরূপে বিন্যাস করে নাই, শ্রীবৃন্দাবনের বৃক্ষসকলকেও তেমনি কেহ 'শ্রেণীবদ্ধরূপে বিন্যাস করে নাই। উহারা শ্রীকৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক ভাবেই শ্রেণীবদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছে। কর্ম্ম ও শরবৃক্ষের ন্যায় উহা কাহারও দ্বারা পরিশীলিত না হইলেও বর্দ্ধিত হয়। কেহ জলসেচন না করিলেও ব্রজের বৃক্ষমূল স্বাভাবিক ভাবে স্নিগ্ধ থাকে। ইহাদের ফল পুষ্পাদি উদ্ভবের কোনও নিয়মিত সময় নাই। অসময়েও ইহাদের ফল পুষ্প জন্মিয়া থাকে ॥ ৩১ ॥

চিত্রলেখা ইব সুকবিব্যাহারা ইব অন্যূনাতিরিক্তাঃ। সর্ব্ব এব সমকালমেবাঙ্কুরিত-পল্লবিত-মুকুলিত-কুসুমিত-ফলিত-পচ্যমান-পক্ব-ফলাস্তদবস্থা এব সর্বদা জরীজৃম্ভ্যন্তে ॥ ৩২ ॥

চিত্রশ্রেণীতে এবং সুকবিগণের বাক্যে যেমন ন্যূনাতিরেকতা দোষ থাকেনা, তেমনি শ্রীবৃন্দাবনে বৃক্ষসকল ন্যূনাতিরেকতা দোষ-বর্জ্জিত। উত্তম শিল্পীর চিত্রলেখা যেমন সর্ব্বদা সুচিত্রিত এবং সুকবির কাব্য যেমন সর্ব্বদা সুবর্ণিত তেমনি শ্রীবৃন্দাবনে সকল তরুলতাই এককালে অঙ্কুরিত পল্লবিত মুকুলিত কুসুমিত ফলিত পচ্যমানফলা (যাহার ফল পাকিতে আরম্ভ করিয়াছে), এবং পক্বফলযুক্ত হইয়া সর্ব্বদাই পরম প্রকাশমান হইয়া আছে।

কিঞ্চ— যেষাং বিম্বিতপল্লবৈরুভয়তো বিস্তারভাজামিব।
প্রস্ফারস্ফটিকালবালবলয়ে স্ফায়ন্ময়ূখাঙ্কুরে
স্নাতুং নিঃসলিলেঽপি পূর্ণসলিলভ্রান্ত্যা ভৃশং পক্ষিণঃ
শ্চঞ্চুভিঃ পরিতো বিকীর্য্য গরুতো ধুন্বন্তি মজ্জন্তি চ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়ঃ— পক্ষিণো বিম্বিতপল্লবৈরুভয়তো বিস্তারভাজামিব যেষাং স্ফায়ন্ময়ূখে প্রস্ফারস্ফটিকালবালবলয়ে নিঃসলিলেঽপি পূর্ণসলিলভ্রান্ত্যা স্নাতুং গরুতো (পক্ষসমূহ) চঞ্চুভির্বিকীর্য্য ধুন্বন্তি মজ্জন্তি চ ॥ ৩৩ ॥

অনু— শ্রীবৃন্দাবনে সকল বৃক্ষ স্ফটিকের আলবালে প্রতিবিম্বিত হইয়া পল্লবরাশি দ্বারা ঊর্দ্ধ ও অধোদেশে বিস্তার প্রাপ্তের ন্যায় হইয়াছে। সেই সকল বৃক্ষের বলয়ের ন্যায় বিস্তৃত স্ফটিকের আলবাল জলশূন্য হইলেও স্ফটিকের কিরণাবলীতে পক্ষিগণের জলভ্রান্তি হওয়ায় তাহারা তথায় চঞ্চু দ্বারা পক্ষসমূহ বিস্তারিত করিয়া পুনঃ পুনঃ কম্পিত করিতেছে এবং স্নান করিতেছে ॥ ৩৩ ॥

ক্বচন — আবালে জ্বলদিন্দ্রনীলঘটিতে তদ্রোচিষামূর্ম্মিভিঃ
কালিন্দীপয়সেব বাতচপলেনাপূরিতে সর্ব্বতঃ
লক্ষ্যন্তে তরবস্ত এব কতিচিদ্রোমাঞ্চিতা কোরকৈঃ
ধ্যানাবস্থিতকৃষ্ণকান্তিপটলাশ্লেষপ্রবৃত্তা ইব ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়ঃ— জ্বলদিন্দ্রনীলঘটিতে আবালে তদ্রোচিষামূর্ম্মিভিঃ বাতচপলেন কালিন্দীপয়সা সর্ব্বত আপূরিতে ইব (শোভমানে) (প্রতিবিম্বিতা) তরবঃ কোরকৈঃ ধ্যানাবস্থিতকৃষ্ণকান্তিপটলাশ্লেষপ্রবৃত্তা রোমাঞ্চিতা ইব লক্ষ্যন্তে ॥ ৩৪ ॥

কোনও বৃক্ষের মূলে প্রদীপ্তকান্তি ইন্দ্রনীলমণিনির্ম্মিত আলবাল। তাহার উজ্জ্বল কিরণলহরী দ্বারা দিকসকল পরিব্যাপ্ত হওয়ায় মনে হইতেছিল উহা বায়ুচঞ্চল কালিন্দী জলের দ্বারা পূর্ণিত হইয়া রহিয়াছে। সেই কিরণলহরীতে মুকুলিত তরুর প্রতিবিম্ব পড়িয়া মনে হইতেছিল তরুসকল যেন ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণকান্তিপটল লাভ করিয়া তাহার আলিঙ্গনে প্রবৃত্ত হইয়া রোমাঞ্চ ধারণ করিয়াছে ॥ ৩৪ ॥

অন্তে চ— কেঽপ্যালবালকুরুবিন্দময়ূখবৃন্দৈঃ
লাক্ষারসৈর্নিরবধীব কৃতাভিষেকাঃ
অন্তর্নমান্তমিব সন্ততমেধমানং
কৃষ্ণানুরাগরসমেব সমুদ্বমন্তি ।। ৩৫ ।।

অন্বয় :— কেঽপি আলবালকুরুবিন্দময়ূখবৃন্দৈঃ লাক্ষারসৈ-নিরবধিঃ কৃতাভিষেকা ইব সন্ততমেধমানং সুতরাং অন্তর্নমান্তং (অন্তঃকরণে অবকাশমপ্রাপ্তবন্তং) কৃষ্ণানুরাগরসমেব সমুদ্বমন্তি ।। ৩৫ ।।

কোন কোন বৃক্ষ আলবালস্থিত মাণিক্যের কিরণলহরীদ্বারা নিরন্তর লাক্ষারসে অভিষিক্তের ন্যায় মনে হইতেছিল। তাহাদের অন্তরে যেন সর্ব্বদা বর্দ্ধমান কৃষ্ণানুরাগরস অবস্থানের স্থান না পাইয়া মুল দিয়া উদ্গীর্ণ হইতেছিল ।। ৩৫ ।।

সর্ব্ব এব ভগবদবতারা ইব চিদাত্মকতয়া বিবিধশক্তিমত্ত্বেন চালৌকিকা এব লৌকিকা ইব দৃশ্যন্তে ।। ৩৬ ।।

যদি বল বৃন্দাবন এমন হইলে জগতের সকল লোক তাহা প্রকট দেখিতে পারনা কেন ? উত্তরে বলিতেছেন— শ্রী-ভগবানের অবতারসকল যেমন চিন্ময়স্বরূপ অলৌকিক এবং বিবিধ শক্তিমান হইলেও যোগমায়াদ্বারা সমাবৃত হওয়ায় মূঢ়-বুদ্ধি সাধারণ জন নিজ ইন্দ্রিয়াদিদোষে তাহাদের আকার-চেষ্টাদি প্রাকৃত বলিয়া মনে করে, কেবল শাস্ত্রবাক্য এবং মহত্তম জনের চিত্তেন্দ্রিয়ে তাঁহাদের মায়াতীত বাস্তব অলৌকিক স্বরূপ উপলব্ধ হয়, ব্রজের এই বৃক্ষগণও সেইরূপ জানিতে হইবে ।। ৩৬ ।।

যত্র চ— বিলাসিন্য ইব ললিতপত্রাঙ্কুরাঃ স্বাধীনভর্তৃকা ইব

প্রিয়েন তরুণাভিরামেণ সদোপগূঢ়া অনুরাগিণ্য ইব সমুৎকলিকাঃ। নাকসংসদ ইব বিলসৎসুপর্ব্বানঃ॥ ৩৭॥

ব্রজের কৃষ্ণবিলাসিনী গোপীগণ যেমন কৃষ্ণ-উপাসনাজন্য পত্রাঙ্কুরের শোভায় আপনাকে সজ্জিত করিতেন এই বৃন্দাবনও সেইরূপ ললিতপত্রাঙ্কুরবিশিষ্ট। স্বাধীনভর্ত্তৃকা রমণী যেমন সর্ব্বদা তরুণ ও অভিরাম পতির দ্বারা আলিঙ্গিতা থাকে, শ্রীবৃন্দাবনও সেইরূপ প্রিয়দর্শন মনোহর তরুর দ্বারা সর্ব্বদা আলিঙ্গিত রহিয়াছে। অনুরাগিণী রমণী যেমন প্রিয়তমের জন্য উৎকলিকা বা উৎকণ্ঠাযুক্ত হয়, শ্রীবৃন্দাবনও সেইরূপ কৃষ্ণোপাসনার জন্য সর্ব্বোৎকৃষ্ট কলিকা যুক্ত হইয়া রহিয়াছে। স্বর্গের সভাতে যেমন "সুপর্ব্বা অর্থাৎ দেবতাগণ বিলাস করেন, শ্রীবৃন্দাবনেও তেমনি (বৃক্ষলতার) শোভন পর্ব্ব সকল শোভা পাইতেছে। অথবা সুপর্ব্ব শব্দে কৃষ্ণদর্শনের আনন্দোল্লাস, তাহা শ্রীবৃন্দাবনের তরুলতার সর্ব্বদাই বর্ত্তমান রহিয়াছে॥ ৩৭॥

পুষ্পবত্যোঽপি নীরজস্কা। বক্রা অপি ন বক্রাঃ চঞ্চলা অপি নাচিররোচিষঃ। সততভ্রমরা অপি অভ্রমরাঃ। মরুদান্দোলিতা অপি ন মরুৎস্পৃষ্টাঃ সর্বা এব সর্বকামপ্রদা বীরুধঃ॥ ৩৮॥

জগতের পুষ্পবতী নারীগণ রজস্বলা হওয়ায় দৈবাদিকর্ম্মে অযোগ্যা হয়, ব্রজের লতাগণ কিন্তু পুষ্পবতী হইলেও মালিন্য-বিহীন হওয়ায় সর্বদা কৃষ্ণসেবাযোগ্যা। জগতের নারী 'অবক্রা' অর্থাৎ ঋজু শরীর হইলেও অন্তরে বক্রা অর্থাৎ কুটিল হয়, ব্রজের লতা কিন্তু বক্রশরীর হইলেও অন্তরে অকুটিলা, অপরের কৃষ্ণসেবার জন্য নিজ পুষ্পাদি অকাতরে দান করিয়া অকৌটিল্যের পরিচয় দেয়।

'চঞ্চলা' অর্থাৎ বিদ্যুৎ কান্তিময়ী হইলেও 'অচিরপ্রভা' অর্থাৎ ক্ষণমাত্র তাহাদের জ্যোতি আকাশে বিরাজিত থাকে। ব্রজের লতাগণ মলয়বায়ুস্পর্শে সর্বদা চঞ্চলা হইলেও 'অচিরপ্রভা' নহে। তাহাদের প্রভা চিরকাল উজ্জ্বল থাকে। (ন যত্র কালঃ প্রভবতি)। জগতের অন্যত্র লতাকুল চিরবিকসিতপুষ্পা না হওয়ায় সর্ব্বদা ভ্রমরযুক্ত নহে। আবার তাহাতে বিকসিত-পুষ্প দেখিয়া অনেকে মনে করে তাহা বুঝি চিরশোভাময়ীই থাকিবে। কিন্তু কালের নিয়মে অচিরে পুষ্পাদি ঝরিয়া গেলে বুঝিতে পারে ইহা তাহাদের ভ্রম। ব্রজের লতা চিরবিকশিত-পুষ্পা হওয়ায় সর্ব্বদা ভ্রমরযুক্ত। ইহাদের চিরবিরাজিত অপূর্ব্ব কান্তি একবার দৃষ্ট হইলেই 'অভ্রমরা' অর্থাৎ ভ্রমশূন্য কৃষ্ণরূপা-দ্রির উদ্দীপন জাগাইয়া জাগতিক রূপরসাদিবিষয়ে আনন্দভ্রম নাশ করে। এই লতাগণ কৃষ্ণসুখকামনায় সতত সঞ্চরমান 'মরুৎ' বা বায়ুকে নিজ সর্বস্ব পুষ্পের সুরভি বিতরণ করিয়া পুলকের আবেশে কম্পিতা হইলেও 'ন মরুৎপৃষ্ঠা' মরুৎ বা দেবগণ তাহা স্পর্শও করিতে পারেন না। (বিকসিত পুষ্প দেবতাগণ প্রথম উপভোগ করেন বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে)। ইহারা সকলেই নিজ অলৌকিক শক্তিবলে অনুগত জনের সকল কামনা পূরণে সমর্থ ॥ ৩৮ ॥

যত্র চ— মণিময়ালবালোপরিকুম্ভোপাধানতয়েব সুখসুপ্তেনেব বিভুগ্নবৃন্তেন ফলনিকুরম্বেন পরিতঃ কুম্ভমূলমণ্ডনৈরিব নারিকেল-পোতৈরভিরমণীয়ানি ॥ ৩৯ ॥

যে বৃন্দাবনে নারিকেল শিশুগণ দ্বারা বেষ্টিত পরম রমণীয় উদ্যানসকল শোভা পাইতেছে। ঐ সকল বৃক্ষের ভূমিলগ্ন ফল-সকল যেন মণিময় আলবালের উপর উপাধান করিয়া সুখে

শয়নপূর্ব্বক মৃগের শোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ৩৯ ॥

তনুমধ্যমা মধ্যমানামিব করগ্রাহ্যানাং ফলনিকরানাং ভরেণাধোমুখৈরভিতো বিলম্বমানৈর্বৃন্দৈঃ পরিতঃ কৃতকণ্ঠমণ্ডনৈরিব পূগতরুভিরিতস্ততঃ কমনীয়ানি ॥ ৪০ ॥

শ্রীবৃন্দাবনে তনুমধ্যমা নারীর মধ্যদেশের ন্যায় (যাঁহার মধ্যদেশ অতিক্ষীণ সেই নারীকে তনুমধ্যা বলে) মুষ্টির দ্বারা গ্রহণীয় ফলনিবহের ভারে অধোমুখে লম্বমান বৃন্দ বা কান্দিসকল যেন গুবাক বৃক্ষের কণ্ঠভূষণের মত বিরাজ করিতেছিল ॥ ৪০ ॥

পরিপাকেঽপি নারঙ্গলতানারঙ্গলতাফলনিকুরম্বেন সততসমুদিতামিতমঙ্গলপরম্পরা পরস্পরাগতান্যগ্রহমিব নভস্তলং বিদধানানি ॥ ৪১ ॥

ঐ বৃন্দাবনের কোন স্থানে নারঙ্গী লতার (পক্কদশায় রক্তিমবর্ণ ফলবিশেষ) ফলসমূহ পরিপক্ক হইলেও অতি লোহিত বর্ণে অন্যফলসমূহকে পরাজয় পূর্ব্বক আকাশতলকে সুশোভিত করিয়া সততসমুদিত অসংখ্য মঙ্গল গ্রহের মত বিরাজ করিতেছিল ॥ ৪১ ॥

সুপল্লবলীলতানটনেন লবলীলতানটনেন নয়নরঞ্জনানি ।।৪২।।

ঐ বৃন্দাবনে মন্দপবনে আন্দোলিত লবলীলতাগণ শোভাশালী পল্লবসমূহের লীলায়িত ভঙ্গিমায় নয়নরঞ্জন রূপে বিরাজিত রহিয়াছে ॥ ৪২ ॥

কেশরিনখরশিখরবিদারবিকসন্মৌক্তিকনিকরেণ রুধিরারুণেন করিকলভকুম্ভনিবহেন কৃতোপমৈঃ পরিপাকবিলোহিতৈর্বিদীর্য্যমানতয়া ব্যক্তবীজরাজিভিস্তৎকালপতিতশুকচরণাঘাতসমাধ্মাবনতৈঃ ফলনিকরৈঃ সুললিতেন । নিখিলদিগ্বধূসীমন্ত-

সিন্দুর-পূরমনুভাবয়ৎ সুকুসুমসমূহেস্, সদাদালিমীলতাবনেন দালিমীলত্তাবনেন চমৎকারকারীনি ॥ ৪৩ ॥

এই বৃন্দাবনের কোনও স্থানে বা দাড়িমীলতাসমূহ নয়নের চমৎকারতা বিধান করিয়া অবস্থান করিতেছে। ঐ দাড়িমীবনে সুরক্তিম কুসুমসমূহ প্রস্ফুটিত থাকিয়া নিখিল দিগঙ্গনাগণের সীমন্তের সিন্দুরবিন্দুর মত দেখাইতেছে। ঐ সকল কুসুমে ভ্রমরসমূহ সর্ব্বদা রসতৃপ্তিহেতু আনন্দতন্দ্রায় বিহ্বল হইয়া অবস্থান করিতেছে। অতিশয় পক্কতা হেতু ঐ বনে দাড়িম্বফলসমূহ স্বয়ং বিদারিত হওয়ায় আরক্তিম বীজসমূহ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। শুকপক্ষীর চরণাঘাতে সমধিক অবনত ফলসমূহ দেখিয়া মনে হইতেছে যেন কেশরিনখর দ্বারা করি-কলভ বা হস্তিশাবকগণের কুম্ভ বিদীর্ণ হওয়ায় রুধিরারুণ শোভমান মৌক্তিকসকল শোভা পাইতেছে ॥ ৪৩ ॥

ষড়ূর্ম্মিখর্জ্জূরহিতানি খর্জ্জূরহিতানি ॥ ৪৪ ॥

শোক মোহ জরা মৃত্যু ক্ষুধা পিপাসা এই ছয়টি সংসার-সাগরের ঊর্ম্মি বা তরঙ্গ। এই বৃন্দাবনে উক্ত ষড়ূর্ম্মির খর্জ্জূ বা কণ্ডূতির স্পর্শ নাই অথচ সুসন্নিবেশিত খর্জ্জুর বৃক্ষ দ্বারা এই স্থান পরম রমণীয় ॥ ৪৪ ॥

নিঃসারিতোৎকমলেন মৃদ্বীকামধুরেণ মৃদ্বীকামধুরেণাবান্তর-কাননেন মনোহারীনি ॥ ৪৫ ॥

যে স্থান তৃণপত্রজঞ্জালাদি ধূলিকণাদি মালিন্য শূন্য অথচ মৃদ্বীকা অর্থাৎ দ্রাক্ষালতার দ্বারা মধুর, অতএব মৃদ্বী অর্থাৎ অঙ্গনাগণের কামধুরা বা বাঞ্ছাপূরক এইরূপ অবান্তরকানন বা উপবন দ্বারা মনোহারী ॥ ৪৫ ॥

অভিতঃ ফলিনীভিঃ ফলিনীভিশ্চ পরমরমনীয়ানি ॥ ৪৬ ॥

এই বৃন্দাবন ফলবতী প্রিয়ঙ্গুলতাসমূহ দ্বারা চতুর্দ্দিকে বেষ্টিত অবান্তর কানন বা উপবনে শোভিত হওয়ায় পরম মনোহর ।। ৪৬ ।।

সকামজনমনাংসীব সফলকর্ম্মরঙ্গানি স্বরঙ্গণানীব ললিত-রম্ভানি সঙ্গীতানীব বিবিধরমনীয়তালানি। কর্ম্মকাণ্ডানীব নিরবধিসুপাককণ্টকিফলানি। রূপকোপরূপকানীব সফল-শৈলুষানি। মেরুমন্দারশৃঙ্গবিশেষতেজাংসীব জম্বুজনিত-শ্যামিমানি। নাম্নায়ণতপাংসীব বদরিকাবনাধিকরণানি কানিচিৎ উপবনানি ।। ৪৭ ।।

সকাম জনের মন যেমন সফল অর্থাৎ সার্গদিসাধক কর্ম্মে রঙ্গ বা উৎসাহযুক্ত হয়, এই বৃন্দাবনের উপবনসমূহ তেমনি ফলবান কর্ম্মরঙ্গ বা কামরাঙ্গা বৃক্ষে পরিপূর্ণ। স্বর্গের প্রাঙ্গন যেমন ললিতা রম্ভা প্রভৃতি অপ্সরীগণদ্বারা অলঙ্কৃত শ্রীবৃন্দা-বনের উপবনসমূহ তেমনি সুললিত রম্ভাতরু দ্বারা পরিশোভিত। সঙ্গীত যেমন বিবিধ রমণীয় তাল দ্বারা রমণীয় হয় শ্রীবৃন্দাবনের উপবনসমূহ তেমনি বিবিধ প্রকারের রমণীয় তালবৃক্ষ দ্বারা রমণীয়। যজ্ঞাদি কর্ম্মের সুষ্ঠু পরিণাম ঘটিলে যেমন কণ্টক-যুক্ত স্বর্গাদি ফল লাভ হয় (মাৎসর্য্য অসূয়াদিদোষের বাহুল্য-হেতু স্বর্গচ্যুতির শঙ্কাকেই এখানে কণ্টক বলা হইয়াছে), শ্রী-বৃন্দাবনের উপবনসমূহও তেমনি সর্ব্বদা সুপক্ক ফলযুক্ত কণ্টকী (কাঁঠাল) বৃক্ষে পরিশোভিত। নাটক ও উপনাটকে যেমন সফল (সার্থককর্ম্মা) শৈলুষ (অভিনেতা) বিদ্যমান থাকে শ্রীবৃন্দাবনের উপবনে তেমনি ফলযুক্ত শৈলুষ (বিল্ব) বৃক্ষ সকল বিদ্যমান আছে।

মেরুমন্দার পর্ব্বতের (সুমেরু পর্ব্বতের পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের) শৃঙ্গবিশেষের জ্যোতিঃ যেমন জম্বুদ্বীপের মহাজম্বুবৃক্ষের সংস্পর্শে শ্যামবর্ণ হইয়া রহিয়াছে, তেমনি এই বৃন্দাবনের জ্যোতির্ম্ময় উপবনসমূহও নিবিড় জম্বুবৃক্ষের (জামগাছের) সান্নিধ্যে শ্যামবর্ণ হইয়া রহিয়াছে। নারায়ণ ঋষির তপস্যা যেমন বদরিকা বনকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান, শ্রীবৃন্দাবনের উপবনসমূহও তেমনি বদরী (কুল) বনের সমাশ্রয়স্বরূপ। এইরূপ কতকগুলি উপবন দ্বারা শ্রীবৃন্দাবন পরিশোভিত ॥ ৪৭ ॥

যস্য চ কালাতীতস্যাপি ষড়্ভিরেব ঋতুভির্ভগবল্লীলৌপয়িকতয়াপ্রাকৃতৈরিব ভাসমানৈঃ কৃতবিভাগাঃ ষড়্বিভাগাঃ ॥ ৪৮ ॥

এই শ্রীবৃন্দাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃতলীলাস্থলনিবন্ধন কালাতীত হইলেও অপ্রাকৃত অথচ প্রাকৃততুল্য ভাসমান ছয়টি ঋতু দ্বারা ছয় ভাগে বিভক্ত ছিল ॥ ৪৮ ॥

যথা বর্ষাহর্ষঃ শরদামোদো হেমন্তসন্তোষঃ শিশিরসুখকরো বসন্তকান্তো নিদাঘসুভগশ্চ ॥ ৪৯ ॥

এই ছয়টি বিভাগ হইতেছে— বর্ষাহর্ষ, শরদামোদ, হেমন্তসন্তোষ, শিশিরসুখকর, বসন্তকমনীয় ও নিদাঘসুন্দর ॥ ৪৯ ॥

তেষু ভগবদ্ভক্তিযোগ ইব সততঘনরসদঃ। ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকার ইব সদানন্দদচিররোচিঃ। পার্ব্বতীবিগ্রহ ইব সদাসমুৎকণ্ঠিতনীলকণ্ঠঃ। ন্যায়গ্রন্থ ইব সদাতুহকোলাহলঃ গরুত্মানিব সদা সারঙ্গকৃতং বিভ্রাণঃ। দিনকর ইব বিকাশিতককুভাবলিঃ ॥ ৫০ ॥

ভগবদ্ভক্তিযোগ যেমন সর্ব্বদা ঘনরসদ হন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণানুরাগ রূপ নিবিড় মধুময় রসদান করেন, বর্ষাহর্ষ নামক বনভাগও

তেমনি সতত বৃষ্টির বর্ষণযুক্ত। ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকার হইলে যেমন সাধুগণের চোখে মুখে আনন্দদায়ক চিররোচি অর্থাৎ অবিনশ্বর জ্যোতির প্রকাশ হয়, বর্ষাহর্ষ নামক বনপ্রদেশেও তেমনি সর্ব্বদা আনন্দদায়ক 'অচিররোচি' অর্থাৎ ক্ষণপ্রভা বিদ্যুতের প্রকাশ হইতেছে। পার্ব্বতীর শ্রীমূর্ত্তি দেখিলে নীলকণ্ঠ মহাদেব যেমন উৎকণ্ঠিত হন, এই বনে সদাসন্ন মেঘ-মালা দেখিয়া তেমনি নীলকণ্ঠ অর্থাৎ ময়ূরসকল সর্ব্বদা সমুৎ-কণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে। ন্যায়গ্রন্থে যেমন অত্যূহ অর্থাৎ বিতণ্ডা হেত্বাভাস ছল প্রভৃতি ষোড়শবিধ পদার্থের বিচারে অতিশয় তর্কে সর্ব্বদা কোলাহল সৃষ্টি করে বর্ষাহর্ষদ বনপ্রদেশে ডাহুক-পক্ষিগণও তেমনি সর্ব্বদা কোলাহল সৃষ্টি করিতেছে। গরুড়-পক্ষী যেমন 'সদাসারং' অর্থাৎ পরম বলযুক্ত 'গরুৎ' অর্থাৎ পাখা ধারণ করিয়া থাকে, এই বর্ষাহর্ষদ বনপ্রদেশেও সেইরূপ 'সদাসারঙ্গরুতো' অর্থাৎ সর্ব্বদা সারঙ্গ বা চাতকের শব্দ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। দিনকর বা সূর্য্য যেমন ককুভাবলী অর্থাৎ দিক্‌সমূহকে বিকাসিত বা দীপ্তিমান করে, এই বর্ষাহর্ষদ বন-ভাগেও সেইরূপ ককুভাবলী অর্থাৎ অর্জ্জুনবৃক্ষসকল বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৫০ ॥

লীলৌপয়িকতয়া লঘুলঘুনিপতদম্বুকণনিকরনিরন্তরোৎ-পদ্যমাননবমৃদুলতৃণাঙ্কুরান্ মরকতমণিশিলাকিরণাঙ্কুরনিকুরম্ব-সম্ভালনয়া পরিতঃ পরিহার মরকতমণিভূমিম্বেব তৎকিরণকন্দলী-বাষ্পশ্ছেদ্যসদাধিয়াচামদ্ভিশ্চমুরুচয়ৈরভিতোহভিতঃ শোভমানঃ। ॥ ৫১ ॥

লীলার উপযোগী বলিয়া শ্রীরাধামাধব যাহাদিগকে সর্ব্বদা দর্শনে স্পৃহা করেন সেই চমুরুমৃগগণ লঘুলঘুনিপতিত বৃষ্টিকণাহেতুক নিরন্তর উৎপদ্যমান নবীন অথচ মৃদুল তৃণাঙ্কুর

সকলকে ইহা নিশ্চয়ই মরকতমণিশিলার কিরণাঙ্কুর হইবে এইরূপ নিরূপণপূর্ব্বক মরকতমণিময় ভূমিভাগে গিয়া তাহার কিরণকন্দলীকে বাষ্পশ্ছেদা অর্থাৎ অতি কোমল শস্য বোধে ভক্ষণের চেষ্টায় বর্ষাহর্ষদ ভূমিভাগের শোভা বিস্তার করিতেছে ॥ ৫১ ॥

মৃদুমৃদুসঞ্চরদিন্দ্রগোপনিকরৈরিতস্ততঃ সজীবৈরিব কমলরাগশকলৈঃ কলিতং নবতৃণাঙ্কুরময়হরিত্তপট্টকুর্পাসকং ভুবো বক্ষসি নিধাপয়ন্নিব লঘুতরশীকরনিকরবাহিকদম্ব-পরিমলবিমলজলধরানিলশীতলঃ স কিল বর্ষাহর্ষো নাম ॥ ৫২ ॥

ঐ বর্ষাহর্ষদ বনে ইন্দ্রগোপনামক রক্তবর্ণ সূক্ষ্ম কীট-সকল ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে করিতে নবতৃণাঙ্কুরে মিলিত হইতেছিল। তাহা দেখিয়া মনে হইতেছিল সজীব পদ্মরাগমণিখণ্ডসমূহ-খচিত নবতৃণাঙ্কুরময় সবুজবর্ণ পট্টকঞ্চুলিকা যেন পৃথিবীর বক্ষদেশে অর্পিত হইয়াছিল। অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণাবাহী কদম্বপরিমলসুরভিত এবং বিমলজলধরসম্বন্ধে স্নিগ্ধ বায়ু দ্বারা ঐ বর্ষাহর্ষদ বন সর্ব্বদা স্নিগ্ধ হইয়া রহিয়াছে। ৫২ ॥

কিঞ্চ সমুন্মিষিত মালতীকুসুমসুস্মিতা মেদিনী
কদম্বতরুকোরকৈঃ পুলকিতা বনানাং ততিঃ
অজস্রগলদস্রভূদ্ঘনপয়ঃকণানাং গণৈ-
রপি দ্যুরমণীসমং যদনুরাগমাতন্বতে ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়।—যত্র সমুন্মিষিত…মেদিনী, কদম্বতরুকোরকৈঃ…বনানাং ততিঃ, অজস্রগলদস্রভূদ্ঘনপয়ঃকণানং গণৈরপি দ্যুরমণী সমং (তুল্যরূপেন) অনুরাগমাতন্বতে। ৫৩ ॥

যে বর্ষাহর্ষদ বনে সম্যক বিকসিত মালতীকুসুমসমূহ দ্বারা শোভন মৃদুহাস্যে পৃথিবী মাধবের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ

করিতেছে। কদম্বতরুতে পুষ্পকোরক প্রকাশ দ্বারা বনসমূহ শ্রীকৃষ্ণানুরাগে পুলক বা রোমাঞ্চ প্রকাশ করিতেছে। অভ্রস্র-গলিত বৃষ্টিধারাবর্ষণকারী মেঘের পয়ঃকণাসমূহ দ্বারা, শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে আগতা দেবীগণও তুল্যরূপে মাধবের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করিতেছে। ৫৩।

কিঞ্চ 	যত্র—পুরন্দরধনুর্লতাতিলকচারুভালস্থলা
তড়িৎকনককেতকীদললসত্তমকুন্তলাঃ
বিলোলবিষকণ্ঠিকা বিমলমালভারিণ্যসৌ
নবোন্নতপয়োধরা হরিমনোহরা দিগ্বধূঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়ঃ।—যত্র পুরন্দরধনুর্লতাতিলকচারুভালস্থলা তড়িৎকনক-কেতকীদললসত্তমকুন্তলা ।। বিলোলবিষকণ্ঠিকাবিমলমাল-ভারিণী নবোন্নতপয়োধরা দিগ্বধূঃ হরিমনোহরা ভবতি। ৫৭।

অনুবাদ।—ঐ বর্ষাহর্ষনামক বনবিভাগে দিগ্বধূ অপূর্ব্ব-শোভায় শ্রীহরির মন হরণ করিতেছে। ইন্দ্রধনুলতার তিলকে তাহার ললাটে অতি চারু শোভা হইয়াছে। তড়িৎ বা বিদ্যুৎ-পুঞ্জ যেন তাহার অন্ধকার রূপ কুন্তলরাশিতে স্বর্ণকেতকী-দলের শোভা বিস্তার করিতেছে। ঐ দিগ্বধূ বিলোলবিষকণ্ঠিকা অর্থাৎ চপল বকপংক্তিরূপ বিমলমাল্যভার বহন করিতেছে। (বলাকা বিষকণ্ঠিকা ইত্যমরঃ)। নব ও উন্নত পয়োধর অর্থাৎ মেঘ তাহার পয়োধর বা স্তনাস্বরূপ হইয়াছে। ॥ ৫৪ ॥

সারঙ্গীকুলকাকুকর্ষণবিধেরাশ্বাসবাঙ্মানিনী
মানক্ষোদনপেষণীভ্রমিবলৎসুস্নিগ্ধমন্দ্রধ্বনিঃ
নৃত্যন্মত্তময়ূরমৌরজরবঃ প্রাণেশবিশ্লেষিণী
প্রাণাকর্ষণমন্ত্রপাঠনিনদো মেঘস্বনঃ শ্রূয়তে ॥ ৫৫ ॥

অন্বয়ঃ। — যত্র সারঙ্গীকুলকাকুকর্ষণবিধেরাশ্বাস বাঙ্-মানিনী-মানক্ষোদনপেষণীভ্রমিবলৎসুস্নিগ্ধমন্ত্রধ্বনিঃ নৃত্যন্মত্তময়ূরমৌর-জরবঃ প্রাণেশবিপ্রেষিণী প্রাণার্ষণমন্ত্রপাঠনিনদো মেঘধ্বনিঃ শ্রূয়তে ॥ ৫৫ ॥

অনু—ঐ বর্ষাহর্ষদ বনে সর্ব্বদা মেঘশব্দ শ্রুত হইতেছে। সারঙ্গী বা চাতককুলের কাকু (একান্ত পিপাসায় জল প্রার্থনা-রূপ আকুতিহেতু বিক্লবতাব্যঞ্জকধ্বনিবিকার) দ্বারা যে কর্ষণ-বিধি (শীঘ্র আসিয়া আমাদের প্রাণ রক্ষা কর—এইরূপ আকর্ষণ-মন্ত্র) সেই আকর্ষণমন্ত্রের অব্যর্থ ফলস্বরূপ ঐ মেঘরব যেন চাতকিনীর পক্ষে আশ্বাসবাণী (অর্থাৎ উৎকণ্ঠায় বিষাদপ্রাপ্ত হইওনা। তোমাদের প্রেমপূর্ণ কাতর প্রার্থনায় এইতো আমি আসিয়াছি। এখনি বর্ষণ করিতেছি) হইয়াছে। ঐ মেঘরব মানিনী রমণীর মানের ক্ষোদনী (চূর্ণকারী) পেষণীর (যাঁতা বা চাকীর) ভ্রমি- (চূর্ণীকরণের জন্য ঘূর্ণন) হেতু বলৎ (সুস্নিগ্ধ) মন্ত্রধ্বনির তুল্য হইয়াছে। ঐ মেঘরব ময়ূরের নর্ত্তনের মুরজ-ধ্বনি সদৃশ হইয়াছে। আরও ঐ মেঘধ্বনি প্রাণনাথের বিরহিণী রমণীগণের প্রাণনিষ্কাশক মন্ত্রপাঠের শব্দতুল্য হইয়াছে। ৫৫।

কদাচিদপি যত্র—

দাত্যূহা পরিতো রুবন্তি গণশঃ কোযষ্টিকা সর্ব্বতো
মণ্ডূকা প্রচলাকিনস্ততইতো ধারাধরা ব্যোমনি।
আষারা পয়সাং ঝপজ্ঝপদিতি স্নিগ্ধাতিমন্দ্রস্বরাঃ
সর্ব্বে মুগ্ধদৃশাং রতান্তসময়ে স্বাপোৎসবং কুর্ব্বতে ॥ ৫৬ ।

অন্বয়ঃ। —যত্র কদাচিদপি সর্ব্বতো পরিতো দাত্যূহাঃ কোযষ্টিকাঃ মণ্ডূকাঃ প্রচলাকিনঃ (ময়ূরাঃ) ব্যোমনি ধারাধরাঃ ঝপজ্ঝপদিতি স্নিগ্ধাতিমন্দ্রস্বরা পয়সাং আষারাঃ গণশো

দাত্যূহা পরিতো রুবন্তি গণশঃ কোযষ্টিকা সর্ব্বতো
মণ্ডূকা প্রচলাকিনস্তত ইতো ধারাধরা ব্যোমনি ।
আষারা পয়সাং ঝপজ্ঝপদিতি স্নিগ্ধাতিমন্দ্রস্বরাঃ
সর্ব্বে মুগ্ধদৃশাং রতান্তসময়ে স্বাপোৎসবং কুর্ব্বতে ॥

অন্বয়ঃ।—যত্র কদাচিদপি সর্ব্বতো পরিতো দাত্যূহাঃ কোযষ্টিকা মণ্ডূকাঃ প্রচলাকিনঃ (ময়ূরাঃ) ব্যোমনি ধারাধরাঃ ঝপজ্ঝপদিতি স্নিগ্ধাতিমন্দ্রস্বরা পয়সাং আষারাঃ গণশো রুবন্তি। সর্ব্বে রতান্তসময়ে মুগ্ধদৃশাং স্বাপোৎসবং কুর্ব্বতে ॥ ৫৬ ॥

অনু।—ঐ বর্ষাহর্ষদ বনে কোনও সময়ে চারিদিকে দাত্যূহ (ডাহুক) পক্ষিসকল, কোযষ্টিকা (টিঠী) পক্ষিসকল মিলিত হইয়া শব্দ করিতেছে। মণ্ডূক (ভেক) সকল চতুর্দ্দিকে রব করিতেছে, প্রচলাকী (ময়ূরগণ) কেকারব করিতেছে। আকাশে ধারাধর (মেঘ) গর্জ্জন করিতেছে। বৃষ্টির আষার (ধারা) সকল ঝপৎ ঝপৎ শব্দ করিতেছে। ঐ সকল স্নিগ্ধ অথচ অতি গম্ভীর শব্দ রমণীগণের রতান্তসময়ে নিদ্রাসুখের উৎসব বিধান করিতেছে ॥ ৫৬ ॥

মধ্যে গৌরীপরিণতফলৈর্নম্রশালৈরসালৈ-
রন্তে শ্যামারুচিভিরভিতঃ পক্বজম্বূফলানাং
প্রান্তে পাণ্ডুঃ স্ফুটসুরভিভিঃ সূচিভিঃ কেতকানা-
মুদ্যানশ্রীঃ স্ফুরতি বিবিধৈর্বর্ণকৈশ্চিত্রিতেব ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়ঃ।—যত্র চ মধ্যে গৌরীপরিণতফলৈর্নম্রশালৈ রসালৈঃ অন্তে অভিতঃ পক্বজম্বূফলানাং শ্যামারুচিভিঃ, প্রান্তে কেতকানাং স্ফুটসুরভিভিঃ সূচিভিঃ পাণ্ডুঃ উদ্যানশ্রীঃ বিবিধৈ বর্ণকৈশ্চিত্রিতেব স্ফুরতি ॥ ৫৭ ॥

অনু।—ঐ বর্ষাহর্ষদ বনে মধ্যে পরিণত (পরিণামপ্রাপ্ত পক্ক) ফলসমূহ দ্বারা নম্রশাল অর্থাৎ নম্রশাখা (স্কন্ধশাখা শাল ইত্যমরঃ)

রসাল (আম্রসমূহদ্বারা) গৌরী পীতবর্ণা), অন্তে (তাহার বহির্দ্দেশে) পক্কজম্বুফলের কান্তিতে চতুর্দ্দিক শ্যামবর্ণা প্রান্তদেশে সুরভিত কেতকীফুলের সুচীতুল্য পুষ্পদলদ্বারা পাণ্ডুবর্ণা —এইরূপ উদ্যানশোভা বিবিধ বর্ণে চিত্রিতের ন্যায় শোভা পাইতেছে ॥ ৫৭ ॥

দ্বিতীয়স্তু ভগবচ্চরণ ইব কমলাকরলালিতঃ। হরিভক্তজন ইব নিরবকরজীবনঃ পরমনির্ম্মলাশশ্চ ॥ ৫৮ ॥

অনু।—বৃন্দাবনের শরদামোদনামক দ্বিতীয় বিভাগের বর্ণন করিছেন। শ্রীভগবচ্চরণ যেমন সর্ব্বদা কমলাদেবীর করযুগল দ্বারা সেবিত, ঐ শরদামোদ বনও সেইরূপ কমলের আকর স্বরূপ তড়াগাদির দ্বারা লালিত (ললিতীকৃত)। হরিভক্তজনের জীবন যেমন নিরবকর বা নির্দ্দোষ ঐ শরদামোদ বনের জীবন অর্থাৎ সলিল সেইরূপ নির্ম্মল। হরিভক্তজনের আশা অর্থাৎ বাসনা যেমন পরম নির্ম্মল ঐ শরদামোদবনে আশা অর্থাৎ দিক্‌সমূহও তেমনি পরমনির্ম্মল ॥ ৫৮ ॥

বৈকুণ্ঠনাথমিব বিলসচ্চক্রং প্রফুল্লপদ্মঞ্চ ভগবতঃ পাণ্ডবদূত্যমিব সমদধার্ত্তরাষ্ট্রহেলিতং অধ্যাত্মযোগমিব সঙ্করৎপরমহংসং রামায়ণমিব অভিরামলক্ষণালাপম্ ॥ ৫৯ ॥

ভগবদ্‌যশ ইব কুবলয়ামোদং জ্বলনদিগ্‌বিভাগমিব প্রভিন্নপুণ্ডরীকং নৈঋতকোনমিব কুমুদমদামোদিতমধুকরং। সায়ংসময়মিব বিকসৎরক্তসন্ধ্যকং পরিতো জলাশয়মাদধানঃ ॥ ৬০ ॥

অনু।—এই শরদামোদ বন চারিদিকে সম্যগ্‌ভাবে জলাশয়সমূহ ধারণ করিয়া রহিয়াছে। এই জলাশয়গুলির শোভা বর্ণন করিতেছেন। বৈকুণ্ঠনাথের করে যেমন চক্র অর্থাৎ সুদর্শন চক্র বিলাস করিতেছে, এই জলাশয়েও তেমনি চক্র অর্থাৎ চক্রবাক্ পক্ষী সকল বিলাস করিতেছে। শ্রীভগবানের

সমীপে যেমন পদ্মা অর্থাৎ লক্ষ্মী দেবী প্রফুল্ল হইয়া থাকেন এই সরোবরসমূহেও সেইরূপ প্রফুল্ল পদ্ম বিরাজ করিতেছে। ভগবানের পাণ্ডবদূত্য যেমন অভিমানমদমত্ত ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনাদি কর্ত্তৃক হেলিত অর্থাৎ অবহেলিত হইয়াছিল, এই জলাশয়সমূহেও সেইরূপ সমদ ধার্ত্তরাষ্ট্র অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ চঞ্চুচরণ-যুক্ত হংসবিশেষগণের হেলিত অর্থাৎ বিবিধ লীলা হইতেছে। (ধার্ত্তরাষ্ট্রা সিতেতরৈঃ হেলা লীলেতি চামরঃ)। অধ্যাত্ম যোগে যেমন পরমহংসগণ সঞ্চরণ করিয়া থাকেন এই জলাশয়সমূহেও তেমনি সুন্দর হংসকুল সঞ্চরণ করিতেছে। রামায়ণে যেমন অভি অর্থাৎ সর্ব্বত্র রাম লক্ষণের আলাপের বর্ণন দেখা যায় ঐ জলাশয়েও সেইরূপ অভিরাম অর্থাৎ সুন্দর লক্ষণালাপা সারসীর আলাপ শুনা যায় ॥ ৫৯ ॥

শ্রীভগবানের যশ যেমন কুবলয় অর্থাৎ পৃথিবীমণ্ডলকে আমোদিত করে, এই জলাশয়সমূহেও তেমনি কুবলয় অর্থাৎ নীলা কমলের আমোদ অর্থাৎ পরিমল বিদ্যমান। জ্বলন অর্থাৎ বহ্নির দিগ্বি-ভাগ অগ্নিকোণে যেমন প্রভিন্ন অর্থাৎ মদমত্ত পুণ্ডরীক নামক দিগ্‌গজ বিদ্যমান এই সকল জলাশয়েও সেইরূপ প্রভিন্ন অর্থাৎ বিকসিত পুণ্ডরীক অর্থাৎ শ্বেতকমল সকল বিদ্যমান রহিয়াছে। নৈঋৎ কোণে যেমন কুমুদ নামক দিগ্‌গজ মদজলক্ষরণে মধুকর-গণকে আমোদিত করিয়া রাখিয়াছে, এই সকল জলাশয়েও সেইরূপ কুমুদপুষ্পের সৌরভে মধুকরকুল আমোদিত হইয়া রহিয়াছে। (ঐরাবতঃ পুণ্ডরীকো বামনঃ কুমুদোঽঞ্জনঃ। পুষ্পদন্তঃ সার্ব্বভৌমঃ সুপ্রতিকশ্চ দিগ্‌গজা ইত্যমরঃ) সায়ং কালে যেমন রক্তবর্ণ সন্ধ্যা উপস্থিত হয় এই সকল জলাশয়েও তেমনি সর্ব্বত্র রক্তসন্ধ্যক নামক পুষ্পসকল বিকসিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৬০ ॥

সমরসমারম্ভ ইব বিলসচ্চন্দ্রহাসঃ সত্যকাল ইব পূর্ণভাবেনমদ-মুদিতবৃষবিলাসঃ শরদামোদোনাম ॥ ৬১ ॥

অনু।—সমরারম্ভে যেমন চন্দ্রহাস (খড়্গ) বিলসিত হয়, সেইরূপ এই বনবিভাগে সর্ব্বদা চন্দ্রহাস অর্থাৎ চন্দ্রের নির্ম্মল কিরণ বিলাস করিতেছে। সত্যযুগে যেমন আনন্দ-প্রমত্ত চতুষ্পাদ বৃষ অর্থাৎ ধর্ম্ম বিলাস করেন সেইরূপ এই শরদামোদবনে মদমত্ত বৃষ সকল শোভা পাইতেছে ॥ ৬১ ॥

যত্র চ—দুর্জ্জনবচনোত্তপ্তাঃ সুজনাঃ ইব বহিরুষ্ণতামন্তঃ-শীতলতাং দধানাঃ মহাহ্রদাঃ ॥ ৬২ ॥

যত্র চ—শ্রীখণ্ডাঙ্গরাগা ইব দিগঙ্গনানাং পবনাবধূতসিত-সিচয়াঞ্চলখণ্ডা ইব নভোলক্ষ্ম্যাঃ। বিততাাতপে দত্তানীব কর্ত্তনীয়-তূলকানি পবনকন্যকানাং সিততরজলদশকলানি ॥ ৬৩ ॥

দুর্জ্জনের বচনে উত্তপ্ত হইয়া সজ্জন ব্যক্তি যেমন বাহিরে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করেন, অন্তর কিন্তু শীতল থাকে, সেইরূপ এই বনে মহাহ্রদসকল সূর্য্যের উত্তাপে বাহিরে উষ্ণ হইলেও অন্তরে শীতলতা ধারণ করিতেছে ॥ ৬২ ॥

যে বনে সিততর জলদসকল অর্থাৎ অতিশুভ্র মেঘখণ্ড-গুলি দিগঙ্গনাগণের চন্দনের খণ্ডস্বরূপ অঙ্গরাগ বলিয়া মনে হইতেছে। পুনরায় আকাশমধ্যগত ঐ মেঘের চাঞ্চল্য দেখিয়া বলিতেছেন—কিংবা উহারা যেন পবনবেগে সঞ্চালিত আকাশ-লক্ষ্মীর অতিশুভ্র বস্ত্রের অঞ্চলখণ্ড। পুনরায় ঐ সকল মেঘের ক্ষণে ক্ষণে লঘুতা ও বিস্তার দেখিয়া বলিতেছেন—অথবা উহা যেন সূর্য্যাতপে অর্পিত পবনকন্যাগণের সূত্রনির্ম্মানযোগ্য কার্পাসতুলকই হইবে ॥ ৬৩ ॥

যেষাঞ্চ প্রতিবিম্বে তরণিদুহিতুরম্ভসি সম্ভূতবিলাসসম্ভারে সতি তস্যা এব সলিলগতানি সৈকতান্তরাণীব অথবা ভগবদবগাহনসৌভাগ্যমিবাসাদয়িতুকামা সুরসরিদেব গর্ভবাসমাসসাদেতি সকলৈরমুমীয়তে ॥ ৬৪ ॥

শরদামোদবনে ঐ সকল অতিশুভ্র মেঘখণ্ডের প্রতিবিম্ব সূর্য্যনন্দিনী যমুনার জলে বিলসিত হইয়া সলিলগত পুলিনান্তরের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছিল। অথবা সুরসরিৎ গঙ্গানদী যেন শ্রীভগবানের অবগাহনসৌভাগ্য প্রাপ্ত হইবার জন্য যমুনার জলমধ্যে আসিয়া বাস করিয়াছেন বলিয়া সকলে অনুমান করিতেছিল ॥ ৬৪ ॥

বিকচকমলকহ্লারহল্লকামোদমেদুরঃ সপ্তচ্ছদসৌরভদানগন্ধিরন্ধিতপুষ্পন্ধয়োহন্ধকারিতদিগ্‌বলয়ঃ পবনমত্তগজশ্চ যত্র পরমামোদমাতনোতি ॥ ৬৫ ॥

ঐ বনে পবন ও হস্তিসমূহ প্রস্ফুটিত কমল (পদ্ম, কহ্লার (শ্বেতোৎপল), হল্লক (রক্তোৎপল) প্রভৃতি পুষ্পের সৌরভে অতি স্নিগ্ধরূপে পরম আমোদ বিস্তার করিতেছিল। সপ্তচ্ছদ বা ছাতিনপুষ্পের সৌরভে ও হস্তিকুলের মদবারির গন্ধে অন্ধীকৃত ভ্রমরসমূহ যেন ঐ স্থানের দিগ্‌বলয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল ॥ ৬৫ ॥

কূজৎসারসকাঞ্চিকা মৃদুনদৎকদম্বপাদাঙ্গদা
চক্রাহ্বস্তনমণ্ডলা দরদলাদ্রাজীবকোষাননা।
লীলাম্ভোরুহলোচনা মধুকরশ্রেণীভ্রমদ্ভ্রূলতা
যত্রাভাতি পরাগরঞ্জিবসনা মূর্ত্তেব দেবী শরৎ ॥ ৬৬ ॥

এই শরদামোদবনে যেন শরল্লক্ষ্মী দেবী মূর্ত্তা হইয়া বিরাজ করিতেছেন। কূজনশীল সারস পক্ষী সকল তাঁহার কটিভূষণ মেখলাস্বরূপ হইয়াছে। মৃদুনাদকারী কলহংসকুল তাঁহার চরণের অঙ্গদ (পাদভূষণ বিশেষ) হইয়াছে। চক্রবাকপক্ষী তাঁহার স্তনমণ্ডলের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ঈষৎপ্রস্ফুটিত কমলকে য তাঁহার আসনস্বরূপ হইয়াছে। নীলকমলসমূহ তাঁহার লোচনস্বরূপ, মধুকরশ্রেণী তাঁহার চঞ্চল ভ্রূলতা, পুষ্পপরাগ তাঁহার দর্শকমনোনয়নরঞ্জন বসনস্বরূপ হইয়াছে ॥ ৬৬ ॥

কিঞ্চ যা কিল দেবহূতিরিব কর্দ্দমে প্রস্থিতে কপিলাস্যনিরীক্ষণক্ষণা ॥ ৬৭ ॥

আরও কপিলদেবের পিতা কর্দ্দমঋষি প্রব্রজ্যাশ্রম গ্রহণপূর্ব্বক প্রস্থান করিলে যেমন মাতা দেবহূতির নিকট নিজতনয় ভগবান কপিল দেবের মুখ নিরীক্ষণই উৎসব বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল, সেইরূপ বর্ষাকালীন কর্দ্দম অপগত হইলে কপিলা গাভী (স্বর্ণবর্ণা গাভীবিশেষ) অথবা কপিলাগণের (গৃহকন্যাগণের) ইতস্ততঃ সঞ্চরণে শরৎ ঋতুর উৎসব সম্পাদিত হইয়াছিল ॥ ৬৭ ॥

স্থলকমলবনান্তঃ কৌসুমং যস্য তল্পং
বিমলবহুলতারং ব্যোমমুক্তাবিতানং
বিকাসতচলকাশাশ্চামরানাং সমূহঃ
স ঋতুরতুলকান্তি র্যত্র রাজেব রেজে ॥ ৬৮ ॥

এই শরদামোদবনে অতুলকান্তি শরৎ ঋতু রাজার ন্যায় শোভা পাইতেছিল। স্থলকমলের বনমধ্যে তাহার পুষ্পময় শয্যা বিস্তৃত ছিল। অসংখ্য নির্ম্মল তারকাসঙ্কুল আকাশ তাহার চন্দ্রাতপরূপে শোভা পাইতেছিল। বায়ুকম্পিত বিকসিত কাশপুষ্পসমূহ তাহার চামর সদৃশ হইয়াছিল ॥ ৬৮ ॥

কিঞ্চ—অত্যাকৃষ্টা ইব হরিদিভৈ র্ব্যোমবৃক্ষস্য শাখাঃ।
প্রত্যাক্রান্তা ইব জলধরৈর্ণম্রতাং যঃ সমীয়ুঃ ॥
দূরং যাতৈঃ কিমিব হরিতস্তৈর্বিমুক্তা ইহেত্থং
বর্ষাহর্ষাৎ ক্ষণমুপগতা যত্র তেহন্তি তর্ক্কম্ ॥ ৬৯ ॥

বর্ষাহর্ষ বন হইতে শরদামোদবনে ক্ষণকাল উপনীত হইলে জনসমূহ এইরূপ তর্ক করিয়া থাকেন। দিগ্‌গজ সমূহ দ্বারা অতিশয় আকৃষ্ট এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য আগত জলধরমণ্ডলের দ্বারা উপরে আক্রান্ত হইয়া আকাশরূপবৃক্ষের শাখা বর্ষাহর্ষ বনে অতিশয় নম্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু এই শরদামোদবনে সেই দিগ্‌-হস্তি সমূহ দূরে চলিয়া গিয়াছে। সেই জন্য সাহায্যকারী জলধর-কুলও আকাশবৃক্ষের উপরে আরোহণ না করায় আকাশরূপ বৃক্ষ নম্রতা প্রাপ্ত হয় নাই ॥ ৬৯ ॥

অথ তৃতীয়েঽপি যত্র ভীম ইব মহাসহামোদমেদুরঃ। অর্জ্জুন ইব

মধুসূদনপ্রিয়সহচরঃ। মহেশ ইব অনুগতবাণঃ। কৈলাস ইব সহাবলোধ্রঃ ॥ ৭০ ॥

এখন বৃন্দাবনের হেমন্তসন্তোষ নামক তৃতীয় বনবিভাগের বর্ণন করিতেছেন।

মহাসহা নামক পুষ্পামোদে মেদুর বা স্নিগ্ধ এই বনপ্রদেশ দেখিলে মনে হইতেছিল মহাসহ (মহাবল) আমোদমেদুর (আমোদ-স্নিগ্ধ) ভীমসেনই যেন ঐ বৃক্ষরূপ ধারণ করিয়া ব্রজবাস অঙ্গীকার করিয়াছেন। এইবনে মধুসূদনপ্রিয় [ভ্রমরগণের প্রিয়] সহচর [পীতঝিন্টি] দেখিলে মনে হইতেছিল মধুসূদনপ্রিয়সহচর [শ্রীগোবিন্দের প্রিয় সখা] অর্জ্জুন যেন ঐরূপে ব্রজবাস অঙ্গীকার করিয়াছেন। এখানে অনুগত [ইতস্ততো ব্যাপ্ত বাণ [নীলঝিন্টি] সমূহ দেখিলে মনে হইতেছিল অনুগত বাণাসুরকে লইয়া মহাদেব প্রচ্ছন্ন তরুমূর্ত্তিতে এখানে বিরাজ করিতেছেন। এই বনে সহাব [উল্লাসকারী ভাববিশেষের সহিত বিরাজিত] লোধ্র বৃক্ষ দেখিয়া মনে হইতেছিল সহাবলো অর্থাৎ অবলা দুর্গার সহিত বর্ত্তমান উধ্র অর্থাৎ মহাদেবকে বক্ষে ধারণ করিয়া কৈলাস পর্ব্বত যেন এই ব্রজে বাস করিতেছে ॥ ৭০ ॥

শ্রীভাগবত গ্রন্থ ইব মধুরশুকোদিতঃ। আয়ুর্ব্বেদ ইব প্রবীণহারীতঃ। সাধুসঙ্গ ইব মদলাবঃ। ভগবদুপাসক ইব ক্রমশীতলী-ভবজ্জীবনঃ ॥ ৭১ ॥

এই বনবিভাগে শুকপক্ষিসমূহ সর্ব্বদা মধুর রব করিতেছে। মনে হইতেছিল ব্যাসপুত্র শুকদেবের, মধুর আলাপে পূর্ণ শ্রীভাগবত বুঝি এখানে মূর্ত্তরূপে বিরাজ করিতেছে। প্রবীণ হারীত [হরি-তাল পক্ষী] দেখিয়া মনে হইতেছিল আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক হারীত মুনি যেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের সহিত এখানে বাস করিতেছেন। এখানে মদলাব অর্থাৎ সর্ব্বদা আনন্দপ্রমত্ত লাব পক্ষীসমূহ দেখিলে মনে হইতেছিল বুঝি 'সদা মদলাব' অর্থাৎ সর্ব্বদা সংসারমদনাশক সাধুসঙ্গ এই বনবিভাগে মূর্ত্তরূপে অবস্থান করিতেছে। ভগবদু-পাসকের জীবন যেমন উপাসনামাধুর্য্যে দিন দিন 'ক্রমশীতলীভবৎ' অর্থাৎ সর্ব্বতাপমুক্ত হইয়া উত্তরোত্তর শীতল হইতে থাকে, এই

বনবিভাগেও সেইরূপ জীবন [জল] ক্রমশই শীতল হইতে থাকে ॥১১॥

অহরহ উপচীয়মানদোষোঽপি নির্দ্দোষঃ। পদ্মিনীগ্লানিকরোঽপি ক্ষণদাদৈর্ঘ্যেন পদ্মিনীমহোৎসবকরঃ। স খলু হেমন্তসন্তোষ নাম ॥ ১২ ॥

অহরহ [প্রতিদিন] দোষ বা রাত্রী উপচীয়মান অর্থাৎ বর্দ্ধিত হইলেও এই হেমন্তসন্তোষ নামক বনবিভাগ নির্দ্দোষ বা সর্ব্ব-দোষশূন্য। হিমপাত হেতু পদ্মিনী অর্থাৎ কমলসমূহের গ্লানিকর হইলেও এই বনভাগ ক্ষণদাদৈর্ঘ্যেন [উৎসবদায়ী রজনীসমূহের দীর্ঘতা হেতু] পদ্মিনীমহোৎবকর [পদ্মিনীলক্ষণা গোপিকাগণের মহোৎসবসম্পাদক ॥ ১২ ॥

যত্র নবদিনকরকিরণপরামর্শোন্মুখজনমনাংসি দিবসমুখানি। অভিনবারুণকিরণনিকরনিপাতধিষণতয়া হরিণরমণীভিঃ ক্ষণমুপসেব্যন্তে কুরুবিন্দমণিময়ধরণিতলানি নোপগম্যন্তে চ হিমকরকিরণনিকরধিয়া স্ফটিকমণিশিলাবিলাসবীথয়ঃ ॥ ১৩ ॥

যে বনবিভাগে জনগণের মন প্রভাতকালে সমুদিত নবদিনকর-কিরণসঙ্গের জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। শীতার্ত্তা হরিণীগণ নবোদিত সূর্য্যকিরণপতিত হইয়াছে বুদ্ধিতে পদ্মরাগমণিময় ধরণীতলের সেবা করিতেছে হিমকরকিরণনিকর বুদ্ধিতে সূর্য্যকিরণবিলসিত স্ফটিক-মণিশিলাময় বীথিতে গমন করিতেছেনা ॥ ১৩ ॥

কিং বহুনা শীতভীতেনেব ভগবতা কিরণমালিনাপি দহন-দিগুপকণ্ঠ এব সোৎকণ্ঠমালম্ব্যতে ॥ ১৪ ॥

অধিক কি বলিব শীতার্ত্তব্যক্তি যেমন অগ্নির উপাসনা করে তেমনি ভগবান কিরণমালী সূর্য্যদেবও যেন শীতের ভয়ে অগ্নি-দিকের উপকণ্ঠ উৎকণ্ঠার সহিত অবলম্বন করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

নবনবাঙ্কুরনিকরাকারকিরণকন্দলেষু মরকতমণিবীথিপরিসরেষু সচকিতোঽভিতোঽভিতো নিরীক্ষ্যমাণাশ্চমূরুরমণ্যো যবাঙ্কুরধিয়ৈব চরন্ত্যো নিরবধি ব্রজচমূরুনয়নানয়নচমৎকারং কারয়ন্তে ॥ ১৫ ॥

ঐ বনবিভাগে মরকতমণির বীথিসমূহে তাহার কিরণমালা নব নব অঙ্কুরের শোভা ধারণ করিয়াছিল। চমূরুমৃগীগণ যবের অঙ্কুর বোধে সচকিত ভাবে [কৃষিজীবীর ভয়ে] এধার ওধার

নিরীক্ষণ করিয়া বিচরণ করিতে করিতে ব্রজবাসিনী হরিণীনয়না গোপীগণের নয়নের চমৎকারতা সম্পাদন করাইতেছিল। ৭৫।

যত্র চ ক্রমাদ্ ভানোরূষ্মা হ্রসতি হিমযোগেন মহতা
বলন্তে বক্ষোজদ্বয়পরিসরেষ্বপ্যবিভবাঃ।
ক্রমাদৈর্ঘ্যং রাত্রে র্ভবতি হ্রসিমা বাম্যরহসো
র্বধূনাঃ শীতার্ত্তপ্রিয়তমপরিষ্বঙ্গনবিধৌ। ৭৬।

ঐ বনবিভাগে প্রচণ্ড হিমের স্পর্শে ভানুর উত্তাপ ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। রমণীগণের স্তনদ্বয়ের পরিসরে তাপ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে। রাত্রের দৈর্ঘ্য ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে। শীতার্ত্ত প্রিয়তমদিগের আলিঙ্গন কার্য্যে এবং রমণীদিগের বাম্য স্বরূপ কার্য্যে দৈর্ঘ্য হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছে॥ ৭৬॥

কুরুবককুসুমানি কেশপাশেষলককুলেষু বহন্তি লোধ্রধূলীঃ
স্রজমুরসি মহাসহাপ্রসূনৈ র্ব্রজসুদৃশো ন মণীন্দ্রমণ্ডনানি॥ ৭৭॥

যে বনবিভাগে ব্রজরমণীগণ কেশপাশে কুরুবক কুসুম, অলকে লোধ্রপুষ্পের পরাগ, বক্ষস্থলে মহাসহপুষ্পের মালিকা ধারণ করিতেছে। কিন্তু শৈত্য বশতঃ মণিময় আভরণসকল ধারণ করিতেছে না॥ ৭৭।

কালীয়কালেপনমঙ্গরাগে লীলাগৃহে কেবল ধূপধূমঃ
তাম্বূলমেলাদিকটুপ্রয়োগং নোষ্ণেতরো যত্র গুণো গুণায়। ৭৮।

যে বনবিভাগে রমণীগণ অঙ্গরাগে কলম্বকের আলেপন ব্যবহার করিতেছে। লীলাগৃহে কেবল ধূপের ধূম ব্যবহার করিতেছে। এলাচ প্রভৃতি কটুদ্রব্যের সহযোগে তাম্বূল রচনা করিতেছে। এই বনবিভাগে শীতগুণ গুণ নহে তাহা দোষ॥ ৭৮॥

অথ চতুর্থোঽপি যত্র সুহৃৎসমাগম ইব সমুল্লসিতবন্ধুজীবঃ। বিশ্বকর্ম্মেব কুন্দারোপিতপ্রভাকরঃ। ভগবদ্বৈকুণ্ঠনাথ ইব সর্ব্বদানবদমনকঃ। মহাবর্ষাগম ইব সমুল্লাসিতমরুবকামোদ। ৭৯॥

অনন্তর শিশিরসুখকর নামক চতুর্থ বনবিভাগের কথা বর্ণন করা হইতেছে। সুহৃৎসমাগম যেমন বন্ধুগণের জীবন স্বরূপ সেইরূপ এই বনবিভাগে বন্ধুজীব পুষ্পসকল প্রস্ফুটিত হইয়া সকলের জীবন উল্লসিত করিতেছে। বিশ্বকর্ম্মা যেমন নিজ কন্যার সুখসাধনের জন্য কুন্দ অর্থাৎ ভ্রমিযন্ত্রে নিজ জামাতা প্রভাকরকে আরোপিত

করিয়াছিলেন সেইরূপ এই বনবিভাগ কুন্দপুষ্পে প্রভাকে আরোপিত করিয়াছেন। ভগবান বৈকুণ্ঠনাথ যেমন সমস্ত দানবদিগকে দমন করিয়া জীবগণের সুখবিধান করেন, এই বনবিভাগও সেইরূপ সর্ব্বদা দমনক অর্থাৎ দোনা পুষ্পের বিকাশে ব্রজবাসীগণের সুখবিধান করিতেছে। মহাবর্ষার আগমনে যেমন মরুভূমিচারী বকেরও আমোদ বিধান করে, মরুবক নামক পুষ্পের বিকাশে এই বনবিভাগ সেইরূপ কঠোরহৃদয় জনেরও আমোদ বিধান করিতেছে ॥ ৭৯ ॥

মুনিসমাজ ইব প্রমুদিতভারদ্বাজঃ। লঙ্কাসমর ইব ক্রমশো বর্দ্ধমানমানবাসরঃ ॥ ৮০ ॥

মুনিসমাজে ভারদ্বাজ অর্থাৎ ভরদ্বাজবংশীয় মুনিগণ যেমন সর্ব্বদা প্রমুদিত থাকেন, এই বনবিভাগে ভরদ্বাজপক্ষিসমূহও সেইরূপ সর্ব্বদা প্রমুদিত। লঙ্কাযুদ্ধে যেমন মানব [রঘুবংশীয় রামচন্দ্র] এবং আসর অর্থাৎ রাক্ষস রাবণ ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইয়াছিল সেইরূপ এই বিভাগেও ক্রমশঃ বর্দ্ধমানমানবাসর অর্থাৎ দিবসসমূহ পরিমাণে ক্রমশঃ বর্দ্ধমান হইতেছিল ॥ ৮০ ॥

পরতপস্বিনীবিয়োগনির্ব্বিণ্ণতয়েব কৃতোত্তরপথপ্রয়াণেন সকলজনোপসেবিতপাদেন কিরণমালিনা বিরোচমানং শিশিরসুখাকরো নাম ॥ ৮১ ॥

ভাগ্যক্রমে পদ্মিনী অর্থাৎ পতিব্রতা পত্নী লাভের পর গৃহস্থের ঐ পত্নীর বিয়োগ ঘটিলে যেমন পতি বৈরাগ্যবশতঃ সংসার ত্যাগ করিয়া তপস্যার জন্য উত্তর দিকের পথে গমন করেন এবং সকলের সম্মানভাজন হন, সেইরূপ হিমানীপাতহেতু কমলিনীর বিরহ ঘটায় পদ্মিনীবন্ধু কিরণমালী সূর্য্যদেবও যেন উত্তর দিকে প্রয়াণ করিতেছেন। [মকর মাস হইতে সূর্য্য উত্তরদিকে গমন করেন] সকল জনের উপসেবিতপাদ ঐ সূর্য্যদেবদ্বারা এই শিশিরসুখাকর বন শোভমান হইয়া রহিয়াছে ॥ ৮১ ॥

যত্র অনর্ঘ্যবর্ত্তবারণশিশিরকিরণকরদৌরাত্ম্য জনতঃ সমুদিতৈর্ধূমনৈর্ম্মল্যবাষ্পৈরলক্ষিতজলানি সরিৎসরসীপল্বলবনানি ধূমায়িত-বহ্নিভ্রমেণ ঘটিতানাসেব্যমানানি শিশিরভীতৈঃ সচকিতমীক্ষ্যমানানি

বাসরমুখখানি ॥৮২॥

যে শিশিরসুখাকর বনবিভাগে প্রভাত কালে জলমধ্যে বর্ত্তমান মণিগণের প্রস্তাপটলের স্থায় জল হইতে সমুদিত ধূমায়মান জলবাষ্পের দ্বারা আচ্ছন্ন হওয়ায় সরিৎ সরসী এবং পল্বল (ক্ষুদ্র সরোবর) সমূহের জল লক্ষিত হইতেছিলনা। হরিণযুবতী-গণ এই ধূমায়মান জলসমূহকে 'ধূমবত্ত্বাৎ বহ্নিমান' এই অনুমানদ্বারা বহ্নিযুক্ত বন বিতর্ক করিয়া সচকিতভাবে ঝটিতি তাহাদের সান্নিধ্য ত্যাগপূর্ব্বক কখন প্রভাত হইবে এই অপেক্ষা করিতেছিল ॥৮২॥

যত্রশিখরসমুদীর্ণবিমলমৌক্তিকজালধিয়া নিশানিষ্যন্দি-তুহিনকণপটলানি ভগবতা বিভাবসুনাপি নিজকোমলকরাগ্রেণ হ্রিয়মাণানি যত্র দিবসমুখেষু মুহূর্ত্তাদেব বিরলায়ন্তে ॥৮৩॥

এই বনবিভাগে প্রভাত কালে তৃণ সকলের অগ্রদেশে রাত্রিকালে পতিত তুষারবিন্দুসকল মুক্তার স্থায় ঝলমল করিতেছিল। ভগবান সূর্য্যদেব যেন ঐ সকল তুষারবিন্দুকে বিমল মৌক্তিক বোধে নিজ কোমল করাগ্র দ্বারা অপহরণ করায় মুহূর্ত্তের মধ্যেই ঐ সকল তুষারকণা বিরল হইয়া পড়িল। ৮৩।

ঘনতরদলনিকরবিস্তারতয়া নিরস্তহিমনিপাতচটুল-বিটপিনিকরতলমধ্যমধ্যাসা মন্থরমভ্যস্যমানরোমন্থমধুরৈর শীতশীত ভীতিভিরভিতঃ কৃষ্ণসারনিকুরম্বৈরভিরমণীয়াশ্চ যত্র বাসরান্তাঃ ॥ ৮৪

এই বনবিভাগে অতি নিবিড় পত্ররাশির বিস্তার হেতু যে সকল বৃক্ষের তলদেশে হিমপতন নিরস্ত হইয়াছে, সেই সকল রমণীয় বৃক্ষের তলদেশে উপবেশন করিয়া শীতভীতিশূন্য কৃষ্ণসার মৃগগণ মন্থরভাবে রোমন্থন অভ্যাস করিতেছে। তদ্দ্বারা সন্ধ্যাকাল অতি রমণীয় দেখাইতেছিল। ৮৪।

পরিতপ্তায়ঃপিণ্ডপ্রকাশসদৃশতরণিবিম্ববিনিপাতজলধি জলোদ্ভূতবাষ্পৈরিব তুহিনকণৈর্নীরসন্ধ্যো দিশাং মুখেভ্যোঃ বঘনিপাতোন্মুখধরধরনিকরবিতততনতলানি নিশামুখানি। ৮৫।

যে বনবিভাগে সন্ধ্যাকালে পরিতপ্ত বিশুদ্ধ লৌহপিণ্ড সদৃশ অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যবিম্ব সমুদ্রজলে পতিত হওয়ায় তাহা হইতে উত্থিত বাষ্পের স্থায় তুহিনকণা সকল [illegible]

করিয়া ফেলিতেছে। ঐ দিগুমুখ হইতে স্ব স্ব নিবাসে প্রত্যাবর্ত্তনোন্মুখ মুখর বিহগকুলের দ্বারা নভস্তল পরিব্যাপ্ত হইয়াছি ॥ ৮৫ ॥

পরিতশ্চ বিনম্রদিতবনকিসলয়নিকরসমাসঙ্গসঙ্গতোষ্মকুলায়কুলকল্পস্থলবিশেষকৃতসুখশয়নানাং নিকুঞ্জস্তিমিতৈস্তরুভিরতিরম্যাঃ শীতভিয়া চকোরৈরপ্যনভিষেব্যমাণশশধরকান্তিকন্দলিকাঃ ক্ষণদাঃ ॥ ৮৬ ॥

এই বনবিভাগে সকল দিকে বিশেষরূপে নত কিসলয় (পল্লব) সমূহ দ্বারা উষ্মযুক্ত নীড়সমূহতুল্য স্থলবিশেষে খগমিথুনসকল সুখে শয়ন করিয়া আছে। শীতনিবর্ত্তক উষ্ণতা হেতু সুখলাভ করায় তাহারা আর কূজন করিতেছেনা। সুখাবেশে অচঞ্চল ভাবে বৃক্ষ অবস্থান করিতেছে। এই বৃক্ষ দ্বারা বনবিভাগ অতি রমণীয় হইয়া রহিয়াছে। শীতভয়ে চকোরসমূহও চন্দ্রের জ্যোৎস্না সুধাধারা পান করিতেছেনা ॥ ৮৬ ॥

কিঞ্চ—গাঢ়ালিঙ্গনরঙ্গমেব শয়নং মানাপমানং গতো। দীর্ঘৈব প্রিয়সংকথা ন রজনী ক্ষীণেতি নিদ্রাগ্রহঃ ॥ আলেপঃ পরিরম্ভনব্যবহিতেঃ কর্ত্তেতি দূরে প্রিয়-স্পর্শোষ্মা প্রিয়য়োঃ স শিশিরঃ কপোহপ্যতিপ্রেমদঃ ॥ ॥ ৮৭ ॥

এই শিশিরসুখদ বনে প্রিয়যুগল মানাপমান বিস্মৃত হইয়া গাঢ়ালিঙ্গনরঙ্গে শয়ান থাকেন। তাঁহাদের প্রিয়সংকথা দীর্ঘায়িত হয়। রজনীর শেষ না হওয়ায় তাঁহাদের নিদ্রায় আগ্রহ থাকেনা। আলিঙ্গনের ব্যবধানকারক বলিয়া কুঙ্কুমাদি আলেপন দূরে ত্যক্ত হওয়ায় পরস্পরের গাঢ়ালিঙ্গনজন্য স্পর্শোত্থিত উষ্ণতা দ্বারা পরস্পরে সুখলাভ করেন। এই জন্য শিশির কাল অতিশয় প্রেমদায়ক ॥ ৮৭ ॥

নহি ভবতি তদানীং সম্ভবো দৈবগত্যা। কথু দিনমণিভাসো গোচরাঃ পদ্মিনীনাম্ ॥ তদপি কুতুকযোগাদাবলিঃ পদ্মিনীনা মুষসি ভজতি যস্মিন্ পৃষ্ঠতঃ সাদরং তঃ ॥ ৮৮ ॥

তৎকালে দৈববশত পদ্মিনী সকলের জন্মও হয় না সুতরাং নিজনায়ক দিনমণির কিরণ কিরূপে পদ্মিনীগণের গোচর হইবে? তথাপি এই শিশিরসুখদ বনে পদ্মিনীসমূহ (সর্ব্বসুলক্ষণযুক্ত গোপিকা সমূহ) উষা কালে দিনমণির কিরণ পৃষ্ঠদেশে সেবা করিয়া

কচভরমধি বন্ধুজীবমালা দমনকপল্লববল্লভোঽবতংসঃ উরসি চ নবকুন্দকোরকানাং স্রগিতি বধূর্দধে মণীন্দ্রভূষাম্ ॥ ৮৯ ॥

এই বনবিভাগে শ্রীকৃষ্ণবধূগণ কেশকলাপের উপরে বন্ধুজীবপুষ্পের মালা দমনকপুষ্পের পল্লবদ্বারা রচিত রমণীয় কর্ণভূষণ বক্ষঃস্থলে নবকুন্দকোরকের মাল্য ধারণ করিয়া থাকেন। মণীন্দ্রনির্ম্মিতভূষণসকল তাঁহারা পরিধান করেন না ॥ ৮৯ ॥

অথ পঞ্চমোঽপি। যত্র প্রিয়সংযোগইব অভিনবোৎকলিকাকুলরসালঃ। ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানাভ্যাস ইব সদোচ্ছসদতিমুক্তঃ। ভগবদ্ভক্ত-ইব প্রফুল্লরক্তাশোকঃ। শাস্ত্রার্থ ইব নবস্তবককোবিদারঃ ॥ ৯০ ॥

অনন্তর পঞ্চম বসন্তকান্ত বনবিভাগের কথা বর্ণন করা যাইতেছে। প্রিয়জনের সংযোগ যেমন উৎকণ্ঠাপ্রাচুর্য্যে রসময় হয়, সেইরূপ এই বনবিভাগে মধুঋতুর স্পর্শে নব নব কলিকা উদ্‌গত হওয়ায় রসাল বা আম্রবৃক্ষসমূহ শোভা পাইতেছে। সর্ব্বদা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাস দ্বারা মুক্তপুরুষগণকেও অতিক্রমকারী প্রেমিক ভক্তগণ যেমন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের অনুভবকালে উচ্চশ্বাসবিশিষ্ট হন, সেইরূপ এই বনবিভাগে অতিমুক্ত বা মাধবীপুষ্পসকল উচ্ছসিত বা প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। ভগবদ্‌ভক্তগণ যেমন সুখে দুঃখে সর্ব্বদা প্রফুল্ল শ্রীভগবানে অনুরাগী ও অশোক বা শোকরহিত থাকেন, তেমনি এই বনবিভাগে রক্তবর্ণ অশোক পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া সর্ব্বদা বনের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে। নবস্তবক অর্থাৎ নবীন স্তব বা শ্লাঘাযুক্ত কোবিদ বা বিদ্বানগণেরই যেমন শাস্ত্রের তাৎপর্য্যার্থে আর বা প্রবেশ ঘটিয়া থাকে, এই বনবিভাগে সেইরূপ নবস্তবকবিশিষ্ট কোবিদার বৃক্ষসকল বিদ্যমান রহিয়াছে। ॥ ৯০ ॥

মহাসমরসমাবেশ ইব প্রভিন্নপুন্নাগনিকরঃ মত্ত ইব মধুরসামোদমন্দারঃ রঘুনাথসেনাসন্নিবেশ ইব বিলসৎকপিকঃ জীব ইব সংসারসুখলবঙ্গত্বামোদিতঃ ॥ ৯১ ॥

মহাসমরের সমাবেশে যেমন প্রভিন্ন অর্থাৎ প্রমত্ত পুন্নাগনিকর বা পুরুষহস্তিসমূহ বর্ত্তমান থাকে, সেইরূপ এই বনবিভাগেও প্রভিন্ন অর্থাৎ বিকসিত পুন্নাগনিকর বা নাগকেশর বৃক্ষসমূহ বিদ্যমান

রহিয়াছে। মত্ত ব্যক্তি যেমন মধুর রসের আমোদে মন্দ মন্দ গমন করিয়া থাকে এই বনবিভাগেও সেইরূপ মধুর ও সুগন্ধি মন্দার বৃক্ষ-শোভা পাইতেছে। রঘুনাথের সেনাসন্নিবেশে যেমন 'বিলসংকপিক' বা শোভমান কপিকুল বিরাজমান, এইবিভাগেও সেইরূপ বিলসংক' অর্থাৎ সুখে বিলাসকারী পিককুল বিদ্যমান রহিয়াছে। মায়ামুগ্ধ জীব যেমন "সংসারসুখলবঙ্গত্বামোদিতঃ" অর্থাৎ সংসারে সুখলব লাভ করিয়া আনন্দিত থাকে, সেইরূপ এই বনবিভাগও 'সংসার সুখ' অর্থাৎ সম্যকসাংরূপসুখবিশিষ্ট লবঙ্গ অর্থাৎ লবঙ্গলতাযুক্ত বসন্তের দ্বারা চির আমোদিত ॥ ৯১ ॥

ইক্ষ্বাকুবংশ ইব সদাবলমানবকুলঃ স্বরসমূহ ইব স্ফুটসপ্তলাপঃ। দানপ্রবাহ ইব প্রভিন্নকরীরঃ। রাগীব সদা মন্দকুসুমাশুগো বসন্ত-কান্তো নাম ॥ ৯২ ॥

ইক্ষ্বাকুবংশে যেমন 'সদাবল মানবকুল' অর্থাৎ সর্ব্বদাবলযুক্ত মনুবংশীয় রাজকুল বিরাজিত, তেমনি এই বনবিভাগেও 'সদাবলমান' সর্ব্বদা শোভমান বকুলকুঞ্জসকল বিরাজিত। স্বরসমূহ যেমন স্ফুট অর্থাৎ স্পষ্ট ষড়্জ ঋষভ গান্ধার মধ্যমা পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ নামক সপ্তপ্রকার আলাপযুক্ত হইয়া রসিকগণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকে তেমনি এই বনবিভাগও স্ফুট প্রফুল্ল সপ্তলা বা নবমালিকা পুষ্প বিকসিত হইয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছে। 'প্রভিন্নকরী' অর্থাৎ মত্ত হস্তী হইতে ঈরিত' স্রাবত দানপ্রবাহ বা মদজলপ্রবাহ যেমন সুগন্ধে বনভূমি সুরভিত করে, সেইরূপ এই বনবিভাগেও প্রভিন্ন অর্থাৎ বিকসিত 'করীর' বৃক্ষ সুগন্ধে বনভূমিসুরভিত করিতেছে।

রাগী অর্থাৎ সংসারসুখে প্রমত্ত জন যেমন সর্ব্বদা 'অমন্দ-কুসুমাশুগ' অর্থাৎ প্রচুর কামবাণে বিমোহিত হয় তেমনি এই বসন্তকান্ত বনবিভাগও অমন্দকুসুমসমূহের সুগন্ধযুক্ত আশুগ অর্থাৎ বায়ুদ্বারা সকলকে বিমোহিত করিতেছে ॥ ৯২ ॥

যত্র হি হিমবিগমবিমলতয়াঽমৃতকরেঽপি মৃতকরোপিত প্রাণ-ইব পরিরভত মধুরজনীর্মধুরজনীঃ ॥ ৯৩ ॥

যে বনবিভাগে হিমবিগমে মালিন্যরহিত অমৃতকর বা চন্দ্র

অমৃতময় কর বা হস্তযুক্ত হইয়া যেন মৃতব্যক্তির দেহে ও প্রাণ আ··পিত করিয়া মধুরজনী অর্থাৎ বসন্তকালীন রজনীরূপ মধুরজনী অর্থাৎ মধুরা বধূগণকে আলিঙ্গন করিতেছেন ॥ ৯৩ ॥

মধুরাকা মধুরাকামধুরা কাশতে ॥ ৯৪ ॥

মধুরাকা অর্থাৎ বসন্তকালীন পূর্ণিমার রাত্রি মধুরা এবং কামধুরা অর্থাৎ বাঞ্ছিতপ্রদরূপে যে বনবিভাগে শোভমান হইতেছিল ॥ ৯৪ ॥

কা মধুরা কা মধুরারামরামণীয়কবতী ন ভবতি ॥ ৯৫ ॥

এই বনবিভাগে কোন্ কোন্ মধুরা কামিনী মধুর উদ্যানসমূহের রমণীয়ত্ব বিধান না করে ? ॥ ৯৫ ॥

যত্র চ—শীলিতকুসুমোপবনঃ পবনঃ সেবিতারামা রামাঃ সমদা-স্তরুণা কুসুমিতেনামতেনানিশবিহারা বিহারাঃ ॥ ৯৬ ॥

এই বনে সর্ব্বদা সুশীতল মলয়ানিল প্রবাহিত হওয়ায় বৃক্ষসমূহ মুহুমুহু কাঁপিতেছে। ব্রজতরুণীগণ পুষ্পচয়নচ্ছলে এখানে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিতেছে। বহুরূপে বিরাজিত নবকিশোর কৃষ্ণ এখানে হর্ষমদে প্রমত্ত হইয়া রহিয়াছেন। অনিশ গোপীগণসহ গোপী-বল্লভের বিহরণে এইস্থান কুসুমিত অপরিমিত তরুসকলের নিকট যেন বিলম্বিত বিশিষ্ট হার স্বরূপ হইয়াছে ॥ ৯৬ ॥

কুসুমরজঃপূর্ণা অপি দিগবলাগবলাভা মধুকরৈর্নীরজসো নীরজ-সোৎকণ্ঠৈরপি ॥ ৯৭ ॥

এই বনে দিক্‌সমূহ কুসুমরজোদ্বারা পূর্ণ হইলেও নির্ম্মল রহিয়াছে। ঐ কুসুমপরাগগন্ধে বলপূর্ব্বক আকৃষ্যমাণ উৎকণ্ঠিত ভ্রমরসমূহ কমলিনীকুলে ঝঙ্কার করিতে থাকায় দিগবলাগণ গবল-বর্ণ বা চিক্কন শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়াছে ॥ ৯৭ ॥

মকরন্দকরন্দদানানপি ন পিবতি কুসুমসমূহান্ সমূহান্ মধুকর-নিকরোনিকরোতিমত্তয়াতত্তয়া প্রকামকামহেলালসমহেলালসদাননগন্ধেন ॥ ৯৮ ॥

ঐ বনবিভাগে (প্রকামকামহেলা) যথেষ্ট পরিমাণে মধুর-ভাবজাত জৃম্ভনাবিযুক্ত (অলসমহেলালসদাননগন্ধেন) অলসতা-অভিনয়কারিণীব্রজমহিলাগণের শোভমান আননগন্ধের দ্বারা

(মত্তয়াতভয়া) বিপুলমত্ততানিবন্ধন মধুকরসমূহ মকরন্দরূপ কর দান করিলেও কুসুমসমূহের মধু পান করিতেছেনা; প্রত্যুত (সমূহান্) অর্থাৎ কি অপরাধে ভ্রমর আমাদিগকে আদর করিতেছেনা এইরূপ সম্যক্ উহ বা তর্কবতী কুসুমকুলকে ঝঙ্কারচ্ছলে তিরস্কার করিতেছে। (এখানে বসন্তঋতুতে রাজধর্ম্মত্ব এবং ভ্রমরে রাজপুরুষত্ব আরোপিত হইয়াছে ॥ ৯৮ ॥

যত্র চ—কিংশুকচুঞ্চবঃ কিংশুকচুঞ্চবঃ কিমমী বনান্তো ইত্যসং-পলাসং পলাসবিপিনমনুতর্কয়ন্তি চঞ্চরীকাঃ ॥ ৯৯ ॥

এই বনে পলাসবৃক্ষসকল সম্যকভাবে পত্ররহিত এবং পুষ্প-শোভায় সমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে চঞ্চরীক অর্থাৎ ভ্রমরগণ এই বন-দর্শনে 'বনান্তা' অর্থাৎ এই বনগুলি কি কিংশুক অর্থাৎ শুকপক্ষীর রক্তবর্ণ বঙ্কিম ঠোঁট অথবা এই বন কিংশুকচুঞ্চু অর্থাৎ কিংশুক বা পলাসরূপবিত্তবিশিষ্ট—এইরূপ নিরন্তর তর্ক করে ॥ (বিত্তার্থে তদ্ধিতের চঞ্চুপ্রত্যয়ের দ্বারা পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে) ॥ ৯৯ ॥

কিং বহুনা -

মাকন্দানাং কলিতকলিকাস্বাদনঃকোকিলোঽস্মং চঞ্চচ্চঞ্চুর্মদযমনদং কণ্ঠমূলং ধুনানঃ গ্রাসীভূতঃ সহকলিকয়া যত্র লব্ধাবকাশো মূর্ত্তোনাদঃ কুহুরিতি বহির্যাতি যত্রদ্বিরেফঃ ॥ ১০০ ॥

অধিক কি এই বনবিভাগে আম্রমুকুলে আনন্দমদমত্ত ভ্রমর বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া মধুপানে নিরত থাকে, আনন্দমদোন্মত্ত কোকিল বাহ্যজ্ঞানশূন্যের ন্যায় আম্রকলিকার সহিত ভ্রমরকেও নিজে গ্রাস করিয়া ফেলে। তাহার পরেই নিজ প্রতিবাদী কোকিল নাদ শ্রবণ করিয়া চঞ্চু বিস্তাপূর্ব্বক কূজন করিতে থাকিলে অবকাশ পাইয়া ভ্রমর 'কুহু' নাদের মূর্ত্তিরূপে কোকিলের মুখ হইতে বাহিরে আগমন করে॥ ১০০ ॥

কিঞ্চ মদকলকলকণ্ঠ কণ্ঠঘণ্টাধ্বনিনিকরানুমিতস্বতন্ত্রচারঃ। প্রতিসরতি স যত্র মত্তবামাকলকলদঃ স্মরগন্ধসিন্ধুরেন্দ্রঃ ॥ ১০১ ॥

যে বনবিভাগে আনন্দপ্রমত্ততাহেতু অব্যক্তমধুরশব্দকারী কোকিল কণ্ঠরূপ ঘণ্টাধ্বনিসমূহদ্বারা যাহার স্বচ্ছন্দ গমন অনুমিত হইয়া থাকে সেই স্মররূপ গন্ধসিন্ধুরেন্দ্র অর্থাৎ মদমত্ত দুর্দ্দান্ত

হস্তিশ্রেষ্ঠ যেন আনন্দপ্রমত্ত বামাকুলের কণ্ঠে কল কল ধ্বনি দান করিয়া চতুর্দ্দিকে প্রসর্পিত হইতেছে ॥ ১০১ ॥

পুন্নাগৈরবতংসনং বিদধতী বাসন্তিকাভিঃ স্রজং।
গুচ্ছার্দ্ধং বকুলৈর্ল্লাটফলকে সিন্দুরকং কিংশুকৈঃ ॥
চাম্পেয়ৈঃ কুচকঞ্চুকং কটিতটে শোনাম্বরং বঞ্জুলৈ-
র্নিত্যং মূর্ত্তিমতী সতী বিজয়তে শ্রীর্যত্র পৌষ্পাকরী ॥ ১০২ ॥

যে বনবিভাগে 'পৌষ্পাকরী শ্রী' অর্থাৎ বাসন্তী লক্ষ্মী যেন নিত্যই মূর্ত্তিমতী হইয়া পরমোৎকর্ষ প্রকটন করিতেছেন। নাগকেশর পুষ্পের দ্বারা তাঁহার কর্ণভূষণ রচিত হইয়াছে। মাধবী পুষ্প-দ্বারা তাঁহার মাল্য নির্ম্মিত হইয়াছে। বকুল পুষ্প দ্বারা গুচ্ছার্দ্ধ নামক হার রচিত হইয়াছে। পলাশ পুষ্প যেন তাঁহার ললাট-ফলকে সিন্দুরবিন্দু রচনা করিতেছে। চম্পক পুষ্প তাঁহার স্তনা-চ্ছাদন নির্ম্মাণ করিয়াছে। বঞ্জুল বা অশোকপুষ্প যেন তাঁহার কটিতটের রক্তিম বসনস্বরূপ হইয়াছে ॥ ১০২ ॥

স্মিতকুসুমজাতমরন্দবাষ্পাঃ প্রবিলসদঙ্কুরজাতরোমহর্ষাঃ
নিরবধি কিল যত্র ভাববত্যো বনলতিকা কতি কা ন সংলসন্তি ॥ ১০৩ ॥

এই বনপ্রদেশে প্রতি বনলতিকাই কৃষ্ণপ্রেমোত্থ ভাবসম্পদ্ ধারণ করিয়া কত শোভাই না ধারণ করিতেছে। অর্দ্ধপ্রস্ফুটিত কুসুমে তাঁহাদের স্মিতহাস্য, পুষ্পমধু তাহাদের প্রেমাশ্রু, বিশেষ শোভাশীল অঙ্কুরসমূহ তাহাদের রোমহর্ষ স্বরূপ হইয়াছে ॥ ১০৩ ॥

অথ ষষ্ঠোঽপি যত্র কাশ্মীরদেশ ইব সততোৎপদ্যমানতয়া সুরভি-তয়া চ বিলসৎকপীতনঃ। কাসার ইব প্রফুল্লমল্লিকাক্ষালিতঃ। শরৎকাল ইব সম্পন্নপাটলঃ নাক ইব সদোৎফুল্লশক্রঃ ॥ ১০৪ ॥

অনন্তর ষষ্ঠ নিদাঘসুভগনামক বনবিভাগের কথা বর্ণন করা যাইতেছে। কাশ্মীর দেশে যেমন সতত 'বিলসৎক' বা সুখ সম্পাদন-কারী 'পীতন' অর্থাৎ কুঙ্কুমসমূহ উৎপন্ন এবং তাহার সুরভিতে সর্ব্বস্থান আমোদিত থাকে, এই বনপ্রদেশেও তেমনি 'কপীতন' অর্থাৎ শিরিশবৃক্ষ সকল সর্ব্বদা বিলসমান রহিয়াছে। এবং তাহার সুরভিগন্ধে সকল স্থান সুরভিত হইয়া আছে। 'কাসার' বা ক্ষুদ্রসরোবর যেমন 'প্রফুল্লমল্লিকা' বা হংসবিশেষ দ্বারা ক্ষালিত বা ভূষিত থাকে

এই বনপ্রদেশও সেইরূপ প্রস্ফুটিত মল্লিকা পুষ্পদ্বারা ভূষিত রহিয়াছে।

শরৎকাল যেমন পাটল বা অশুধান্য দ্বারা সম্পদ্‌যুক্ত হয় এই বনবিভাগও সেইরূপ 'পাটল' বা পারুলপুষ্পদ্বারা সমৃদ্ধ রহিয়াছে।

স্বর্গ যেমন দেবরাজ ইন্দ্রের দ্বারা সর্ব্বদা উৎফুল্ল অর্থাৎ শোভিত থাকে এই বনবিভাগও সেইরূপ 'শক্র' অর্থাৎ কুটজবৃক্ষদ্বারা শোভিত রহিয়াছে ॥ ১০৪ ॥

কমলাকর ইব স্ফুটতরশতপত্রক:। পর্ব্বতগতবহ্ন্যনুমানপ্রয়োগ ইব নিয়তধূম্যাট:। প্রহ্লাদান্বয় ইব প্রচণ্ডবিরোচন:। বৈষ্ণবজন ইব স্পৃহনীয়বিধুপাদ: ॥ ১০৫ ॥

প্রস্ফুটিত কমল সমূহের দ্বারা সরোবর যেমন শোভমান থাকে, তেমনি 'শতপত্রক' নামক পক্ষীর দ্বারা এই বনবিভাগ শোভমান। অব্যভিচারী ধূমের দর্শনে যেমন পর্ব্বতগত অগ্নির অনুমান হয় তেমনি এই বনপ্রদেশে 'নিয়তধূম্যাট' অর্থাৎ সর্ব্বদা 'ধূম্যাট' বা ফিঙ্গা-পক্ষী সমূহ দেখিয়া এই বনবিভাগে নিদাঘকালীন শোভার অনুমান হয়। প্রচণ্ড পরাক্রমশালী অসুর বিরোচন যেমন প্রহ্লাদের পুত্র হওয়ায় পিতার সদ্‌গুণের অংশভাগী হইয়া সাধুগণের প্রীতিপাত্র হইয়াছিলেন, প্রচণ্ডকিরণশালী গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যও তেমনি এই বন-বিভাগের সাদ্‌গুণ্যে সকলের প্রীতিপাত্র হইয়াছেন। বৈষ্ণবজন যেমন 'স্পৃহনীয় বিধুপাদ' অর্থাৎ স্পৃহনীয় শ্রীবিষ্ণুর চরণ আশ্রয় করিয়া সকল তাপের অবসান ঘটায় এবং পরমানন্দের অধিকারী হয়, এই বনবিভাগেও সেইরূপ স্পৃহনীয়বিধুপাদ অর্থাৎ স্পৃহনীয়চন্দ্রকিরণ সেবা করিয়া সকলে পরমানন্দ অনুভব করে ॥ ১০৫ ॥

ঈশ্বর ইব অখণ্ডনমজ্জনসুখ:। সাধুজনসঙ্গ ইব ক্রমহীয়মান-দোষাবসর:। হরিভক্ত ইব সদানুকূলজগৎপ্রাণ:। পুণ্যবান্ জন ইব ভদ্রশ্রীরসবিলাসসুখো নিদাঘসুভগো নাম ॥ ১০৬ ॥

ঈশ্বর যেমন নমজ্জনের' অর্থাৎ প্রণতজনের 'অখণ্ড' সুখ বিধান করিয়া থাকেন, এই বনবিভাগে সলিলমজ্জনেও সেইরূপ অখণ্ড-সুখের অনুভূতি হয়। সাধুজনের সঙ্গে যেমন 'দোষাবসর' অর্থাৎ তাপদু:খাদিদোষের অবসর বা উদ্‌গম 'ক্রমহীয়মান' অর্থাৎ ক্রমশ:

ক্ষীয়মান হয় সেইরূপ এই বনবিভাগের সম্পর্কেও 'দোষ' বা রাত্রীসমূহের 'অবসর' অর্থাৎ ক্ষণ ক্রমেই ক্ষীয়মান হইতেছিল। শ্রীহরিভক্ত জন যেমন সকল জগতের প্রাণের ন্যায় প্রীতির আস্পদ হয়, এই বনবিভাগেও সেইরূপ 'জগৎপ্রাণ' অর্থাৎ বায়ু সর্ব্বদা অনুকূল-রূপে মন্দগতিতে প্রবাহিত হইতেছে। পুণ্যবান জনসমূহ যেমন 'ভদ্রশ্রীরসবিলাসসুখ' অর্থাৎ কল্যাণজনক সম্পদ রসমাধুর্য্যের অনুভব এবং বিলাসাদি সুখভোগ করিয়া থাকেন, এই নিদাঘসুভগ বনবিভাগেও সেইরূপ সকল জন কল্যাণজনক সম্পদ, নির্ম্মল রসানুভব এবং শ্রীরাধামাধবের বিলাসাদি দর্শনে পরমসুখে সকলে নিমজ্জিত হয়॥ ১০৬ ॥

যত্র চ ঘনঘর্ম্মজনিতমর্ম্মবাধয়া সর্ব্বতঃ পলায়মানেনেব শৈত্যগুণেন ব্রজপদ্মিনীজনস্তনদুর্গাশ্রয় এব কেবলং বিধীয়তে ইব।

যত্র চ—তরবো বিরুধশ্চ নিদাঘপীড়িতা ইব নিরন্তরমন্যোন্যং লঘুলঘুবিচলদ্ভিঃ কিসলয়ব্যজনৈ সদয়ং বিজয়ন্তীব। নিজনিজঘন-বিটপচ্ছায়য়াচ্ছাদ্য শিশিরীকৃতেন মণিময়ালবালসলিলেন কৃপা-প্রপামিবোপকল্প্য পরমাতিথ্যকুশল ইব খগমৃগকুলস্য পিপাসানিরাসায় যতন্তে বিশ্রময়ন্তি চ পুণ্যবৎস্বিব সদাচ্ছায়েষু নিজতলেষু॥ ১০৭ ॥

যে বনবিভাগে ঘনঘর্ম্মজন্য মর্ম্মপীড়ায় শৈত্যগুণ যেন সকল দিকে পলায়ন করিয়া অবশেষে কেবল ব্রজবাসিনী পদ্মিনীগণের (স্বয়ংশ্রীরূপিণী ব্রজরমণীগণের) স্তনদুর্গ আশ্রয় করিয়া নির্ভয়ে অবস্থান করে যে স্থানে নবোদ্ভিন্ন কিসলয়রূপ ব্যজন নিরন্তর লঘু লঘু সঞ্চালন করিয়া তরু ও লতাগণ যেন পরস্পরকে সদয়ভাবে বীজন করিতেছে। ঐস্থানে তরুগণ নিজ নিজ ঘন শাখার ছায়া দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া মণিময় আলবালস্থিত সলিল সুস্নিগ্ধ করতঃ ঐ জল দ্বারা পরমাতিথ্যকুশল ব্যক্তির ন্যায় যেন কৃপাপূর্ব্বক পানীয়-শালা নির্ম্মাণ করিয়া পক্ষী ও মৃগকুলের পিপাসা নিরসনের নিমিত্ত যত্নবান হইতেছে। পুণ্যবান জন যেমন 'সদাচ্ছায়' অর্থাৎ সুনির্ম্মল নিজ আশ্রয়ে অতিথিকুলকে আশ্রয় দিয়া শ্রমশূন্য করে। ঐতরুগণ সেইরূপ "সদাচ্ছায়" অর্থাৎ সর্ব্বদা ছায়াযুক্ত নিজ তলে পক্ষী ও মৃগকুলকে আশ্রয় দিয়া শ্রমশূন্য করিতেছে॥ ১০৭ ॥

যত্র চ—খরতরদিনমণিকিরণানুবিদ্ধদিনমণিপটলসমুদ্ঘটিত-দহনদাহননির্ব্বাপণচনমণিময়বিহারশিখরিশিখরনিঃস্যন্দমানশিশিরতর-নির্ঝরজলপ্রপাতশীতলেষু ঘনতরবিটপিবিটপনিবারিতবাসরমণিময়ুখ-জালেষু বনপথেষু পরস্পরকরাসঙ্গ-ভঙ্গিমরঙ্গবত্যো ঝনঝনায়মানমণি-নূপুরনিনদসরসং তাদৃশ্যপি নিদাঘে বসন্তকাল ইব সকুতুকং খেলন্তি ব্রজ-দেব্যঃ ॥ ১০৮ ॥

যে বনবিভাগে খরতরদিনমণিকিরণের দ্বারা দীপ্যমান সূর্য্য-কান্তমণিসমূহ হইতে অগ্নিদহনের ন্যায় যে দাহ উপজাত হইতেছিল, মণিময় বিহারপর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে নির্গলিত স্নিগ্ধতর নির্ঝরের জলধারা পতিত হইয়া ঐ দাহ নির্ব্বাপনপূর্ব্বক ব্রজবাসি বিটপি-সমূহকে শীতল করিতেছিল। তাহাদের ঘনতর শাখাসমূহদ্বারা 'বাসরমণি' বা সূর্য্যদেবের 'ময়ুখ' অর্থাৎ প্রচণ্ড কিরণসমূহ নিবারণ-পূর্ব্বক বনপথসমূহকে স্নিগ্ধ করিতেছিল। ব্রজদেবীগণ পরস্পর কর-গ্রহণপূর্ব্বক রঙ্গভঙ্গসহকারে ঝন ঝন শব্দকারী মণিনূপুরের নিনাদে তাদৃশ বনপ্রদেশকে রসময় করিয়া গ্রীষ্মকালেও বসন্তকালের ন্যায় কৌতুকসহকারে খেলা করিতেছেন ॥ ১০৮ ॥

যত্র চ দিবসকরকরনিকরজালজটালতয়া বিষমবিষধরনিঃশ্বাসা ইব করালতরা স্বয়মেব স্বয়মেবোত্তাপয়ন্তঃ সন্ততমনির্বৃতা ইব প্রতি-সলিলাশয়ং মজ্জন্তোঽপি চাত্মানং নির্ব্বাপয়িতুমসমর্থা ইব ব্রজপদ্মিনী-জনস্তনপরিমলমিলনার্থমিবোপসর্পন্তি শীতলা ভবিতুমনিলাঃ।

যত্র চ দিবসাদিব সাধ্বসাং ক্ষণদাপ ক্ষণদাপতিরুচিরারুচিরাম-নীয়কং জনানাং তদা তদাসঙ্গেন তে নিদাঘমেব শ্লাঘন্ত ॥ ১০৯ ॥

যে বনবিভাগে পবনদেব গ্রীষ্মকালীন সূর্য্যকরসমূহের নিবিড়-জ্বালাসংযোগে বিষম বিষধরের নিঃশ্বাসের মত করালতর হইয়া স্বয়ং আপনাকেই উত্তাপিত করিতেছে এবং সর্ব্বপ্রকারে সুখরহিত হইয়া প্রতি জলাশয়ে মজ্জনেও নিজ জ্বালা শান্ত করিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে ব্রজবনের পদ্মিনীস্বরূপা গোপীগণের স্তনপরিমলের মিলনে শীতল হইবার জন্য যেন ধীরে ধীরে তাঁহাদের নিকট গমন করিতেছে।

যে বনবিভাগে জনগণকে গ্রীষ্মকালীন দুঃসহ উত্তপ্ত দিবসের

ভয়ে ভীত দেখিয়া কৃপাপূর্ব্বক যেন সেই উত্তাপ নিবারণের জন্যই রজনীপতি চন্দ্রের মাধুর্য্যদ্বারা মধুরা যামিনী পরম রমণীয়তা প্রাপ্ত হইলেন। সেই রজনীর স্নিগ্ধতাহেতু সকলেই এইরূপ রাত্রির উদয়ে গ্রীষ্মকাল ধন্য বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকেন॥ ১০৯ ॥

কর্পূরত্রসরেণুবন্ধুভিরপাং নিঃস্যন্দিভির্বিন্দুভিঃ।
চঞ্চচ্চামরচারুমারুতধুতৈর্মুক্তাবিতানৈরপি॥
আকীর্ণে জলযন্ত্রে বেশ্মনি সরোবাপ্যাদিমধ্যস্থিতে।
কৃষ্ণো যত্র মুদা নিদাঘদিবসে শেতে সমং কান্তয়া॥ ১১০ ॥

এই বনবিভাগে সরোবর ও বাপী প্রভৃতির মধ্যস্থলে জল-যন্ত্রগৃহ বিদ্যমান। ঐ গৃহ কর্পূরত্রসরেণুর সূক্ষ্মকণসহ জলের সূক্ষ্ম বিন্দু দ্বারা এবং চঞ্চল চামরের মনোহর মৃদু বায়ু দ্বারা কম্পিত মুক্তাখচিত চন্দ্রাতপ দ্বারা পরিব্যাপ্ত। ঐ গৃহে শ্রীকৃষ্ণ নিদাঘদিবসে কান্তা শ্রীরাধার সহিত আনন্দে শয়ন করিয়া থাকেন॥ ১১০ ॥

ভালপ্রান্তনিবদ্ধকুন্তলভরো মুক্তাস্রজা স্থূলয়া।
বাসঃকাঞ্চনবারিহারিপবনস্পন্দানুমেয়ং দধৎ॥
মল্লীকোরকমালয়া দ্রুততরশ্রীখণ্ডপঙ্কেন চ।
দ্বিত্রেণ প্রিয়মণ্ডনেন চ কৃতাকল্পো হরিঃ খেলতি॥ ১১১ ॥

স্থূল মুক্তানির্ম্মিত মাল্যের দ্বারা ললাটের প্রান্তদেশে কুন্তল-সমূহকে দুইভাগে বন্ধন করিয়া এবং পবনসঞ্চালনে অনুমানযোগ্য কাঞ্চনসলিলের ন্যায় মনোহর অতিসূক্ষ্ম পীতবস্ত্র অঙ্গে ধারণ করিয়া মাধব সর্ব্বদা ঐ স্থানে খেলা করিতেছেন। তিনি মল্লিকা-কোরকের মাল্য ধারণ করিয়াছেন ও দ্রবীভূত চন্দনপঙ্কদ্বারা আলিপ্ত হইয়াছেন। দুই তিন খানি মাত্র মনোহর অলঙ্কার অঙ্গে ধারণ করিয়াছেন॥ ১১১ ॥

কর্ণালঙ্করণং শিরিষকুসুমৈরুত্তংসনং পাটলৈঃ
মালাং মল্লিভিরঙ্গদাদিকুটজৈঃ সম্পাদয়ন্ত্যাত্মনঃ
আলিভির্বনরাজিভিঃ সহ সদৃগ্ভূষাভিরীশাজ্ঘ্রয়ঃ
সেব্যন্তে দিবসাবসানসময়ে যস্মিন্ নিদাঘশ্রিয়া॥ ১১২ ॥

ঐ স্থানে নিদাঘলক্ষ্মী শিরিষ কুসুমের কর্ণাভরণ, পাটল বা পারুল পুষ্পের মস্তকাভরণ, মল্লিকা পুষ্পের গলমালা ও কুটজ-

পুষ্প দ্বারা অঙ্গদবলয়াদি রচনা করিয়া সমানভূষণধারিণী সখী বনরাজির সহিত দিবসাবসানসময়ে প্রাণেশ্বর কৃষ্ণের চরণ সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১১২ ॥

এবং দ্বন্দশো দ্বন্দশশ্চ ঋতুভির্বিভেদিতা অপরেঽপি ত্রয়ো বিভাগা ইতি নবকাননমেব বৃন্দাবনম্। মূলভূতস্তু ষড়্ভিরেব ঋতুভিরুপশোভিতং মিত্যঙ্গাঙ্গিভাবেন দশবিভাগমিতি ॥ ১১৩ ॥

এই প্রকারে দুই দুই ঋতুর দ্বারা বিভেদিতা হইয়া শ্রীবৃন্দাবনে আরও তিনটি বিভাগ রহিয়াছে। যথা শরদ্ধেমন্তসন্তোষ, শিশির-বসন্তকান্ত, ও নিদাঘবর্ষাহর্ষ। সুতরাং শ্রীবৃন্দাবন নয়টি বিভাগে বিভেদিত হইল। ছয় ঋতুর দ্বারা উপশোভিত মূলভূত সর্ব্বর্ত্তু-সুখদ নামক বিভাগ শ্রীবৃন্দাবনের অঙ্গী এবং নয়টি বিভাগ উহার অঙ্গ এইরূপ দশটি বিভাগে শ্রীবৃন্দাবন বিভেদিত হইয়া থাকে ॥ ১১৩ ॥

যত্র ষড়্ঋতুকে বিভাগে—

সীমন্তে নবনীপকং করতলে লীলারবিন্দং নব-
স্নিগ্ধং লোধ্ররজঃকপোলফলকে বন্ধুকমালাং গলে
কর্ণে বঞ্জুলপল্লবং স্তবকিনং মল্লীস্রজং কুন্তলে
বিভ্রত্যো ব্রজসুভ্রুবঃ প্রতিদিনং কৃষ্ণং সদোপাসতে ॥ ১১৪ ॥

এই সর্ব্বর্ত্তুসুখদবনবিভাগে ব্রজসুন্দরীগণ সীমন্তে নব কদম্ব, করতলে লীলাকমল, গণ্ডস্থলে নবীন স্নিগ্ধ লোধ্রপরাগ, গলদেশে বন্ধুকপুষ্পের মাল্য, কর্ণে পুষ্পস্তবকযুক্ত অশোকপল্লব, কুন্তলে মল্লিকা-মাল্য ধারণ করিয়া প্রতিদিন সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকে উপাসনা করিতেছেন ॥ ১১৪ ॥

যস্মিন্ মঞ্জুলকুঞ্জমণ্ডপকুলং নানামণীন্দ্রালয়-
স্পর্দ্ধাবর্দ্ধিতসৌভগং পিককুলৈর্ভৃঙ্গৈশ্চ নিষ্কুজিতং
যস্মিন্নোষধয়ো জ্বলন্তি রজনৌ দীপায়িতাঃ সৌরভং
কস্তুরী হরিণাঙ্গনা বিদধতে লুব্ধৈশ্চমর্য্যো মৃজাম্ ॥ ১১৫ ॥

এই বনে মনোহর কুঞ্জমণ্ডপসকল বিদ্যমান রহিয়াছে। নানাবিধ মণিশ্রেষ্ঠনির্ম্মিত ভবনের স্পর্দ্ধা খণ্ডন করিয়া ঐ মণ্ডপসকলের শোভা বর্দ্ধিত হইয়াছে। পিককুল এবং ভৃঙ্গসমূহ সর্ব্বদা ঐ স্থানে মধুস্বরে ধ্বনি করিতেছে। রাত্রিতে ওষধিসকল দীপের ন্যায় এখানে

জলিতে থাকে। কস্তুরীমৃগবধূগণ এখানে সৌরভ উৎপাদন করিয়া থাকে। চমরীমৃগীগণ "লূম" বা পুচ্ছ দ্বারা 'মৃজাং' বা মার্জ্জনীসমূহের কৃত্য বিধান করিয়া থাকে ॥ ১১৫ ॥

এবংভূতস্য বৃন্দাবনস্য মধ্যে ইন্দ্রনীলমণিহারযষ্টিরিব ইন্দীবরমালেব কজ্জলপরিখেব অসিতশাটীব বৃন্দাটবীদেব্যাঃ কাচন যমুনা নাম নদী ॥ ১১৬ ॥

এইপ্রকার বৃন্দাবনের মধ্যে শ্রীযমুনা নামে কোনও অনির্ব্বচনীয় নদী বিদ্যমান রহিয়াছেন। ইহা যেন শ্রীবৃন্দাবনের উপকণ্ঠে ইন্দ্রনীলমণিহারের ন্যায় পরম শোভা বিস্তার করিতেছেন। ইন্দীবর বা নীলকমলনির্ম্মিত মাল্যের ন্যায় ইহা বৃন্দাবনের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। ইহা যেন শ্রীবৃন্দাটবী দেবীর চক্ষুতে অঞ্জন লইবার কজ্জল পরিখা অথবা তাঁহার শ্রীঅঙ্গের নীলশাড়ীর মত বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন ॥ ১১৬ ॥

যা খলু সতরঙ্গাপি নতরঙ্গাধায়িকা সকমলাপি নশ্যৎকমলা সসারসাপি বিসারসারস্যা মজ্জনসুখদাপি নমজ্জনসুখদা ॥ ১১৭ ॥

এই যমুনা তরঙ্গভঙ্গে ভীষণা হইলেও ভক্তিমান প্রণত জনের হৃদয়ে সুদুর্লভ কৃষ্ণপ্রেমসুখ অর্পণ করিয়া থাকেন। কমলসমূহে সর্ব্বদা সুশোভিতা থাকিলেও ইহার 'কমল' বা জল কখনও (ন শ্যন্তি) বা হ্রাস প্রাপ্ত হয় না। সর্ব্বদা সারসপক্ষিকুল দ্বারা সেবিতা হইলেও বিসার বা মৎস্যকুলের সারস্য বা বল বৃদ্ধি করিয়া থাকেন। মজ্জনে সাধারণ জনের সুখদায়িনী হইলেও প্রণত জনকে কৃষ্ণপ্রেমরূপ অনির্ব্বচনীয় সুখ দান করিয়া থাকেন ॥ ১১৭ ॥

বিবিধ লতিকাকারচিত্রচিত্রিতকঞ্চুলিকয়েব চিন্ননিশৈবাললতিকাবিতত্যা পরিবৃতবক্ষঃস্থল বিলাসিরথাঙ্গপয়োধরা কলিতকহ্লারাদি পরাগপটলচিত্রপটা ভ্রমদ্ভ্রমরঘটাবদ্ধবেণিরিন্দীবরনয়না বিকসদরবিন্দমুখী প্রফুল্লহল্লকলসদধরোষ্ঠী সারসসারসনাঙ্কিতপুলিননিতম্বা কলহংসহংসকামূর্ত্তেব রমণীয়তা দেবী তরলতরতরঙ্গহস্তেনেবজলজকুসুমৈঃ শ্রীকৃষ্ণারাধনমবাধমনিশমেব কুর্ব্বাণা জরীজৃম্ভতে ॥ ১১৮ ॥

বহুবিধ লতিকাকারচিত্রচিত্রিত কঞ্চুলিকার ন্যায় চিদ্রূপ মণিময় শৈবাললতিকাসমূহের দ্বারা যমুনার বক্ষঃস্থল আবৃত রহিয়াছে এবং বক্ষঃস্থলবিহারী চক্রবাকমিথুন যেন শ্রীযমুনার কঞ্চুলিকামণ্ডিত পয়োধর হইয়াছে। কুমুদকহ্লারাদি বিবিধবর্ণ জলজকুসুমের পরাগ-পটল শ্রীযমুনার অঙ্গে বিচিত্র বসন হইয়াছে। মধুলুব্ধ চঞ্চল ভ্রমর-পংক্তি শ্রীযমুনার পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী হইয়াছে। নীলকমলসকল তাঁহার নয়ন, প্রস্ফুটিত কমল তাঁহার মুখ, বিকশিত হল্লক (রক্ত-কমল) তাঁহার অধরের শোভা বিস্তার করিয়াছে। কুজনশীল সারসপক্ষিসমূহরূপ শব্দায়মান কাঞ্চী বা চন্দ্রহার দ্বারা শ্রীযমুনার পুলিনরূপ নিতম্বপ্রদেশ ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কলহংসসকল শ্রীযমুনার হংসক বা পাদভূষণ হইয়াছে। শ্রীযমুনা যেন মূর্ত্তিমতী রমণীয়তা; চঞ্চলতরঙ্গরূপ হস্তে জলজাত কুসুমসমূহ লইয়া অবাধে দিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়া অতিশয় রূপে দীপ্তিমতী হইয়াছেন ॥ ১১৮ ॥

ভজ্যমানবিটপবিটপিপটলপ্রতিবিম্বেন সলিলান্তরেঽপি কুসুমিতং কাননান্তরমিব ব্যঞ্জয়ন্ত্যাং সহ প্রতিবিম্বিতং বিহগকুলমপি বৈসারিণা যত্র জিঘৎসবস্তুণ্ডেন খণ্ডয়ন্তঃ ক্ষণমবতিষ্ঠন্তে ॥ ১১৯ ॥

যাঁহার উভয়তীরস্থিত বৃক্ষের শাখাসমূহ কুসুমভরে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। ইহার প্রতিবিম্ব জলমধ্যে পতিত হইয়া যেন দ্বিতীয় কুসুমিত কাননের সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রীযমুনার জলসঞ্চারী বৈসারী বা মৎস্যসমূহ ঐ কাননে বৃক্ষের সহিত প্রতিবিম্বিত পক্ষীসকলকে ভোজন করিতে ইচ্ছা করিয়া তুণ্ডের দ্বারা আঘাতপূর্ব্বক ক্ষণকাল অবস্থান করিতেছে ॥ ১১৯ ॥

রজনাবপি বিম্বিতং নক্ষত্রগ্রহনিকরমপি সর্ব্বতঃ কেনাপি বিকীর্ণং লাজজালমিব মন্যমানাঃ শফরা অপি প্রত্যেকমত্তুমুৎক-কণ্ঠন্তে ॥ ১২০ ॥

রাত্রিকালেও যে সকল গ্রহনক্ষত্রসমূহ যমুনার জলে প্রতি-বিম্বিত থাকে। শফরী মৎস্য সমূহ তাহাদিগকে কাহারও দ্বারা বিকীর্ণ লাজ বা খই মনে করিয়া ভোজন করিবার জন্য যেন উৎকণ্ঠিত হইতেছে ॥ ১২০ ॥

মধ্যে চ যস্যা কর্পূরপুরময়ানীব তিমিরনিকরোদ্বান্তকান্ত-কৌমুদীশকলানীব বৃন্দাটবীদেব্যাঃ শ্রীখণ্ডখণ্ডাঙ্গরাগপটলানীব বিস্রস্ত-বেণীদণ্ডান্তরান্তরা বিরাজমানমালতীমাল্যখণ্ডানীব নবানি পুলিনানি ॥ ১২১ ॥

যে যমুনার মধ্যে উদ্ভিন্ন নবীন পুলিনসকল কর্পূরময়প্রবাহ বলিয়া অথবা তিমিরনিচয়বিনাশী জ্যোৎস্নাখণ্ড বলিয়া অথবা বৃন্দাবন দেবীর চন্দনখণ্ডের অঙ্গরাগপটল অথবা কৃষ্ণসলিলরূপ স্খলিত বেণীদণ্ডের উপর বিরাজমান মালতী মাল্য বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ১২১ ॥

যেষু চ কুত্রাপি নবনবসমুজ্জৃম্ভমাণমরকতাঙ্কুরায়মানমণি-তৃণাঙ্কুরেষু বিবিধান্যেব কুসুমোপবনানি। অন্তরা অন্তরা মঞ্জুলানি কুঞ্জানি চ। প্রতিপুলিনোপবনং চিন্মণিময়মণ্ডপাশ্চ ॥ ১২২ ॥

ঐসকল পুলিন নব নব রূপে প্রকাশমান মরকত মণির অঙ্কুরাকৃতি মণিময় তৃণাঙ্কুরদ্বারা পরিশোভিত, উহার মধ্যে কোথাও বা বিবিধ উপবনসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে মনোহর কুঞ্জবনসকল অবস্থান করিতেছে। প্রতি পুলিনে উপবন অপ্রাকৃত মণিময় মণ্ডপসমূহ দ্বারা পরিশোভিত ॥ ১২২ ॥

যেষামঙ্গনেষু সারসসরারিকুররচক্রবাককলহংসাদিভিঃ সহ তৎ-কাননচরাঃ শুকপিকজীবঞ্জীবচকোরপ্রভৃতয়ো বিহঙ্গমাঃ সরভসমেব কৃষ্ণকথালাপেন মধুরগোষ্ঠিমিব কুর্ব্বন্তো বর্ত্তন্তে। উভয়তশ্চ পার্শ্বয়ো র্যস্যা বিবিধমণিবদ্ধেষু তটেষু অন্তরা অন্তরা মরকতকুরুবিন্দ-বৈদুর্য্যাদিবিবিধমণিগণনির্ম্মিতা অবতারাঃ। যেষামভিমুখসমান-সুঘটিততয়া তটয়োরেব সোপানপরম্পরে শোভাদেব্যা দশনপঙ্ক্তী-ইব দৃশ্যেতে ॥ ১২৩ ॥

যে সকল মণিমণ্ডপের অঙ্গনে সারস, সরারি, কুরর চক্রবাক কলহংস প্রভৃতি জলচর বিহঙ্গকুলের সহিত সেই কাননচারী শুক পিক জীবঞ্জীব এবং চকোর প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ যেন সহর্ষে কৃষ্ণ-কথার আলাপনে গোষ্ঠি বা পরস্পর সংলাপ করিয়া অবস্থান করিতেছে। ঐ যমুনার উভয় পার্শ্বে বিবিধ মণিনিবদ্ধ তটভূমিতে মধ্যে মধ্যে মরকত পদ্মরাগ বৈদুর্য্য বিদ্রুম প্রভৃতি মণিগণনির্ম্মিত

অবতার (অবতীর্য্যতে ইতি) কঘাটসকল বিদ্যমান রহিয়াছে। যে সকল ঘাটের উভয়তটে পরস্পরের অভিমুখে সমান সুগঠিত সোপান-পরম্পরা শোভা দেবীর দশনপংক্তির ন্যায় দেখা যাইতেছে ॥ ১২৩ ॥

উভয়তশ্চ যেষাং তিরস্কৃতমণিমণ্ডপানি লতামন্দিরমণ্ডপানি ॥ ১২৪ ॥

তানি য যথা—

চত্বারস্তরবশ্চতুর্ষু সরুচঃ কোণেষু তেষামথো দ্বে দ্বে চোভয়তঃ প্রিয়ে ইব লতে বিষক্ তথাঽবর্দ্ধতাম্। তানাক্রম্য পরস্পরাপ্ত-বপুষঃ পুষ্পৈঃফলৈ; পল্লবৈঃ সাঙ্গোপাঙ্গমণীন্দ্রমণ্ডপরুচং কুর্ব্বন্তি সর্ব্বা যথা ॥ ১২৫ ॥

ঐ সকল ঘাটের উভয় পার্শ্বে লতামন্দিরমণ্ডপসকল মণি-মণ্ডপকে তিরস্কার করিয়া বিরাজ করিতেছে ॥ ১২৪ ॥

সেই সকল লতামণ্ডপের চারি কোনে স্থৌল্য দৈর্ঘ্য বিস্তারে সমতুল্য চারিটি তরু অবস্থান করিতেছে। সেই তরুসকলের উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া লতা প্রিয়াদ্বয়ের ন্যায় উপরে এবং এবং চারিদিকে ঔচিত্যানুরূপে এমনভাবে বর্দ্ধিত হইয়াছে যাহাতে সেই তরুসকল আক্রমণ করিয়া অঙ্গোপাঙ্গসহিত আটটি লতা মণি-মণ্ডপের কান্তি বর্দ্ধন করিতেছে ॥ ১২৫ ॥

স্তম্ভাস্তেঽমী ষড়্ভ্যো নিয়তকুসুমিতাঃ স্কন্ধশাখাস্তদীয়া
বল্লীনাং পুষ্পিতানামপি বিটপকুলৈঃ কল্পিতানি ছদীংষি।
কৈশ্চিদ্বারোঽপি ভঙ্গীবিরচনরুচিরা ভিত্তয়ঃ কৈশ্চিদন্যৈঃ
পুষ্পৈঃ প্রালম্বচূড়াকলসবিরচনা চামরাদীনি কৈশ্চিৎ ॥ ১২৬ ॥

অথ যস্য বৃন্দাবনস্য মধ্যে পুরুষাবতার ইব সহস্রশিরাঃ সহস্রপাচ্চ মহাবিনোদীব অমলমণিকটকো বিবিধমণিকুণ্ডলশ্চ শব্দগ্রাম ইব বিবিধধাতুযোনিঃ ধ্রুব ইব ভুভৃৎকুলভূষণোঽপি ভগবদনুগ্রহেণ লঙ্ঘিতসকলোপরিতনলোকঃ ॥ ১২৭ ॥

কোনস্থিত তরু চারিটি ভূমি হইতে সরলভাবে উত্থিত হওয়ায় যেন মণিময় মণ্ডপের স্তম্ভস্বরূপ হইয়াছে। আর সেই তরুগুলির স্কন্ধ শাখা সকল নিয়ত শোভনরূপে বক্র হইয়া পরস্পর মিলিত হওয়াতে যেন চারিটি বড়ভী বা তোরণ নির্ম্মিত হইয়াছে।

পুষ্পিতা লতাসকলের শাখাসমূহ যেন ঐ মণিমণ্ডপের ছদি বা চাউনী কল্পিত হইয়াছে। কোনও কোনও বল্লীর বিটপকুলের সন্নিবেশকৌশলে যেন মণিমণ্ডপের চারিটি দ্বার বিরচিত হইয়াছে। আবার কতকগুলি লতার ভঙ্গি বা সন্নিবেশকৌশলে যেন মণিমণ্ডপের মনোহর ভিত্তি রচিত হইয়াছে। আবার কতকগুলি লতার পুষ্প-সমূহের ভঙ্গিময় বিন্যাসে প্রালম্ব চূড়াস্থিত কলস ও চামরাদি রচিত হইয়াছে ॥ ১২৬ ॥

যে বৃন্দাবনের মধ্যে গোবর্দ্ধন নামে পর্ব্বতরাজ অবস্থান করিতেছেন। পুরুষাবতারের যেমন সহস্র মস্তক সহস্র চরণ সেই রূপ এই গোবর্দ্ধনেরও সহস্র সহস্র শৃঙ্গ ও সহস্র সহস্র সীমাস্থিত ক্ষুদ্র পর্ব্বত শোভমান রহিয়াছে। মহাবিলাসী ব্যক্তি যেমন অমলমণি-নির্ম্মিত কটক বা বলয় ধারণ করিয়া থাকে, মণিময় কুণ্ডল ধারণ করিয়া থাকে, কৃষ্ণলীলামৃতরসবিনোদী এই গোবর্দ্ধনও সেইরূপ বিমলমণিময় কটক ও বিবিধ মণিময় কুণ্ডল (কুণ্ডং লাতি) বা কুণ্ডসমূহকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। শব্দসমূহ যেমন বিবিধধাতুযোনি অর্থাৎ ভূস্থা গম প্রভৃতিধাতু হইতে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ এই গোবর্দ্ধনও বিবিধ গৈরিক ও মনঃশিলা প্রভৃতি ধাতু সকলের আকরস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ধ্রুব রাজকুলের আভরণ হইলেও যেমন ভগবানের অনুগ্রহে সকলের উপরিস্থিত স্বর্গলোক লঙ্ঘন করিয়াছিলেন, সেইরূপ এই গোবর্দ্ধন পর্ব্বতকুলের অলঙ্কার হইলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহে সকলের উপরিস্থিত বৈকুণ্ঠ ধামকেও লঙ্ঘন করিয়াছে ॥ ১২৭ ॥

সুনাসীর ইব দুরবগাহগুহালঙ্কৃতঃ। মলয় ইব সর্ব্বতোভদ্র-শ্রীরপি ন ভুজগাবাসঃ। হর ইব চন্দ্রচূড়োঽপ্যনুগ্রঃ। ভগবানিব বিচিত্রবনমালঃ। আনন্দ ইব মহোৎসবেষ্টঃ ॥ ১২৮ ॥

সুনাসীর বা দেবরাজ ইন্দ্রের নাসীর বা সেনাসমূহ যেমন দুরব-গাহ গুহ বা কার্ত্তিকেয়ের দ্বারা অলঙ্কৃত, তেমনি এই গোবর্দ্ধন গিরিও দুরবগাহ গুহাসকলের দ্বারা অলঙ্কৃত। মলয়পর্ব্বতে যেমন 'ভদ্রশ্রী' চন্দনাদি উৎকৃষ্ট সম্পদ আছে, শ্রীগোবর্দ্ধনগিরিও তদ্রূপ "ভদ্রশ্রী" উৎকৃষ্ট সম্পদযুক্ত। সর্পনিবাসরূপ মলয়পর্ব্বতের দোষ কিন্তু শ্রীগোবর্দ্ধনে নাই। হর বা মহাদেবের চূড়া বা জটাজালের উর্দ্ধভাগে

যেমন চন্দ্রদেব বিরাজমান থাকেন, গোবর্দ্ধনের চূড়া বা শৃঙ্গের সংলগ্ন উপরিভাগে তেমনি চন্দ্রদেব বিরাজমান থাকেন। চন্দ্রচূড় মহাদেবের স্থায় উগ্রতা কিন্তু গোবর্দ্ধনে নাই। শ্রীভগবান যেমন আপাদলম্বী বনমালায় সুশোভিত, শ্রীগোবর্দ্ধনও সেইরূপ পাদভূমি পর্য্যন্ত বনমালা বা কাননশ্রেণী দ্বারা সুশোভিত। আনন্দ যেমন মহৎ উৎসব বা মাঙ্গলিক কর্ম্মসকলকে প্রশস্তরূপে ব্যাপ্ত করিয়া রাখে, শ্রীগোবর্দ্ধনগিরিও তদ্রূপ (মহা+উৎস+বেষ্ট) মহান উৎস বা প্রস্রবণসমূহ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১২৮ ॥

ভূবলয় ইব লোকালোকরমণীয়ঃ।
আনন্দকন্দরবটোঽপি আনন্দকন্দরাবটঃ।
বনরাজীসত্ত্বানামপ্যবনরাজীসত্ত্বানাং
গোবর্দ্ধন নাম গিরিবরঃ ॥ ১২৯ ॥

ভূমণ্ডল যেমন লোকালোকপর্ব্বতদ্বারা রমণীয় সেইরূপ এই গোবর্দ্ধন গিরিও লোকের আলোকন বিষয়ে রমণীয়। কৃষ্ণলীলায় উদ্দীপনে আনন্দের কন্দ বা মূল দানকারী অসংখ্য বটবৃক্ষে এই গোবর্দ্ধন ব্যাপ্ত হইলেও লীলানন্দের অনুভবদানকারী কন্দরসকলের অবট বা গহ্বর এখানে বিরাজমান রহিয়াছে। বনবাসী কৃষ্ণলীলা-পরিকর মৃগপক্ষী প্রভৃতি প্রাণীগণকে সর্ব্বদা অবন বা পালনের দ্বারা এই গোবর্দ্ধনের ভক্তপ্রিয়তারূপ শোভমান স্বভাব প্রকটিত হইতেছে ॥ ১২৯ ॥

যঃ খলু কৈলাসেনাপি নোপমীয়তে অরূপত্বাৎ ন চ মেরু-ণাপি অজাতরূপত্বাৎ ॥ ১৩০ ॥

শ্রীগোবর্দ্ধন কোনও রূপকের দ্বারা উপমিত হইবার যোগ্য নহে বলিয়া অথবা রৌপ্যময় নহে বলিয়া কৈলাস পর্ব্বতের সহিত তুলনীয় নহে। শ্রীগোবর্দ্ধন নিত্যসিদ্ধ বলিয়া অথবা 'জাতরূপ' বা স্বর্ণময় নহে বলিয়া প্রকৃতিরচিত মেরু পর্ব্বতের সহিত ইহার সাদৃশ্য বর্ণন করা যায়না ॥ ১৩০ ॥

যত্র আদিরসবর্ণনাবর্ণসমূহ ইব রূপকোপরূপকব্যাপার ইব মাধুর্য্যোপযোগী নটবর্গঃ ॥ ১৩১ ॥

রূপক ও উপরূপকে অর্থাৎ নাটক ও উপনাটকে যেমন মাধুর্য্যরসের উপযোগী "নটবর্গ" টবর্গ ব্যতীত বর্ণ বিন্যাস করা হয় এবং নট বা অভিনেতাবর্গ বর্ত্তমান থাকে, এই গোবর্দ্ধনেও সেইরূপ নটবর্গ অর্থাৎ সোনালু বর্ত্তমান রহিয়াছে ॥ ১৩১ ॥

যত্র কিল কালীয়কতরুমূলবাহিনা নির্ঝরেণ পরিমলপরিভাবিতাসূপত্যকাসু সকলা এব তৃণজাতয়ো গন্ধতৃণতামভিপদ্যতে ॥১৩২॥

যে গোবর্দ্ধনে (পরম সুগন্ধী কালীয়কতরুমূলবাহী নির্ঝরদ্বারা পরিমলপরিভাবিত উপত্যকাভূমিতে সমস্ত তৃণজাতিই সুগন্ধী তৃণ হইয়া থাকে ॥ ১৩২ ॥

হরিন্মণিদ্রবমূলবাহিষু শুকপক্ষচ্ছবিষু নির্ঝরেষু কৃতাবগাহাঃ সর্ব্বা এব রুরুচমরুচমুরগবয়গন্ধর্ব্বসৃমররোহিষশশসম্বরপ্রভৃতয়ো হরিণজাতয়ো হরিন্মণিঘটিতা ইব পরস্পরং ন পরিচিন্বন্তি যশ্চ কচন মহানীলমণিশিলাময়ূখচ্ছবিচ্ছুরিতস্ফটিকমণিগণ্ডশৈলঃ কল্পিতনীলনিচোলো হলধর ইব দরীদৃশ্যতে। কচন চারুচামীকরশিলাকিরণচ্ছুরিতাধোভাগমহামরকতগণ্ডশৈলঃ পীতাম্বরো নারায়ণ ইব ॥ ১৩৩ ॥

যে গোবর্দ্ধনে হরিন্মণিদ্রববৃক্ষের মূলবাহী শুকপক্ষাভবর্ণ নির্ঝরে রুরু চমরু চমুর গবয় গন্ধর্ব্ব সৃমর রোহিষ শশ এবং সম্বর প্রভৃতি সমস্ত হরিণজাতি অবগাহন করিয়া মরকতমণিনির্ম্মিত প্রতিমার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট হইয়া পরস্পরকে চিনিতে পারিতেছেনা। কোনও স্থানে বা মহানীলকান্তমণিময় শিলার দ্যুতিতে সুবলিত স্ফটিকমণিময় গণ্ডশৈলসকল অবিকল নীলবসনপরিহিত বলদেবের ন্যায় দেখা যাইতেছে। কোনও স্থানে বা সুন্দর সুবর্ণশিলার দ্যুতিতে মহামরকতমণিময় গণ্ডশৈলের অধোদেশ খচিত হওয়ায় পীতবসনধারী নারায়ণের মত দেখা যাইতেছে ॥ ১৩৩ ॥

কচন কনকমণিশিলাপট্টসঙ্ঘট্টভাস্বরহীরকোপলভিত্তির্হরগৌরীবিগ্রহ ইব। কচন চ মরকতগণ্ডশৈলমনুভ্রমতলপ্রপাতিনির্ঝরজলো মণ্ডলীকৃতকোদণ্ডঃ সীতাপতিরিব ॥ ১৩৪ ॥

কচন চ রজতগণ্ডশৈলোপরিগতকমলরাগশিলাপট্টসন্নিবেশো মহাহংসাধিরূঢ় কমলযোনিরিব ॥ ১৩৫ ॥

ঐ গোবর্দ্ধনে কোথাও বা কনকমণিময়-শিলাপট্টের সম্মিলনে

পরমোজ্জল হীরকপ্রস্তরের ভিত্তিসমূহ হরগৌরীবিগ্রহের ন্যায় দেখা যাইতেছে। কোনো কোনো স্থানে মরকত শৈলের উভয় পার্শ্বে নির্ঝরের জল পতিত হওয়ায় যেন শ্রীরামচন্দ্রের বক্রীভূত ধনুকের শোভা ধারণ করিয়াছে ॥ ১৩৪ ॥

কোথাও বা রজতময় গণ্ডশৈলের উপরিভাগে পদ্মরাগমণিময় শিলাপট্ট অবস্থান করায় মহাহংসারূঢ় কমলযোনির শোভা ধারণ করিয়াছে। ॥ ১৩৫ ॥

ক্বচন চোচ্চতরমণিগণ্ডশৈলশিখরতঃ প্রবলতরতরসা নিঃস্যন্দমানেন বিবিধমণিকিরণচ্ছটাচ্ছুরিতেন নির্ম্মলনির্ঝরেণ ঋজুত্বয় লম্বমানঃ স্মরপাতকোদণ্ড ইব ॥ ১৩৬ ॥

ক্বচন চ—বিবিধমণিপাষাণশবলীভাবভাস্বরস্য সানুনঃ সমুদিত্বরেণ কিরণনিকরেণ নভসি নির্ম্মীয়মাণঃ শক্রশরাসন ইব ॥ ১৩৭ ॥

ক্বচন চ বৈদূর্য্যমণিশিখরশিখাসম্ভূত কিরণকন্দলীভিরনবচ্ছিন্নধূমলেখাভ্রমেণ ভ্রমদ্ধূম্যাটনিকর ইব ॥ ১৩৮ ॥

কোনও স্থানে উচ্চতর মণিময় গণ্ডশৈলের শিখর হইতে প্রবলতর বেগে নির্ম্মল নির্ঝর পতিত হইতেছে। ঐ নির্ঝর মণিময় তটভূমির কিরণমালায় যুক্ত হওয়ায় সরল ভাবে লম্বমান ইন্দ্রধনুর শোভা ধারণ করিয়াছে। ১৩৬ ।

কোথাও বা শ্রীগোবর্দ্ধনের সানুদেশ বিবিধ মণিময় প্রস্তরের কিরণাবলি হইতে উদ্গত দ্যুতিতে মণ্ডিত হইয়া আকাশে নির্ম্মীয়মান ইন্দ্রচাপের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। ১৩৭ ।

কোনও স্থানে বা বৈদূর্য্যমণিময় গণ্ডশৈলের শিখরশিখা হইতে যে কিরণজাল উদ্ভূত হইতেছিল, তাহাতে নিরবচ্ছিন্নধূমলেখা ভ্রমে ভ্রাম্যমান ধূমলবর্ণ ধূম্যাট (ফিঙ্গা) পক্ষিগণ ভ্রমণ করিতেছে ॥ ১৩৮ ॥

ক্বচন চ শ্রীকৃষ্ণস্য মণিসিংহাসনায়মানস্থলীমসৃণীমশিল্যবিলাসঃ ॥ ১৩৯ ॥

ক্বচন চ শ্রীকৃষ্ণস্য রাসবিলাসবিশেষসমুচিতমণিস্থলীপরিসরঃ। ক্বচন চ শ্রীকৃষ্ণস্য মন্দিরায়মানকন্দরনিকরঃ। ক্বচন চ

পবনসমুদ্ধূতবিবিধকুসুমপরাগবিততিবিতন্যমানশ্রীকৃষ্ণার্থকসিতবিতানঃ। ক্বচন—চামূলবিকসিতলোধ্রতরুনিকরেণাভিতোঽভিতঃ প্রতানিতপট্টকুট্টিমপটলায়মানঃ॥ ১৪০॥

ধবখদিরপলাশশল্লকীনিচুলশিংশপাকরজমধূকপনসপ্রিয়ালতালী-প্রভৃতিভির্বনরাজিভিরপহৃতাতপঃ সহজনির্বৈরবিসদৃশসত্ত্বসমাকুলশ্চ। অপরে তৎপাদা অপি তদ্গুণা এব॥ ১৪১॥

ঐ গোবর্দ্ধনের কোথাও বা স্নিগ্ধ উত্তম সীমাযুক্ত শিলাসমূহ শ্রীকৃষ্ণের মণিময় সিংহাসনসদৃশ হইয়া বিরাজ করিতেছে। ১৩৯।

কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণের রাসবিলাসযোগ্য পরিসর স্থান বিরাজমান রহিয়াছে। কোথাও বা শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রামমন্দিরসদৃশ কন্দর রহিয়াছে। কোথাও বা পবনসঞ্চারণবেগে সমাহৃত বিবিধ পুষ্পের পরাগরাজি শ্রীকৃষ্ণের বিচিত্র চন্দ্রাতপের ন্যায় অবস্থান করিতেছে। কোনও স্থানে বা আমূলবিকসিত লোধ্রবৃক্ষসকল চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া বিস্তৃত বস্ত্রকুট্টিমের (ঊর্দ্ধে বিচিত্র মণিবন্ধনযুক্ত বস্ত্রবেষ্টিত ভূভাগ-বিশেষ) ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। ১৪০।

ধব খদির পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষদ্বারা ঐ গোবর্দ্ধনে সর্ব্বদা আতপতাপ নিবারিত হইতেছে। সমস্ত বিসদৃশ প্রাণিগণও শ্রীগোবর্দ্ধনের মহিমায় স্বাভাবিক নির্বৈর হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। গোবর্দ্ধনের পাদদেশে ক্ষুদ্র পর্ব্বতসকলও এই গুণ বিশিষ্ট॥ ১৪১॥

এবমুক্তপ্রকারগোবর্দ্ধনসমঃ কশ্চন তস্মাদূরত এব নন্দীশ্বরাখ্যো দ্বিতীয় ইব নন্দীশ্বরঃ ক্ষিতিধরঃ। যশ্চ চারুতরধবাক্রীড়োঽপি মাধবাক্রীড়ঃ। কিংশুকবানপি ন কিংশুকবান্ সুপ্রস্থশোভোঽপি অসুপ্রস্থশোভঃ॥ ১৪২।

বামন ইব সুরসার্থসমুৎপাদনখনিঃ স্যন্দমানসলিলনির্ঝরশিতশিবঃ॥ ১৪৩।

প্রৌঢ়মানিনীজন ইব সহচরীপ্রসাদবচনাভেদ্যমনঃশিলাসারঃ। হর ইব সগোপগূঢ়শৈলজঃ॥ ১৪৪।

যত্র কাচন রাজধানী ব্রজপুরপুরন্দরস্য। যত্র খলু মেখলা-শৃঙ্খলাদিষ্বেব খল ইতি শব্দসরঃস্বেব মৎসর ইতি চন্দ্রএব দোষাকর ইতি পরিমলাদিষ্বেব মল ইতি ছত্রচামরাদিদণ্ডেষ্বেব দণ্ড ইতি নীবি-

রশনাদিবন্ধ এব বন্ধ ইতি চন্দনকুঙ্কুমাদিপঙ্কেষেব পঙ্ক ইতি সমাখ্যাদৌ কেবলমাধিরিতি আপীড়াদৌ পীড়েতি শব্দঃ শ্রূয়তে ॥ ১৪১ ॥

এই গোবর্দ্ধনের অদূরে ইহারই তুল্য প্রভাববিশিষ্ট দ্বিতীয় নন্দীশ্বর বা মহাদেবের ন্যায় নন্দীশ্বর নামে কোনও পর্ব্বত রহিয়াছে। এই পর্ব্বতে চারুতর ধব বৃক্ষ সমূহ দ্বারা বিরচিত আক্রীড় বা উদ্যান রহিয়াছে। অথচ এই পর্ব্বত মাধবের ক্রীড়াস্থান। এই পর্ব্বত কিংশুকবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত হইলেও (কিং ন শুকবান?) ইহাতে কি শুক পাক্ষসকল বিদ্যমান নাই? অবশ্যই আছে। ইহার সুপ্রস্থ অর্থাৎ সুন্দর সানুদেশ শোভমান হইলেও 'সুপ্রস্থ' অর্থাৎ সুষ্ঠু প্রস্থ পরিমাণে শোভা বা কান্তিযুক্ত নহে, অর্থাৎ অপারিমিত শোভা সম্পন্ন। এখানে 'প্রস্থ' শব্দে পারমাণ অর্থই আভিধানিক ও রসাবহ ॥ ১৪২ ॥

বামনদেব যেমন শোভন রসযুক্ত ভাষণে বলিকে ছলনা করিয়া অথ অর্থাৎ প্রার্থিত বৃত্তিকরী ত্রিপাদ পরিমিত ভূমির জন্য 'সমুদ্গত' অর্থাৎ উর্দ্ধ মাপিয়া লইবার জন্য সমুত্তোলিত চরণের নখাগ্রের আঘাতে ব্রহ্মাণ্ডকটাহ ভিন্ন করিয়া দিলে সেই রন্ধ্রপথে গোলোকস্থিত স্যন্দমান সলিলনির্ঝর বা "গঙ্গাসলিল নির্ঝর প্রবাহিত হইয়া "শীতশিব" অর্থাৎ মহাদেবকে স্নিগ্ধ করিয়াছিলেন সেইরূপ এই পর্ব্বতেও সুরস বা আনন্দদায়ক অর্থ বা বস্তুসমূহের 'সমুৎপাদন' জন্য খনিসমূহ বিদ্যমান। এবং 'নিঃস্যন্দমান সলিলনির্ঝর' সমীপে 'শীতশিব' বা শোকমহরী নামক লতাসমূহ বিরাজ করিতেছে ॥১৪৩॥

প্রৌঢ়মানিনী অর্থাৎ পরম অভিমানিনী নারী জনের মনঃ রূপ শিলাসার যেমন সহচরীগণের প্রসাদরচনাবাক্যে ভিন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ এই পর্ব্বতেও সহচরী অর্থাৎ পীতঝিণ্টির প্রসাদরচনা বা প্রফুল্লতাপারিপাটী দ্বারা অভেদ্য অর্থাৎ আকৃতি দ্বারা অভিন্ন বুঝিতে অযোগ্য 'মনঃশিলাসার' (পার্ব্বতীয় ধাতুবিশেষ) সকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। হর যেমন শৈলজা পার্ব্বতীকে সদোপগূঢ় বা সর্ব্বদা আলিঙ্গন করিয়া থাকেন, সেইরূপ এই পর্ব্বতেও শৈলজ বা শিলাজতুসকল ধারণ করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৪৪ ॥

এই পর্ব্বতে গোপপুরপুরন্দর নন্দ মহারাজের অনির্ব্বচনীয় শোভাময় রাজধানী রহিয়াছে। এখানে শৃঙ্খলা মেখলাদিতে খলশব্দ,

স্ব স্ব সরোবরে মৎসর অর্থাৎ আমার [illegible] বির অর্থে মৎসর শব্দ, চন্দ্রে দোষাকর শব্দ, পরিমলাদিতে মল শব্দ, ছত্রচামরাদিদণ্ডে দণ্ড শব্দ, নীবী-রসনাদিবন্ধে বন্ধ শব্দ, চন্দন-কুঙ্কুমাদিপঙ্কে পঙ্ক শব্দ, সমাধি প্রভৃতিতে আধি শব্দ এবং ভূষণালিঙ্গনাদি স্থলেই মাত্র পীড়া শব্দের কথ শুনা যায়॥ ১৪৫ ॥

কিঞ্চ কুণ্ডলাদৌ কৌটিল্যং হারাদৌ লৌল্যং করচরণাদিষু রাগঃ অবলগ্নাদৌ মধ্যমাখ্যাপলোম্নি চ এব পলিতং কুসুমাদিধুলিষেব রজঃ অন্ধকার এব তমঃ রত্নাদিষেব কাঠিন্যং যুগ্ম এব দ্বন্দ্বঃ পবনাদৌ মন্দতা মধ্যাদাবেব ক্ষীণতা লোচনাদাবেব চাঞ্চল্যং জলেষেব নীচগামিতা ব্যভিচারিভাবেষেব গ্লানিশঙ্কা দৈন্য বিষাদাদয়ঃ॥ ১৪৬ ॥

মুক্তাদিষেব ছিদ্রং কটাক্ষাদিষেব তৈক্ষ্ণ্যং রসবিশেষ এব কটুতা জাতাবেব সামান্যং রজত এব দুর্ব্বর্ণতা ॥ ১৪৭ ॥

যত্র চ সর্ব্ব এব নানা গুণখনয়োঽপি মুক্তাবস্থাঃ॥ ১৪৮ ॥

যত্র চ অরুণোদয় এব প্রাচীবাগম উৎসবপ্রবেশ ইব বিতানিত-মণিতোরণঃ। সূর্য্য ইব হরিদশ্বরশ্মিমহারথ্যঃ। হরনটনবিলাস ইব মহাট্টহাসঃ॥ ১৪৯ ॥

সূর্য্যোদয় ইব নিজমহসোরুচারিমণি নিশান্তঃ। নারায়ণ ইব চামীকরপটলঃ। ব্রহ্মানন্দ ইব উপযুক্তমুক্তাবলীকঃ সংসেনানীদার ইব বিদূরবলভীকঃ॥ ১৫০ ॥

আরও এই নন্দপুরে কৌটিল্য শব্দটি কুন্তল-কটাক্ষাদিস্থলেই মাত্র ব্যবহৃত হয়, লৌল্য শব্দটি মাত্র হার প্রভৃতিতে, রাগ শব্দটি করচরণাদি-সৌন্দর্য্যে, মধ্যম আখ্যাটি মধ্যদেশ প্রভৃতি স্থানে, 'পলোম্নিতে' 'শ্রীকৃষ্ণকে অপরিমিত বাৎসল্যরস পান করাইবার জন্য বাৎসল্যরসপোষক নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণনিত্যপার্ষদ তৎ-পিতামহাদি বিষয়ে পালিত্যশব্দ, কুসুমাদিরেণুতে রজঃ শব্দ, রাত্রীর অন্ধকারে তমঃ শব্দ, রত্নাদিতে কাঠিন্য শব্দ, দ্বন্দ্ব শব্দ সেখানে মাত্র যুগ্মার্থে, পবনাদিগতিতে মন্দশব্দ, মধ্য প্রভৃতি দেশেই ক্ষীণতা শব্দ, লোচনা-দিতে চাঞ্চল্য শব্দ, মাত্র জলেতেই 'নীচগামিতা' শব্দ এবং রসপোষক ব্যভিচারী-ভাবসমূহেই মাত্র গ্লানি শঙ্কা দৈন্য বিষাদাদি শব্দ প্রযুক্ত হয়। অর্থাৎ সেখানে মায়িক-জগতের রজস্তমোময়ী বৃত্তি কুটিলতা,

লোলতা, রাগ, অপকর্ষ, দৈহিক-বিকার, রজস্তমো গুণ, কাঠিন্য, কলহ, মন্দতা, ক্ষীণতা, চাঞ্চল্য নীচগামিতা, গ্লানি শঙ্কা দৈন্য বিষাদ প্রভৃতি ধর্ম্মের অস্তিত্ব নাই ॥ ১৪৮ ॥

মুক্তা, শৃঙ্গ ও বংশীনলেই মাত্র তথায় ছিদ্র শব্দ শুনা যায়; কটাক্ষ বুদ্ধি রাগ নখাগ্র প্রভৃতিতেই মাত্র তীক্ষ্ণতা শব্দ ব্যবহৃত হয়। অম্ল, ঝাল প্রভৃতি রসবিশেষেই মাত্র সেখানে কটু শব্দের ব্যবহার; জাতিতেই মাত্র সামান্য শব্দের ব্যবহার; দুর্ব্বর্ণ রজতের প্রতিশব্দ এই শব্দটি মাত্র রজতেই ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ মায়িক জগতের দোষ, কটুতা, তীক্ষ্ণতা, পরস্পর-বৈলক্ষণ্যবোধক সামান্য ও কুৎসিৎ শব্দের অস্তিত্ব সেখানে ছিল না ॥ ৪৭ ॥

সেখানে সমস্ত ভগবৎপরিকরবৃন্দ বৃদ্ধনিষ্ঠ বাৎসল্য, তারুণ্য-নিষ্ঠ মাধুর্য্য ও সখ্য, বাল্য ও পৌগণ্ডনিষ্ঠ সৌখ্য রসের খনিস্বরূপ হইয়াও মুক্তাবস্থ অর্থাৎ কালকৃত দৈহিক ও মানসিক বিকাররহিত ছিলেন ॥ ১৪৮ ॥

অরুণোদয় যেমন 'প্রাচীরাগমঃ' পূর্ব্ব দিকের রাগে শোভা-বিশিষ্ট) সেইরূপ এই নন্দপুরও প্রাচীরের দ্বারা 'অগম' বা অন্যের দুর্গম ছিল, উৎসবপ্রবেশ যেমন বিতানযুক্ত মণিতোরণ দ্বারা শোভিত হয় এই স্থানও সেইরূপ-বিতানিত মণিতোরণালঙ্কৃত। সূর্য্য যেমন হরিদশ্বরশ্মি (হরিদ্বর্ণ মণির কিরণযুক্ত) মহারথচালক-অশ্বযুক্ত, সেইরূপ এই নন্দপুরের মহারথ্য অর্থাৎ দীর্ঘাকার গলি-সমূহও হরিদ্বর্ণ মণির রশ্মিতে নিয়ত উদ্ভাসিত ॥ ১৪৯ ॥

সূর্য্যোদয়ে যেমন চারুতর তেজের প্রকাশ ঘটিয়া রাত্রীর অন্ত ঘটায়, সেইরূপ এই নন্দপুরেও "নিজ মহসা উরুচারিম নি" অর্থাৎ ঊর্দ্ধগামী নিজদ্যুতিতে উদ্ভাসিত 'নিশান্ত' বা মন্দিরসকল বিরাজ করিতেছে। নারায়ণ যেমন চামীকর অর্থাৎ স্বর্ণদ্যুতি পটল বা বা বসন ধারণ করেন, এই স্থানেও সেইরূপ সুবর্ণময় পটল বা ছাউনী বিরাজিত। ব্রহ্মানন্দ যেমন উপযুক্ত পুরুষনিষ্ঠ এখানেও সেইরূপ মুক্তাসকল গৃহের প্রান্তে সুশোভিত। সৎসেনানীসার বা উপযুক্ত নিপুণ সেনানায়ক পাইলে যেমন সৈন্যগণের ভীতি দূর হয় সেইরূপ এই নন্দপুরে বলভী অর্থাৎ গৃহমধ্যস্থিত কাষ্ঠদণ্ডও অত্যন্ত উচ্চে থাকিত ॥ ১৫০ ॥

চকোরনিকর ইব শশধরকান্তগোপানসীমঃ। রত্নাদ্রিরিব বিবিধরত্নপ্রঘণঃ। হর ইব সদা মহোমাঙ্গনঃ পুরনিকরঃ ॥ ১৫১ ॥

যস্য প্রধানতমমসারপ্রাচীরং মরকতগৃহং হেমপটলং প্রবালস্তম্ভালিস্ফটিকের বৃতিবৈদূর্যবড়ভিঃ। মহানীলেন্দ্রাট্টং বিমলকুরুবিন্দোপলমহাপ্রতিহারং নানাকৃতিজিতবিমানাবলিপুরম্ ॥ ১৫২ ॥

কুড্যে যস্য মণিপ্রবেকরচিতে শিল্পক্রিয়াকল্পিতৈঃ
প্রত্যাসজ্য শুকৈঃ সমং গৃহশুকব্রাসাদিতস্থেমস্থ
সপ্রাণাঃ কিমমী ইমে কিমথ বেত্ত্যান্মীলতঃ সংশয়া-
দ্দাতুং দাড়িমবীজকানি সুচিরং মুহ্যন্তি মুগ্ধাঙ্গনা ॥ ১৫৩ ॥

চকোরসমূহ যেমন 'শশধরকান্তগোপানসীম' শশধরের কমনীয় গো অর্থাৎ কিরণপানে মর্য্যাদা বোধ করে, সেইরূপ এই নন্দপুরের গৃহসকলও চন্দ্রকান্তময় 'গোপানসী' বা বলভীর আচ্ছাদক কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা শোভিত হইতেছে। রত্নাগিরি যেমন বিবিধরত্নদ্বারা অতি নিবিড় হয়, সেইরূপ এই নন্দপুরের গৃহসমূহে বিবিধ রত্নময় প্রঘণ বা অলিন্দ বর্ত্তমান। মহাদেবের যেমন সর্ব্বদা নিজ অঙ্গনা উমাতেই 'মহ' বা উৎসব, সেইরূপ এই নন্দপুরের প্রতিগৃহেই 'সদাম' বা মাল্যবেষ্টিত 'হোমাঙ্গন' অর্থাৎ যজ্ঞশালা বিদ্যমান ॥ ১৬১ ॥

ঐ স্থানে সকল পুরের মধ্যে শ্রীমন্নন্দমহারাজের পুর প্রধানতম। এই পুরে মহাসার চিন্তামণিময় প্রাচীরবেষ্টিত মরকতমণিময় গৃহ, হেমমণিময় পটল বা গৃহাচ্ছাদন, প্রবালনির্ম্মিত স্তম্ভসমূহ, পুরবেষ্টনী স্ফটিকময়ী, বড়ভী সকল (চিলে ঘর) বৈদূর্য্যমণিময়, অট্টালিকাসকল মহানীলকান্তমণিনির্ম্মিত প্রতীহার বা দীর্ঘদ্বারসকল বিমল কুরুবিন্দোপল বা পদ্মরাগমণি দ্বারা নির্ম্মিত, চিত্র বিচিত্র বিমানাবলীর শোভা জয় করিয়া শ্রীমন্নন্দগৃহ বিরাজিত রহিয়াছেন ॥ ১৫২ ॥

ঐ গৃহের কুড্যে বা ভিত্তিতে মণিপ্রবেক বা মণিশ্রেষ্ঠরচিত শিল্পক্রিয়াচিত্রিত শুকপক্ষগণের সহিত গৃহপালিত শুকপক্ষিসমূহ প্রত্যাসক্তি বা সখ্যবিধান করিয়া আসাদিতস্থৈম্য বা স্থিরধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলে মুগ্ধাঙ্গনা অর্থাৎ সুন্দরী রমণীগণ শুকগণকে দাড়িম্ব-বীজ দিতে আসিয়া 'ইহারা জীবিত কি উহারা জীবিত' এই ভাবিয়া সুচিরকাল মোহ প্রাপ্ত হইতেছিল ॥ ১৫৩ ॥

যত্র পুরে মূর্ত্ত এব বাৎসল্যরসঃ। শরীরভৃদিব শুদ্ধসত্ত্বম্। সার ইব সকলসৌভাগ্যস্য। দ্বীপ ইব আনন্দসমুদ্রস্য শ্রীনন্দো নাম ব্রজরাজঃ। যঃ খলু ভগবৎপিতৃভাবভাবুকস্বভগস্তাবুকঃ! চিদ্বিলাস ইব সদৈকাবস্থঃ ॥ ১৫৪ ॥

যস্য চ ভগবৎপ্রকাশকলাকল্পবল্লী মূর্ত্তিমতীব বাৎসল্যরসশ্রী সঞ্চারিণীব তেজোমঞ্জরী স্বকুলযশোদা যশোদা নাম সধর্ম্মচারিণী ॥১৫৫॥

যত্র চ রাজধান্যাং বহব এব গোদুহঃ। সর্ব্বে পশুপতয়োঽপি অহরা অভবা অনুগ্রাশ্চ গব্যা জীব আপন গব্যাজীবাঃ ॥ ১৫৬ ॥

তত্র চ কেচন ব্রজরাজস্য সনাভয়ঃ কেচন পরম্পরাসম্বন্ধভাজঃ। তেষামপত্যানি শ্রীকৃষ্ণসহচরাঃ কেচন গোদুহো মূর্ত্তা ইব ভগবদ্ধর্ম্মাস্তৎপত্নাশ্চ মূর্ত্তা ইব ভক্তিবৃত্তয়ঃ। তদুৎপন্না কন্যা ভগবৎপ্রেয়স্যঃ ॥ ১৫৭ ॥

এই পুরীতে বাৎসল্যরসের মূর্ত্তবিগ্রহের ন্যায়, শরীরধারী শুদ্ধসত্ত্বের ন্যায়, সকল সৌভাগ্যের সারভাগের ন্যায়, আনন্দসমুদ্রের দ্বীপতুল্য শ্রীনন্দ নামে ব্রজরাজ বিরাজ করিতেছেন। এই নন্দমহারাজ শ্রীভগবানের পিতৃভাব রূপ সুমঙ্গলের দ্বারা, সৌভাগ্যযুক্ত ছিলেন। সচ্চিদানন্দময় শ্রীকৃষ্ণের চরম কৈশোরে নিত্যস্থিতিবৎ এই নন্দমহারাজের বাৎসল্যরসোপযোগী বার্দ্ধক্যবয়সে নিত্যস্থিতি ছিল। (উপলক্ষণে—অন্যান্য ভগবৎপরিকরবৃন্দেরও স্বস্বরসপোষক বয়সে নিত্যস্থিতি রহিয়াছে) ॥ ১৫৪ ॥

এই নন্দ মহারাজের সধর্ম্মচারিণী, স্বকুলযশোদায়িনী, ভগবৎপ্রকাশকলা কল্পলতিকার ন্যায়, মূর্ত্তিমতী বাৎসল্যরসলক্ষ্মীরূপিণী, গমনশালিনী তেজোমঞ্জরীর ন্যায় যশোদা নামে পত্নী ছিলেন ॥১৫৫॥

ঐ রাজধানীতে বহু গোপ বিদ্যমান ছিলেন। ঐ গোপগণ পশুপতি অর্থাৎ অসংখ্য গো-মহিষাদির মালিক হইলেও 'অহরা' উহাদের গোধন কেহ চুরী করিতে পারিতনা। 'অভবা' জন্মমরণ আধি ব্যাধি প্রভৃতি ভবরোগ উহাদের ছিলনা, অনুগ্রা' অর্থাৎ সকলেই সৌম্যমূর্ত্তি ছিলেন। গব্য অর্থাৎ দুগ্ধ দিই উহাদের 'আজীব' বা জীবিকা ছিল। তথাপি উহারা গব্যা' 'জীবা' অর্থাৎ পার্থিব জীব নহেন উহারা চিন্ময়বিগ্রহ ছিলেন ॥ ১৫৬ ॥

তাঁহার মধ্যে কেহ কেহ ব্রজরাজ নন্দের 'সনাভি' অর্থাৎ জ্ঞাতি ছিলেন। কেহ কেহ পরম্পরাসম্বন্ধে আত্মীয় ছিলেন। ইঁহাদের অপত্যগণ শ্রীকৃষ্ণের সহচর ছিলেন। কতকগুলি গোপ যেন মূর্ত্তিমান ভগবদ্ধর্ম্ম ছিলেন। তাঁহাদের পত্নীগণও ছিলেন মূর্ত্তিমতী ভক্তির বৃত্তিরূপা। ঐ সকল গোপগোপীর কন্যাগণ ছিলেন সাক্ষাৎ ভগবৎ-প্রেয়সী ॥ ১৫৭ ॥

যে তু শ্রীকৃষ্ণসহচরা বালকাস্তে সর্ব্বে সনকাদয় ইব নিত্যকৌমারাঃ ॥ ১৫৮ ॥

বনপ্রদেশা ইব সবয়সঃ। হারভেদা ইব পরস্পরতোঽবিসদৃশ-গুণাঃ। শরৎপদ্মাকর ইব বৃহস্পতিবংশা ইব সদাচ্ছবিকচাঃ। ঈশান-দিগ্বিভাগা ইব সমদস্থপ্রতীকাঃ ॥ ১৫৯ ॥

শরদ্বিলাস ইব পদ্মাস্যাঃ। ষড়্জমধ্যমপঞ্চমস্বরা ইব সমান-শ্রুতয়ঃ। কুসুমসমূহা ইব সুঘ্রাণাঃ ॥ ১৬০ ॥

অক্ষদেবিন ইব চক্ষুসাক্ষাঃ। রঘুনাথসভায়া ইব গুপ্তপি-সুগ্রীবাঃ। করভা ইব পীনায়তভুজাঃ। মথ্যমানক্ষীরনীরধিতরঙ্গা ইব প্রসন্নবক্ষোভাঃ ॥ ১৬১ ॥

করিণ ইব পীনকটাঃ সদাসুধীন ইব মহোরবঃ চন্দ্রা ইব কোমলপাদাঃ সদৈকদশা অপি ত্রিদশৈকাধিকারাস্তেচ শ্রীদামসুদাম-বসুদামসুবলাদয়ঃ ॥ ১৬২ ॥

দ্বিতীয়গোষ্ঠ্যাস্ত তা কন্যাঃ। সুকবিতা ইব সুকুমারপদাঃ। মনোবৃত্তয় ইব নিরুপমজ্জ্বালতাঃ। বনবাসপ্রবৃত্তরামরাজ্যশ্রিয় ইব স্ববরজানুগতসকলসৌভাগ্যাঃ। উৎসবভূময় ইব ঘনোরুরম্ভাস্তম্ভারোপাঃ। ॥ ১৬৩ ॥

যে বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের সহচর তাঁহারা সকলেই সনকাদির মত নিত্যকৌমারদশায় স্থিত ছিলেন ॥ ১৫৮ ॥

বনপ্রদেশ যেমন 'সবয়স' অর্থাৎ বিহঙ্গসমাকুল থাকে এই কৃষ্ণসখাগণও সেইরূপ সবয়স অর্থাৎ সমানবয়স্ক ছিলেন হারবিশেষ যেমন পরস্পর 'অবিসদৃশগুণা' অর্থাৎ সদৃশ বা সমান গুণে বা সূত্রে গ্রথিত থাকে এই ব্রজবালকগণও সেইরূপ 'অবিসদৃশগুণা সমান-সৌহার্দ্দাদিগুণবিশিষ্ট। শরৎকালীন পদ্মাকর-সরোবর যেমন সর্ব্বদা

নির্ম্মল প্রফুল্ল কমলে পূর্ণ থাকে, এই শ্রীকৃষ্ণসহচরগণও সেইরূপ সর্ব্বদা নির্ম্মল প্রফুল্লবদন ছিলেন। বৃহস্পতির বংশে যেমন 'সদাচ্ছবি' অর্থাৎ সর্ব্বদা কান্তিযুক্ত কচ প্রসিদ্ধ শুক্রাচার্য্য শিষ্য) বর্ত্তমান ছিলেন, এই ব্রজবালকদেরও তেমনি 'সদাচ্ছবি' সর্ব্বদা সুন্দর কচ বা কেশ বর্ত্তমান ছিল। ঈশান দিগ্‌বিভাগে যেমন 'সমদ সুপ্রতীক' অর্থাৎ মদমত্ত সুপ্রতীক নামে দিগ্‌হস্তী বর্ত্তমান আছে এই গোপ-বালকগণও সেইরূপ 'সমদ' অর্থাৎ মৃগমদযুক্ত 'সুপ্রতীক' বা শোভন-অঙ্গবিশিষ্ট ছিলেন ॥ ১৫৯ ॥

শরৎ ঋতুর বিলাস যেমন 'পদ্মাস্থা' প্রফুল্ল কমলের স্থিতিযুক্ত হয়, এই শ্রীকৃষ্ণসহচরগণও সেইরূপ 'পদ্মাস্থা' পদ্মতুল্য সুন্দর বদন-বিশিষ্ট ছিলেন। ষড়্‌জ মধ্যম ও পঞ্চমস্বর যেমন সমান শ্রুতি বিশিষ্ট (ষড়্‌জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম ধৈবত ও নিষাদ এই সপ্তস্বরের মোট দ্বাবিংশতি প্রকার শ্রুতি আছে। তাহার মধ্যে ষড়্‌জ মধ্যম ও পঞ্চম স্বরের চারটি করিয়া ১২টি, নিষাদ ও গান্ধারের দুইটি করিয়া চারিটি, ঋষভ ধৈবতের তিনটি করিয়া ছয়টি শ্রুতি আছে) সেইরূপ এই শ্রীকৃষ্ণবয়স্যগণও সকলে সমান শ্রুতি অর্থাৎ সুন্দর শোভন কর্ণবিশিষ্ট ছিলেন। কুসুমসমূহ যেমন 'সুঘ্রাণা' অর্থাৎ সুন্দর গন্ধবিশিষ্ট হয় এই ব্রজবালকগণও সেইরূপ 'সুঘ্রাণা' অতি সুন্দর নাসিকাবিশিষ্ট ছিলেন ॥ ১৬০ ॥

অক্ষক্রীড়ামোদী জন যেমন 'চঞ্চলাক্ষ' চঞ্চল-পাশকযুক্ত হয়, সেইরূপ এই ব্রজবালকগণ 'চঞ্চলাক্ষ' বা চঞ্চলনয়ন ছিলেন। রঘুনাথের সহায়কগণমধ্যে যেমন 'ওজস্বী সুগ্রীব অর্থাৎ ওজস্বী সুগ্রীব বর্ত্তমান ছিলেন এই ব্রজবালকগণও সেইরূপ 'ওজস্বী সুগ্রীব' পরম তেজস্বী ও সুন্দরগ্রীবাবিশিষ্ট ছিলেন। 'করভা' বা করি-শাবকগণ যেমন "পীনায়তহস্তা" স্থূল এবং দীর্ঘ শুণ্ড বিশিষ্ট হয় এই ব্রজবালকগণও সেইরূপ 'পীনায়তহস্তা' সুন্দর দীর্ঘ ও স্থূল হস্ত-বিশিষ্ট ছিলেন। মথ্যমান ক্ষীরোদসাগর তরঙ্গ যেমন 'প্রসন্নবক্ষোভা' (প্রসৃ—নব -ক্ষোভ) প্রসারিত নব ক্ষোভ বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ এই ব্রজবালকগণও 'প্রসন্নবক্ষোভা' (প্রসন্ন - বক্ষোভা) বক্ষস্থলে সুন্দর প্রভাযুক্ত ছিলেন ॥ ১৬১ ॥

হস্তিসমূহ যেমন 'পীনকটা' অর্থাৎ স্থূল কুম্ভবিশিষ্ট হয় সেইরূপ এই ব্রজবালকগণও 'পীনকটা' স্থূল কটিদেশবিশিষ্ট ছিলেন। সুখী ব্যক্তিগণ যেমন 'মহোরব' (মহেন উৎসবেন উরব: প্রবীণা) উৎসবপ্রবীণ হয়, সেইরূপ এই ব্রজবালকগণও 'মহোরব' (মহা —উরব) দীর্ঘ উরুদেশবিশিষ্ট ছিলেন। চন্দ্র যেমন কোমলপাদ বা স্নিগ্ধকিরণ এই ব্রজবালকগণও সেইরূপ 'কোমলপাদ' অতিশয় কোমল চরণবিশিষ্ট ছিলেন। ইহারা "সদৈকাদশা" অর্থাৎ সর্ব্বদা দেবগণবৎ কৈশোর-দশায় স্থিত হইলেও 'ত্রিদশৈকাধিকাধিকা' এক বিষয়ে অর্থাৎ সখ্যপ্রেমে দেবগণের অধিক ছিলেন। এই সকল সহচরের নাম ছিল শ্রীদাম সুদাম বসুদাম সুবলাদি ॥ ১৬২ ॥

দ্বিতীয় গোপ অর্থাৎ পরস্পর-সম্বন্ধে আত্মীয় গোপগণের কন্যাগণও এই ব্রজবালকদের তুল্য ছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় রচিত সুকবিতাসকল যেমন 'সুকুমারপদা' অর্থাৎ সুললিতপদবিন্যাস-যুক্ত হয় এই ব্রজবালাগণও সেইরূপ 'সুকুমারপদা' সুকুমার চরণ-বিশিষ্টা ছিলেন। মনোবৃত্তিসমূহ যেমন "নিরুপমজঙ্ঘালতা" (জঙ্ঘালোঽতিজব ইত্যমর:) অনুপম শীঘ্রগামিতযুক্ত হয় এই ব্রজবালাগণও সেইরূপ "নিরুপমজঙ্ঘালতা' অর্থাৎ ইহাদের জঙ্ঘারূপ-লতা নিরুপম ছিল। বনবাসপ্রবৃত্ত রামরাজ্যশোভা যেমন স্ববর-জানুগত-সকলসৌভাগ্যা (সু অবরাজ—অনুগতসকলসৌভাগ্যা) পরমগুণবান অনুজ ভ্রাতা ভরতের অনুগত হইয়া সর্ব্বসৌভাগ্যযুক্ত হইয়াছিল, তেমনি ব্রজবালাগণেরও (স্ব—বরজানু+গত+সকল সৌভাগ্যা) স্বকীয় পরম শ্রেষ্ঠ জানুযুগলে সকল সৌভাগ্য আশ্রয় করিয়াছিল। উৎসবভূমি যেমন 'ঘনোরু-রম্ভাস্তম্ভারোপা' (ঘন—উরু—রম্ভাস্তম্ভারোপ) রম্ভা-বৃক্ষের স্তম্ভসকল নিবিড়ভাবে আরোপণ-যুক্ত হয়, এই ব্রজবালাগণও সেইরূপ 'ঘনোরুরম্ভাস্তম্ভারোপা' (ঘন—উরুস্তম্ভরূপ রম্ভারোপা) ঘন উরুস্তম্ভের সৌন্দর্য্যে রম্ভাস্তম্ভকেও লোপ (র ও লয়ের অভিন্নত্বহেতু রোপস্থানে লোপ) বা বিজয় করিয়াছে। ॥ ১৬৩ ॥

দুরূহগ্রন্থবৃত্তয় ইব প্রকটিতটীকা: । বন্ধুজনচিরকালা-সঙ্গতয় ইব বন্ধুরোদরা: শ্রীভগবন্নামকীর্ত্তয় ইব সদাবর্ত্তনাভীকা:।

বর্ষাশ্রিয় ইব নবপয়োধরাঃ। হেমন্তশ্রিয় ইব সুবলিতায়ত-দোষাঃ অভিষেকাবসানাশিরশ্রিয় ইব কম্বুকন্ধরাঃ নারায়ণকরশাখা ইব মাজ্জিতকমলাননাঃ॥ ১৬৫ ॥

বসন্তশ্রিয় ইব তিলকুসুমগন্ধবহাঃ ভগবন্মূর্ত্তয় ইব ঈক্ষণসু-গৃহীতকুবলয়াঃ। ভগবদগুণকথা ইব শ্রবণরম্যাঃ। কুবেরপুরশ্রিয় ইব বিলসদলকাভিখ্যাঃ। পশ্চিমদিগ্‌বিভাগলক্ষ্ম্য ইব অভিরামকেশ-কলাপাঃ॥ ১৬৬ ॥

আসাং মধ্যে সকলরমণীমৌলিমালেব। বৈদর্ভীরীতিরিব মাধুর্য্যৌজপ্রসাদাদিসকলগুণবতী সকলালঙ্কারবতী রসভাবময়ী চ। কনককেতকীব প্রেমারামস্য। তড়িন্মঞ্জরীব মধুরিমজলধরস্য। কনক-রেখেব সৌন্দর্য্যনিকষপাষাণস্য। কৌমুদীবানন্দকুমুদবান্ধবস্য। ভুজদর্পাবলিরিব কুসুমায়ুধস্য। সারশ্রীরিব লাবণ্যজলধেঃ। হাস-লক্ষ্মীরিব মধুমদস্য। আকরভূরিব কলাকলাপস্য। খনিরিব গুণ-মণিগণস্য কাপি শ্রীরাধিকা নাম॥ ১৬৭ ॥

দুরূহ গ্রন্থসকল যেমন 'প্রকটিতটীকা' টীকা-বিবরণযুক্ত থাকে, সেইরূপ এই ব্রজবালাগণও প্রকৃষ্ট অর্থাৎ সুন্দর-কটিতটযুক্ত ছিলেন। বন্ধুজনের চিরকাল বিরহ যেমন 'বন্ধুরোদর' অর্থাৎ বন্ধুগণের রোদন দান করে সেইরূপ এই ব্রজবালাগণও 'বন্ধুরোদরা' অর্থাৎ অশ্বত্থ-পত্রের ন্যায় 'বন্ধুর' বা সুন্দর উন্নতানত উদরবিশিষ্ট ছিলেন। শ্রী-ভগবানের নাম ও কীর্ত্তি যেমন 'সদাবর্ত্তনাভীকা" অর্থাৎ সর্ব্বদা পুনঃ পুনঃ আবর্ত্তনে সমস্ত ভয় নাশ করে, এই ব্রজবালাগণও সেইরূপ 'সদাবর্ত্তনাভীকা' অর্থাৎ শোভন আবর্ত্তযুক্ত নাভীবিশিষ্টা ছিলেন। ভগবৎকৃপা যেমন দীনজনে অবলগ্ন বা সঙ্গত হয়, এই ব্রজবালাগণের অবলগ্ন বা মধ্যপ্রদেশও তেমনি দীন বা ক্ষীণ ছিল। ১৬৪॥

বর্ষাকালের শোভা যেমন নবপয়োধর বা নবমেঘে সমৃদ্ধ হয়, এই ব্রজবালাগণও সেইরূপ সুন্দর নবপয়োধর বা স্তনশোভায় সমৃদ্ধা ছিলেন। হেমন্তশোভা যেমন সুবলিত (প্রতিদিন বর্দ্ধমান) আয়ত (দীর্ঘ) দোষ বা রাত্রির দ্বারা সমৃদ্ধ হয়, এই ব্রজবালাগণও সেইরূপ সুবলিত (সুন্দর) ও দীর্ঘায়ত দোষ বা বাহুবিশিষ্টা ছিলেন। অভি-ষেকের অবসানে যেমন মস্তকের শোভা 'কম্বুকন্ধরা' অর্থাৎ শঙ্খজল

ধারণ করিয়া শোভমান হয়, এই ব্রজবালাগণও সেইরূপ 'কম্বুকন্ধরা' শঙ্খবৎত্রিরেখাঙ্কিত-কন্ধরবিশিষ্টা ছিলেন। নারায়ণের করাঙ্গুল-সকল যেমন কমলাদেবীর আনন মার্জ্জন করিয়া শোভমান হয়, এই ব্রজবালাগণের আননও সেইরূপ মার্জ্জিত কমল তুল্য শোভমান ছিল। ॥ ১৬৫ ॥

বসন্তশোভা যেমন "তিলকুসুমগন্ধবহা" তিলকুসুমের গন্ধ বহন করে, এই ব্রজবালাগণের গন্ধবহ বা নাসিকাও সেইরূপ তিল-কুসুমের স্থায় সুন্দর। শ্রীভগবন্মূর্ত্তিসকল যেমন 'কুবলয়' অর্থাৎ পৃথিবীকে ঈক্ষণের দ্বারা অনুগৃহীত করেন, এই ব্রজবালাগণও সেইরূপ ঈক্ষণ বা নেত্রযুগলদ্বারা কুবলয় বা নীলপদ্মকে অনুগৃহীত করিয়া থাকেন। শ্রীভগবানের গুণকথা যেমন কর্ণদ্বয়কে রমণীয় বা সুন্দর করে, ইহাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ও সেইরূপ পরম রমণীয়। শোভা-ময় অলকানামক পুরী যেমন কুবেরপুরীর শোভা, সেইরূপ এই ব্রজ-বালাগণও 'বিলসদলকাভিখ্যা' বিলাসযুক্ত অলকের শোভায় শোভ-মানা। পশ্চিম দিকের লক্ষ্মী যেমন "অভিরামকেশকলাপ' কেশ অর্থাৎ জলাধিপের অভিরাম কলা পালন করিয়া থাকে, এই ব্রজবালাগণও সেইরূপ অভিরাম কেশকলাপ ধারণ করিয়া থাকেন। ১৬৬।

এইসকল গোপকুমারীর মধ্যে সকল রমণীগণের মস্তকস্থিত মণিময় মালার ন্যায় শ্রীরাধিকা নামে কোনও এক গোপকুমারী আছেন। অলঙ্কার শাস্ত্রের বৈদর্ভী রীতি যেমন মাধুর্য্য, ওজঃ, প্রসাদ-গুণে ও সর্ব্বালঙ্কারে বিভূষিত থাকে, সেইরূপ সর্ব্বঅলৌকিকরসে ও মহাভাবে পূর্ণা শ্রীরাধিকাও মাধুর্য্যাদি নিখিল গুণে ও নিখিল অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা ছিলেন তিনি যেন শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-উপবনের কনককেতকী অথবা শ্রীকৃষ্ণরূপ মাধুর্য্যজলধরের প্রকোবিকাসিনী তড়িন্মঞ্জরী; নিকষ-পাষাণ বা কষ্টিপাথরে যেমন উৎকৃষ্ট স্বর্ণের রেখা পরীক্ষিত হইয়া থাকে, তেমনি মাধববক্ষোরূপ নিকষপাষাণে শ্রীরাধিকা যেন নিকষিত স্বর্ণের রেখা। কুমুদবান্ধব চন্দ্রের কৌমুদী বা জ্যোৎস্নার ন্যায় শ্রী-রাধিকা আনন্দকুমুদবান্ধব শ্রীমাধবের আনন্দদ্যুতি। শ্রীরাধিকা যেন নরনারায়ণাদিভগবদবতারের দ্বারা বিজিত কুসুমায়ুধের বাহুদর্পশ্রেণী, (কুসুমায়ুধ ভগবদংশ নরনারায়ণ প্রভৃতি দ্বারা বিজিত হইয়া সর্ব্বা-বতারের অংশী শ্রীমাধবকে যেন শ্রীরাধার দ্বারাই বশীভূত করিয়াছেন)।

শ্রীরাধা যেন লাবণ্যজলধির সারশ্রী অর্থাৎ মূলীভূত সম্পত্তিস্বরূপ। (শ্রীরাধার লাবণ্যসিন্ধুর এককণার অবলম্বনে বিশ্বের সমস্ত লাবণ্য-মাধুরী প্রকাশিত হইয়াছে।) শ্রীরাধার রূপমাধুরী যেন বসন্ত ঋতুর মধুমত্ততাপূর্ণ হাস্যলহরী (বাসন্তীশোভা যোগীন্দ্রমুনীন্দ্রগণের হৃদয়েও মাধুর্য্যের শিহরণ জাগায়। কিন্তু মহাযোগেশ্বরগণ এই মাধুর্য্যের শিহরণ জয় করিয়া তপস্যায় মনোনিবেশ করেন। তাই বুঝি বসন্ত ঋতু পরম মাধুর্য্যের উৎস শ্রীরাধারূপের অদ্ভুত বিকাশ ঘটাইয়া অবহেলামিশ্রিত হাস্যে মহাযোগেশ্বরগণেরও অন্বেষণীয়চরণ শ্রীমাধবকে বশীভূত করিয়াছেন।) আরও শ্রীরাধারাণীতে যে অদ্ভুত বৈদগ্ধীর প্রকাশ ঘটিয়াছে তাহা দেখিয়া শাস্ত্রবিজ্ঞগণ শ্রীরাধাকে নিখিল কলাবিদ্যার আকরভূমি বলিয়া অনুভব করেন। নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে জনচিত্তসুখদায়ী যে সমস্ত অদ্ভুত মহার্ঘমণিতুল্য গুণের প্রকাশ আছে শ্রীরাধারাণীর গুণসমূহ যেন তাহাদের খনি বা উৎপত্তি-ভূমি। ১৬৭।

যা খলু গৌরী চ গৌরীসহস্রাধিকা তথাপি শ্যামা। অনাদিরপি কিশোরী, স্বরূপাপি অস্বরূপা সখীনিকুরুম্বস্য। সৌকুমার্য্যবতী চাসৌ কুমারীবতীহ সকলসৌভাগ্যম্। ১৬৮।

যাং খলু মহালক্ষ্মীরিতি কেচন লীলেতি তান্ত্রিকা আনন্দিনী-শক্তিরিতি কেচিদামনন্তি। ১৬৯।

যস্যাশ্চ বিশাখাললিতাদয়ঃ সমানগুণরূপাস্তৎপ্রতিচ্ছায়ারূপা প্রিয়সখ্যঃ। ১৭০।

যে রাধা গৌরবর্ণা হইলেও সহস্র গৌরী বা পার্ব্বতী হইতে সৌন্দর্য্যে অধিকা তথাপি শ্যামা। (শ্যামাস্ত্রীলক্ষণ—শীতকালে ভবেদুষ্ণা গ্রীষ্মকালে চ শীতলা স্তনৌ সুকঠিনৌ যস্যা সা শ্যামা পরিকীর্ত্তিতা) তিনি অনাদি অর্থাৎ উৎপত্তিরহিতা হইলেও চির-কিশোরী। তিনি পরম স্বরূপা হইলেও সখীসমূহের 'অস্বরূপা' বা প্রাণতুল্যা। সেই কুমারী শ্রীরাধা সৌকুমার্য্যময়ী হইলেও সকল জনের সকল সৌভাগ্যকে বশীভূত করেন। ১৬৮।

তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ যাঁহাকে সর্ব্বলক্ষ্মীগণের অংশিনী মহালক্ষ্মী বলিয়া বর্ণন করেন। বৈদিক তন্ত্রশাস্ত্রে পারদর্শী পণ্ডিতগণ যাঁহাকে

স্বয়ম্ভগবানের লীলাশক্তি বলিয়া বর্ণন করেন এবং ভগবৎপ্রিয় বৈষ্ণবদার্শনিকগণ যাঁহাকে স্বয়ম্ভগবানের আনন্দিনীশক্তি বলিয়া বর্ণন করেন মহালক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্যবৈভব যে শ্রীরাধারাণীর অদ্ভুত ঐশ্বর্য্যবৈভবের অংশভূত তাহা রাসবর্ণনের শেষে বর্ণিত হইবে এবং পদ্মপুরাণাদিশাস্ত্রপ্রসিদ্ধা শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তি শ্রীবৃন্দাদেবী যে শ্রীরাধারাণীর বিহারকাননের পালিকা ইহা বৈষ্ণবতোষণী প্রভৃতিতে নির্দ্ধারিত আছে॥ ১৬৯ ॥

যে শ্রীরাধারাণীর বিশাখা ললিতা প্রভৃতি প্রিয়সখী আছেন। তাঁহারা রূপে গুণে শ্রীরাধারাণীর সমানা হইলেও তাঁহার প্রতিচ্ছায়া বা কায়ব্যূহ বলিয়া পরিচিত॥ ১৭০ ॥

দ্বিতীয়া চ কাচিদ্‌যূথপা চন্দ্রাবলীব পরমাহ্লাদিনী। প্রকৃতিরিব গুণময়ী নয়নেন্দ্রিয়বৃত্তিরিব রূপবতী। অপাং বৃত্তিরিব রসময়ী। কুসুমাবলিরিব পরমোদারা শ্রীচন্দ্রাবলী নাম ললনারত্নম্। যস্যাশ্চ পদ্মাশৈব্যাদয়ঃ প্রিয়সখ্যঃ। এবং শ্রীরাধাসপক্ষা শ্যামানাম কাপি যূথপেতি বহ্ব্য এব যত্র যূথপাঃ ॥ ১৭১ ॥

অথ যত্র রাজধান্যাং মূর্ত্তা ইব ভগবদ্ধর্ম্মাশ্চোর্ব্বীগীর্ব্বাণাঃ পরমদয়াসবঃ শমদমতিতিক্ষাপরতীনাং মূর্ত্তয় ইবাপি সাত্ত্বতশাস্ত্রপ্রবক্তারঃ। তদনুকূলবেদাভ্যাসনিরতাঃ কেচন পঞ্চরাত্রনিষ্ঠাঃ ব্রজরাজকৃতদানমাত্রপ্রতিগ্রহীতারঃ তদেকযাজকাঃ ॥ ১৭২ ॥

যে খলু জ্ঞানানন্দয়োঃ কাতর্য্যোপযুক্তা অপি ন কাতর্য্যোপযুক্তা বিদ্যাবিনোদেষু পরমচাতুর্য্যবন্তোঽপি ন চাতুর্য্যবন্তঃ ॥ ১৭৩ ॥

সদারমাধুর্য্যা অপি নবমাধুর্য্যা প্রকৃতিগুণশাবল্যা অপি ন প্রকৃতিগুণশাবল্যাঃ ॥ ১৭৪ ॥

কিং বহুনা তৈতিসতাম্বুলিকমালিককাম্ববিকগান্ধিকস্বর্ণকারঘটকারবোকারপটকারাদয়োঽপি চিদ্রূপা অপি মনুষ্যধর্ম্মানঃ মনুষ্যধর্ম্মানোঽপি শ্রীদা পুণ্যজনেশ্বরা অপি ন কুবেরা নৈকপিঙ্গা ন নরবাহনাঃ ॥ ১৭৫ ॥

ব্রজকুমারীগণের মধ্যে শ্রীরাধা ব্যতীত রমণীরত্ন চন্দ্রাবলী নামে দ্বিতীয় আর একজন যূথস্বামিনী আছেন। তিনিও চন্দ্রাবলী অর্থাৎ চন্দ্রশ্রেণীর ন্যায় পরমানন্দদায়িনী। তিনি প্রকৃতির ন্যায়

গুণময়ী (সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ ভিন্ন প্রকৃতিতে যেমন অন্য কিছুর সত্তা নাই, শ্রীকৃষ্ণআহ্লাদক গুণরাজি ব্যতীত চন্দ্রাবলীতেও তেমনি অপর কিছুর সত্তা নাই)। নয়নেন্দ্রিয়ের বৃত্তির মত ইনি রূপময়ী (নয়নেন্দ্রিয়ের বৃত্তি যেমন মাত্র রূপকে অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান থাকে, শ্রীচন্দ্রাবলীর দেহসত্তা তেমনি শ্রীকৃষ্ণসন্তোষক রূপমাধুরীকে অবলম্বন করিয়াই বর্ত্তমান আছে)। ইনি জলের বৃত্তির মত রসময়ী (জলের বৃত্তি বা অবস্থান যেমন মাত্র রসকে অবলম্বন করিয়া তেমনি এই চন্দ্রাবলীর অবস্থানও কেবল শ্রীকৃষ্ণপ্রেমরসকে অবলম্বন করিয়া)। কুসুমশ্রেণীর মত ইনি পরম আমোদ দান করিয়া থাকেন। পদ্মা শৈব্যা প্রভৃতি এই চন্দ্রাবলীর প্রিয় সখী এবং শ্রীরাধার সপক্ষা শ্যামা নামে কোনও যূথস্বামিনী আছেন। এইরূপে ব্রজবালাগণের মধ্যে বহু যূথস্বামিনী বর্ত্তমান আছেন ॥ ১৭১ ॥

আরও এই ব্রজপুরের রাজধানীতে মূর্ত্তিমান ভগবদ্ধর্ম্মের ন্যায় ব্রাহ্মণগণ অবস্থান করিতেছেন। তাঁহারা পরম দয়াল এবং শম (বুদ্ধির ভগবন্নিষ্ঠতা) দম (ইন্দ্রিয়বশীকার) তিতিক্ষা (ক্ষমা) এবং উপরতি (বৈরাগ্যের) মূর্ত্তির ন্যায়। তথাপি (অর্থাৎ তাই বলিয়া ইহারা সন্ন্যাসীর মত উদাসীন নহেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমলাভই ইহাদের পরমার্থ তাই ফল্গুবৈরাগ্য ত্যাগ করিয়া ইহারা ভক্তিধর্ম্ম যাজন করেন) এই ব্রাহ্মণগণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি সাত্বত শাস্ত্রের প্রবক্তা এবং তদনুকূলবেদাভ্যাসনিরত। ইহাদের কেহ কেহ নারদ পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্রোক্ত উপাসনায় নিষ্ঠাপরায়ণ তাঁহারা অপ্রতিগ্রাহী, মাত্র ব্রজ-রাজনন্দকৃত দান বহুমানে প্রতিগ্রহ করেন এবং তাঁহারই যাজনকার্য্যমাত্র করেন। (শ্রীনন্দরাজ এবং তাঁহার প্রজা ব্রজ-বাসীগণের আনুগত্য ব্যতীত ব্রজপ্রেম মিলিবার নহে। তাই এই বিপ্রগণ লোভাদিশূন্য ও পরমোৎকৃষ্টব্রাহ্মণগুণমণ্ডিত হইলেও ব্রজ-পতির যাজন মাত্র করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন) ॥ ১৭২ ॥

এই ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক জ্ঞান ও আনন্দের মধ্যে (কাতর্যো+উপযুক্ত) কোনও একটি বিষয়ের অনুভূতি লাভে উপযুক্ত হইলেও (ন কাতর্যো+উপযুক্ত) কেহ কাতর্যে উপযুক্ত ছিলেন না। (সাধারণতঃ ভক্তগণের স্বভাব হইতেছে সজাতীয় সিদ্ধান্তে আনন্দানুভব

ও বিজাতীয় সিদ্ধান্তে অসহিষ্ণুতা। এই অসহিষ্ণুতা আসিলেই তাঁহারা ঐ বিজাতীয় সিদ্ধান্তের উপঘাত বা খণ্ডনে প্রবৃত্ত হন। ইহাকেই এস্থলে "কাতর্য্য" শব্দে উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক জ্ঞান ও আনন্দের অনুভূতি তো পরস্পর বিজাতীয় নহে তাই এই বিপ্রগণের মধ্যে যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দানুভূতিতে পূর্ণ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের জ্ঞানানুভূতিপূর্ণ ভক্তগণের সিদ্ধান্তে অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তের উপঘাতে প্রবৃত্ত হইতেন না। কারণ মধ্যমভাগবত ও কনিষ্ঠ ভাগবতগণই মাত্র অপরের সিদ্ধান্তের উপঘাত করিয়া থাকেন। উত্তম ভাগবত বা মহাভাগবতগণ নিজ নিজ অনুভবানন্দে বিভোর থাকায় অপর সিদ্ধান্তের উপঘাতে তাহাদের অবসর কোথায়? এই ব্রজবাসী ব্রাহ্মণগণ ছিলেন উত্তম ভাগবত। তাই তাঁহারা এইরূপ অপর ভক্তের সিদ্ধান্তে 'কাতর্য্য' বা অসহিষ্ণুতা-যুক্ত ছিলেন না।)।

তাঁহারা অষ্টাদশ প্রকার বিদ্যার বিচারাদিতে (চাতুর্য্যবন্ত) পরম চতুর হইলেও, (ন চ+আতুর্য্যবন্ত) পরাজয়াদিরূপ আতুরতা তাঁহাদের কখনও ঘটিতনা। (অষ্টাদশবিদ্যা যথা—(১) শিক্ষা, (২) কল্প, (৩) ব্যাকরণ, (৪) নিরুক্ত, (৫) জ্যোতিষ, (৬) ছন্দ, (৭) ঋগ্বেদ, (৮) যজুর্ব্বেদ, (৯) সামবেদ, (১০) অথর্ব্ববেদ, (১১) মীমাংসা, (১২) ন্যায়, (১৩) ধর্ম্মশাস্ত্র, (১৪) পুরাণ, (১৫) আয়ুর্ব্বেদ, (১৬) ধনুর্ব্বেদ, (১৭) গান্ধর্ব্ববেদ ও (১৮) অর্থশাস্ত্র। অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমলাভে ধন্য মহাভাগবতগণের সেবা করিবার জন্য সকল গুণের সহিত গুণের অধি-দেবতাগণ সর্ব্বদা উৎসুক থাকেন বলিয়া, এই বিপ্রগণ সর্ব্ববিদ্যায় নিষ্ণাত ছিলেন।

ঐ ব্রাহ্মণগণ (স—দার-মাধুর্য্য) পত্নীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমমাধুর্য্যে যুক্ত হইলেও অথবা (সদা—রমা—ধুর্য্য) সর্ব্বদা সকল সম্পদগুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও (নর—মাধুর্য্য) নরগণোচিত দৈন্যমাধুর্য্যে ভূষিত ছিলেন তাঁহারা (প্রকৃতিগুণশাবল্যাঃ) স্বভাবোচিত দয়া-মৈত্রী প্রভৃতি সদ্গুণে সমঙ্কুত হইলেও (ন প্রকৃতিগুণশাবল্যাঃ) সত্ত্বরজতমোরূপ প্রকৃতিগুণের মিশ্রণ তাহাদের মধ্যে ছিলনা।
॥ ১৭৪ ॥

অধিক কি বলিব ঐ ব্রজভূমে বাসকারী তৌলিক [তৈল-ব্যবসায়ী] তাম্বূলিক [তাম্বূলব্যবসায়ী] মালিক [মালাকার] কাম্ববিক [কম্বু অর্থাৎ শঙ্খব্যবসায়ী] গান্ধিক [গন্ধবণিক] স্বর্ণকার ঘটকার পটকার [তন্তুবায়] প্রভৃতি সকল সভ্যজনই চিদ্রূপ হইলেও নিজেকে মনুষ্যধর্ম্মী বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা মনুষ্য-ধর্ম্মী হইলেও, 'শ্রীদ' সম্পত্তিদায়ক হইলেও 'পুণ্যজনেশ্বর' অর্থাৎ পুণ্যশীল মানবগণের ঈশ্বর হইলেও [মনুষ্যধর্ম্মা শ্রীদ ও পুণ্যজনেশ্বর শব্দগুলি কুবেরের নাম] কেহই 'ন কুবেরাঃ' কুৎসিৎ শরীরবিশিষ্ট নহেন। 'বের' শব্দের অর্থ দেহ। 'নৈকপিঙ্গ' একজনও পিঙ্গলবর্ণ নহেন। 'ন নরবাহনঃ' বিষ্টি [বেগাড়] অথবা বেতন দ্বারাও কোনও নরই বহনক্লেশভাক নহে। ১৭৫।

কিং বহুনা পুলিন্দা অপি যত্র বর্ষাভ্রমরা ইব জাতিনাম্নৈব বিকলা অপি সকলসুমনসাং রতিপ্রদাঃ। ১৭৬।

যত্র চ—অতিদীর্ঘতরমহাস্ফাটিকমণিভিত্তিচতুষ্টয়মধিমরকত,-
গোপানসীখণ্ডাচটুলচরমভাগদীর্ঘতরকনকবংশাকীর্ণাঃ।
চতুষ্কোণাবস্থিতমহাগোপানসীচতুষ্টয়াবষ্টব্ধহস্তিত-
কুরুবিন্দময়কৌণিকচতুষ্টয়াবষ্টব্ধমহাবড়ভীকাঃ। ১৭৭।

ভূধরভূময় ইব বিমলনানামণিপটলাঃ। বিচক্ষণা ইব নিস্তম্ভাঃ। সহৃদয় ইব বিষদপ্রকীর্ণতরাঃ। মহারাজপুরগোপুর-নিকরা ইব পরিতো বিরাজিতবহুপ্রতীহারাঃ স্ফুরৎপবনধূতধূমরাঃ মহাগোগৃহাঃ। ১৭৮।

যেষামঙ্গনেষু সরস্বতীশরীরমিব পূর্ণিমানক্তমিব সর্ব্বশুক্লম্। নীলমণিশৈলাগ্রমিব শ্যামশৃঙ্গম্ অঙ্গনানিকুরম্বমিব ঘনারতবাসহস্তম্। ভগবচ্চক্রমিব মহসারিপুচ্ছম্। ১৭৯।

তীর্থসলিলমিব অতিতরলা স্নানমিতম্। গণপতিশরীরমিব মহাপীনম্। মনইব অবশম্। ১৮০।

অধিক কি বলিব, বর্ষাকালের ভ্রমরগণ জাতিপুষ্প বা মালতী পুষ্পের নামমাত্রে আনন্দে বিকল বা বিহ্বল হইলেও যেমন 'সকল সুমনসাং রতিপ্রদা' সকল পুষ্পের রতিপ্রদ হয়, সেইরূপ এই নন্দ-ব্রজে পুলিন্দ [ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ] জাতির নামে বিকল বা নিন্দনীয়

হইলেও সকল সুমনস্ বা দেবগণের রতি অর্থাৎ প্রীতি প্রদান করিয়া থাকে ॥ ১৭৬ ॥

নন্দমহারাজের এই রাজধানীতে মহাগোগৃহসকল বিদ্যমান রহিয়াছে। অতিশয় দীর্ঘতর মহাস্ফটিকময় চারিটি ভিত্তির মধ্যে মরকতমণিময় যে চারিটি গোপানসী অর্থাৎ খণ্ডমুদনী আছে, তাহাতে 'অচটুল' বা দৃঢ়ভাবে নিবদ্ধ, অতিশয় দীর্ঘ শেষভাগযুক্ত কনকময় বংশ বা বরগ দ্বারা উহা আকীর্ণ বা ব্যাপ্ত। চারিটি কোণে মরকতমণিময় মহাগোপাণসীচতুষ্টয় দ্বারা অবষ্টব্ধ বা সংলগ্ন সুস্থিত বা নিশ্চল কুরুবিন্দ বা পদ্মরাগ মণিময় কোনাচচতুষ্টয়ে আবদ্ধ মহা-বড়ভীক বা পাইড় বিরাজ করিতেছে ॥ ১৭৭ ॥

ভূধরভূমি বা পার্ব্বতীয়ভূমিসমূহের ন্যায় এই নন্দপুরস্থ ঐ গোগৃহগুলি বিমল নানা মণিপটলে সমুজ্জ্বল বিচক্ষণ সাধুব্যক্তি-যেমন নিঃস্তম্ভ বা অভিমানশূণ্য হন, এই গৃহগুলিও সেইরূপ 'নিস্তম্ভ' স্তম্ভ বা খুঁটিবর্জ্জিত। সহৃদয় মানব যেমন 'বিষদ' অর্থাৎ নির্ম্মল ও প্রকীর্ণতর বা অসঙ্কুচিতচিত্ত হন, সেইরূপ ঐ গৃহ সকল অসঙ্কুচিত ও নির্ম্মল। মহারাজপুরের গোপুর অর্থাৎ পুরদ্বার যেমন 'পরিতঃ' বা সকল দিকে অসংখ্য প্রতীহার বা দ্বারপালে বিরাজিত থাকে, ঐ সকল গৃহও সেইরূপ অনেক প্রতীহার বা দ্বারের দ্বারা সুশোভিত ছিল। ঐ সকল মহাগোগৃহের চারিদিকে সর্ব্বদা পবন কম্পিত ধূলিপটল উড়িতেছে ॥ ১৭৮ ॥

ঐ সকল গোগৃহের অঙ্গনে সরস্বতীশরীরের ন্যায় অথবা পূর্ণিমারজনীর ন্যায় সর্ব্বশুক্ল গোসমূহ বিরাজমান। নীলকান্ত মণির শৈলাগ্রের ন্যায় ইহাদের শৃঙ্গ শ্যামবর্ণ। অঙ্গনানিকুরম্ব বা অঙ্গনা-সমূহ যেমন ঘন বা নিবিড় আয়ত বা দীর্ঘ বালহস্ত বা কেশ ধারণ করিয়া থাকেন, এই গোসমূহও সেইরূপ নিবিড় ও দীর্ঘ পুচ্ছ ধারণ করিয়া শোভমান হইতেছে। শ্রীভগবানের সুদর্শনচক্র যেমন নিজ 'মহসা' বা তেজে 'রিপুচ্ছ' রিপুচ্ছেদনকারী হয়, এই গোসমূহও সেইরূপ 'মহ' বা শ্রীকৃষ্ণদর্শনজনিত উৎসবের জন্য 'সারিপুচ্ছঃ' বা প্রসারিতপুচ্ছ হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ১৭৯ ॥

তীর্থসলিল যেমন 'অতিতরসা' অতিবেগে বহুপুণ্যার্থীজনের ... এই গোগণও অতিতর বা দীর্ঘতর 'সাস্না' বা

পলকম্বলের দ্বারা 'নমিতম্' বা অবনতদেহা হইয়াছিল। গণপতির শরীর যেমন মহাপীন বা অতিদীর্ঘ, এই গোসমূহও সেইরূপ মহা অর্থাৎ বিপুল 'আপীন' বা পালান-যুক্ত ছিল। মন যেমন 'অবশ' অর্থাৎ প্রাণিমাত্রের অনধীন, এই গোসমূহও সেইরূপ 'অবশা' বা অবধ্যা ছিল ॥ ১৮০ ॥

তপস্বিকুলমিব সদা সুব্রতং চিন্তামণিকুলমিব সকলকামদুঘং নিদাঘকাননমিব সদোৎফুল্লবৎসকং সুকবিকাব্যমিব নানাবর্ণবিন্যাসঞ্চ নৈচিকীনিকুরম্বম্ ॥ ১৮১ ॥

যত্র ভুবি নিপতিতাঃ কৌমুদীনাং সজীবা ইব গর্ভাঃ। শঙ্করস্য ইব শিলাখণ্ডাঃ কৈলাসস্য গ্রন্থয় ইব হরহারস্য। ছিণ্ডীরা ইব ক্ষীর-সমুদ্রস্য। মাংসপিণ্ডা ইব শুক্লপক্ষস্য তত ইতো ধাবমানা বৎসনিবহাঃ ॥ ১৮২ ॥

যত্র চ গণ্ডশৈলা ইব স্ফটিকাচলস্য। মহোর্ম্ময় ইব মহো-দধেঃ। মুনয় ইব সায়ংগৃহাঃ। জীবন্মুক্তা ইব স্বৈরচারিণঃ ॥ ১৮৩ ॥

দিগ্‌গজা ইব মহাবিষাণাঃ। নৃপা ইব মহাককুদাঃ। মত্তা ইব সন্ধ্যারুণলোচনাঃ। মহাগর্বিবন্ত ইব সদাহংবাদাঃ। বিরক্তা ইব লম্বমানগলকম্বলাঃ। বিবিধমণিবপ্রোৎখাতরেখাশবলিতশৃঙ্গতয়া নানাবর্ণবিষাণা ইব খুরক্ষুণ্ণমণিধরণিরজোভিরঞ্জিতো ধূষরা মূর্ত্তি-মন্তশ্চতুষ্পাদা ধর্ম্মা ইব মহোক্ষাঃ। যস্য গোকুলস্য কলাকলাংশেন সুরভিলোকঃ সমপাদি ॥ ১৮৪ ॥

যস্য শাখানগরেষু শৃঙ্গাটকানামভিতোঽভিতো সমস্থূলনিপাত-পাতিতা ইব শ্রেণীকৃতা মহারাজবিজয়সময়া ইব বিলসৎপতাকিন্যঃ মুক্তাস্ফোটা ইব মৌক্তিকপ্রালম্বাঃ বনস্থতরব ইব প্রবালপ্রবণাঃ। বিবিধমণিঘটাঘটিতা বিপণিবিততয়ঃ ॥ ১৮৫ ॥

তপস্বিকুল যেমন সুব্রতযুক্ত এই নৈচিকনিকুরম্ব বা গো-সমূহও সেইরূপ 'সুব্রতা' সুখদোহনযোগ্যা। (সুব্রতাঃ সুখসংদোহ্যা-ইত্যমরঃ) চিন্তামণিকুল যেমন 'সকলকামদুঘ' সমস্ত কামনা পূরণ করে তেমনি এই গোসমূহও 'সকলকামদুঘা' সকলেই কামধেনু। নিদাঘ অর্থাৎ গ্রীষ্মঋতুতে যেমন কাননসমূহে 'সদোৎফুল্লবৎসক' বৎসক অর্থাৎ

কুটজকুসুমসমূহ ... [illegible]

গোসমূহও সর্ব্বদা 'উৎফুল্লবৎসক' অর্থাৎ প্রফুল্লবৎসযুক্ত। সুকবিগণের রচিত কাব্য যেমন মাধুর্য্যাদিব্যঞ্জক নানা বর্ণের ন্যাসযুক্ত হয়, এই গোসমূহও সেইরূপ শ্বেতনীলপীতাদিনানাবর্ণযুক্ত ॥ ১৮১ ॥

সেখানে ভূপতিত কৌমুদী বা চন্দ্রজ্যোৎস্নার সজীব গর্ভের ন্যায়, কৈলাসপর্ব্বতের চলমান শিলাখণ্ডের ন্যায়, মহাদেবের হাস্য-গ্রন্থিসমূহের ন্যায়, ক্ষীরসমুদ্রের ফেনরাশির ন্যায়, শুদ্ধ সত্ত্বের মাংসপিণ্ডের ন্যায় গোবৎসগণ চারিদিকে ইতস্ততো ধাবমান হইতেছে। ॥ ১৮২ ॥

যে গোশালায় স্ফটিকপর্ব্বতের গণ্ডশৈলের ন্যায়, মহাসাগরের মহাতরঙ্গের ন্যায় মহাবৃষভগণ বিরাজমান রহিয়াছে। মুনিগণ যেমন যেস্থানে সন্ধ্যা হয় সেই স্থানেই গৃহ বা আশ্রয়স্থান রচনা করিয়া থাকেন, এই সঞ্চরমান বৃষভসমূহও সেইরূপ যেখানে সন্ধ্যা হয় সেইখানেই আশ্রয় লইয়া থাকে। জীবন্মুক্ত যোগীগণ যেমন স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছায় যত্র তত্র ভ্রমণ করেন এই বৃষভগণও সেইরূপ স্বেচ্ছায় যত্র তত্র ভ্রমণশীল ॥ ১৮৩ ॥

দিগ্‌গজসমূহ যেমন মহাবিষাণ মহাদন্তবিশিষ্ট, এই বৃষভসমূহও সেইরূপ 'মহাবিষাণা' বা মহাশৃঙ্গযুক্ত। (বিষাণং স্যাৎ পশুশৃঙ্গেভদন্তয়োরিত্যমরঃ)। ভূপতিগণ যেমন 'মহাককুদা' বা রাজচিহ্নে শোভিত হন, এই বৃষভগণও সেইরূপ 'মহাককুদা' অর্থাৎ উচ্চ ককুদ বা ঝুঁটবিশিষ্ট ছিল। (রাজলিঙ্গে চ বৃষাঙ্গে ককুদোঽস্ত্রিয়ামিত্যমরঃ) প্রমত্ত ব্যক্তির ন্যায় এইসকল বৃষভের চক্ষু রক্তবর্ণ ও নিস্তব্ধ মহাগর্ব্বযুক্ত জন যেমন 'সদাহম্বাদা' অর্থাৎ সর্ব্বদাই আমি বড় এইরূপ ভাষণযুক্ত হয় এই বৃষভসমূহও সেইরূপ 'সদাহংবাদা' সর্ব্বদাই হাম্বারবে মুখর ছিল। বিরক্ত সাধুগণ যেমন অন্য পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া মাত্র গলদেশে কম্বল লম্বিত করেন, নন্দপুরের বৃষভসমূহেরও সেইরূপ গলদেশে গলকম্বল লম্বিত ছিল। বিবিধ মণিময় বপ্র বা প্রাচীরকোনে সংঘাতহেতু এইসকল বৃষভের শৃঙ্গ যেন নানাবর্ণরেখা দ্বারা শোভিত হইয়াছিল। খুরের আঘাতে চূর্ণিত মণিভূমির ধূলিদ্বারা এই বৃষভসমূহ সর্ব্বতোভাবে ধূসর বর্ণ ছিল। দেখিলে [illegible] চতুষ্পাদ ধর্ম্মই মূর্ত্তিমান হইয়া নন্দ-

গোকুলে বিরাজ করিতেছেন। এই গোকুলের কলাকলাংশের দ্বারা গোলোকধাম সম্পন্ন (সম্পদযুক্ত) হইয়াছেন॥ ১৮৪॥

যে গোকুলের 'শাখানগরে' বা নগরপ্রান্তে 'শৃঙ্গাটক' বা চতুষ্পথসমূহের চারিদিকে বিবিধ মণিঘটাঘটিত বিপনিশ্রেণী বিদ্যমান রহিয়াছে, শিল্পিগণ যেমন সমানভাবে সূত্র পাতিত করিয়া সুন্দর শ্রেণীবদ্ধভাবে প্রাসাদাদি নির্মাণ করে, তেমনি এই বিপনিসমূহও সমসূত্রপাতে সুবিন্যস্ত। মহারাজগণ যেমন যুদ্ধজয়াদিসময়ে শোভমান পতাকাযুক্ত সৈন্যে আবৃত থাকেন, এই নন্দগোকুলের বিপনিসমূহও সেইরূপ নানাবর্ণের পতাকা দ্বারা সমলঙ্কৃত। মুক্তার স্ফোট বা শুক্তিসমূহের মধ্যে যেমন শ্রেণীবদ্ধভাবে মুক্তাসকল সজ্জিত থাকে এই বিপনিসমূহেও সেইরূপ 'মৌক্তিকপ্রালম্বাঃ' অর্থাৎ লম্বিতমুক্তামালায় সুশোভিত ছিল। বসন্তকালীন তরুসমূহ যেমন 'প্রবালপ্রঘনঃ' অর্থাৎ নিবিড় ঘনপল্লবে সুশোভিত হয়, সেইরূপ এই নন্দগোকুলের বিপনিতে প্রবালময় অলিন্দসকল বিরাজিত রহিয়াছে। ॥ ১৮৫ ॥

কাশ্চিদ্ বসন্তশ্রিয় ইব নানাকুসুমসৌরভসুবাসিতাঃ। কাশ্চিন্মহাশৈলাধিত্যকা ইব বিবিধগন্ধদ্রব্যসুগন্ধঃ। কাশ্চিমণিখনয় ইব বিবিধমণিগণকান্তিকন্দলিতাঃ। কাশ্চিদ্বিলাসিজনবক্ষস্তটা ইব চন্দনাগুরুকস্তূরীঘনসারসৌরভোদ্গারাঃ। কাশ্চিৎ পক্বশালিকেদারবিস্তৃতয় ইব শালিপরিমলোদ্গারগরীয়স্যো বণিজাং নিবাসভূতাঃ। ॥ ১৮৬ ॥

এবম্ভূতস্য ব্রজপুরস্য পরিতশ্চ মহানগরং জলধিতটানীব সমুল্লসিতবিদ্রুমাণি। মহাসৈন্যানীব বিবিধকুঞ্জরাণি নানাবিধগুল্মানি চ। তপস্বিকুলানীব নানাপ্রকারব্রততীব্রতানি। রসিকনিকুরম্বানীব সদা বিলাসেনামোদিতবয়াংসি বিপিনান্তরানি॥ ১৮৭॥

যেষু অবিরলগলদনাবিলবস্তুগুণ গুলুনির্যাসপিচ্ছিলেষু বর্ত্মসু পরস্পরনিবদ্ধকরকমলমণ্ডলরন্তি বিপিনদেব্যঃ। বনবৃষভককুদরকষণচূর্ণীভূতবদংতরুস্কন্ধসমুৎপদ্যমানজতুরজোভিরনবরত নিঃস্যন্দমানমকরন্দভরনির্ভরতিম্যিতয়া চরণকমলেষনায়াসযাবকপঙ্কানু-

[illegible]

মদমুদিতবোমন্থমন্থরবনমেষমুখকুহরসমুদ্গীর্ণজীর্ণকক্কোল-ফলসৌরভসুবাসিতানি দিশাং মুখানি। বনমহিষবিষাণশিখরক্ষুণ্ণসরল-সুরদারুচারুত্বগামোদমেদুরং গগনতলং। বনকরিকরভঘটাভগ্নসল্ল-শল্লকীপল্লবাস্তীর্ণানি গিরিতটানি ॥ ১৮৯ ॥

বনধেনুগণাস্বাদিতগন্ধতৃণরুচিরশাদ্বলসৌগন্ধ্যবন্ধুনি ধরণিতলানি। কর্ণপূরীভূতস্খলিতমরিচগুচ্ছকাভিরভিতঃ পুলিন্দবৃন্দারিভিঃ করতল-ভগ্নকপূরদলিকানির্যাসসংবাসিতদলিততাম্বূলীদলরসসরসাভিরভির-বগাঢ়া বিপিনসীমানঃ। কপিকুলকবলীকৃতনিস্তলশোভনীফলগুচ্ছ-সমাচ্ছন্নানি ভুবস্থলানি ॥ ১৯০ ॥

এই সকল বিপনিমধ্যে কোন কোন বিপনি বসন্তশোভার ন্যায় নানা পুষ্পের সুবাসে সুরভিত। কতিপয় বিপনি মহাপর্ব্বতের অধিত্যকার ন্যায় বিবিধগন্ধদ্রব্যদ্বারা সুবাসিত। কতিপয় বিপনি রত্নখনির ন্যায় নানাবিধ রত্নের প্রভাপটলে সমাচ্ছন্ন। কতিপয় বিপনি বিলাসি জনের বক্ষঃস্থলের ন্যায় চন্দন অগুরু কস্তুরী ও ও কর্পূরের সৌরভ উদ্গিরণ করিতেছে. কোনও কোনও বণিকনিবাস পক্বধান্যক্ষেত্রশ্রেণীর ন্যায় ধান্যপরিমল উদ্গীরণ করিয়া গরীয়ান হইয়াছে ॥ ১৮৬ ।

এবম্ভূত ব্রজপুরে মহারাজ নন্দের আবাসভূমি এক মহানগর আছে। তাহার চারিদিকে 'বিদ্রুম' বা প্রবালসমাচ্ছন্ন সমুদ্রতটের-ন্যায় 'বিদ্রুম' বিশিষ্টদ্রুমশোভিত কতকগুলি কানন আছে। ঐ সকল কানন বিবিধ 'কুঞ্জর' বা হস্তি সমাকুল নানাবিধ 'গুল্ম' বা সৈন্যবিশেষ শোভিত মহাসৈন্যের ন্যায় বিবিধগুল্মসমাচ্ছন্ন কুঞ্জ-শোভিত। তপস্বিগণ যেমন নানা প্রকার ব্রতে (তীব্র+অতঃ) তীব্রভাবে সতত মগ্ন থাকেন, (অত ধাতুর অর্থ সাততাগমন)। এই কাননও সেইরূপ নানা প্রকার ব্রততীব্রত বা লতাসমূহ দ্বারা আচ্ছন্ন।

রসিক মানবগণ যেমন বিলাস দ্বারা নিজ বয়স আমোদিত করিয়া থাকেন সেইরূপ এই বনসমূহে পক্ষিকুল বিলাসদ্বারা আমোদিত হইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ১৮৭ ॥

---- কুঞ্জ বিপিনে অনাবিল সুন্দর গুণ গুণ-

নির্য্যাস নিপতিত হওয়ায় তাহা পিচ্ছিল হইয়াছে। ঐ সকল বনপথে বনদেবীগণ পরস্পর করকমল ধারণ করিয়া শ্রীগোবিন্দের অভিসারে যাত্রা করেন। বনবৃষভগণের ককুদ্ বা ঝুটের 'দরকষণ' বা ঈষৎ-ঘর্ষণে বদরী তরু সকল চূর্ণিত হওয়ায় তাহা হইতে উৎপদ্যমান জতু-পরাগের সহিত অনবরত নিঃস্যন্দমান পুষ্পমকরন্দসমূহ মিলিত হওয়ায় বনদেবীগণের চরণকমলে অনায়াসলভ্য 'যাবকপঙ্কের বা আলতার' অনুলেপ 'জরীজৃম্ভতে' বা অতিশয়রূপে প্রকাশ পাইতেছে। ১৮৮।

ঐ কাননে আনন্দপ্রমত্ত রোমন্থনকারী বনমেষসকলের মুখ-গহ্বর হইতে সমুদীর্ণ বা নির্গত জীর্ণ 'কক্কোল' ফলসমূহের সৌরভে দিঙ্মণ্ডল সুবাসিত হইয়াছে। বন্যমহিষের শৃঙ্গাগ্রদ্বারা চূর্ণিত সরল দেবদারুস্কন্ধের রমণীয় সৌরভে গগনমণ্ডল ব্যাপ্ত হইয়াছে। বন্য-করিশাবকসমূহের দ্বারা ভগ্ন অথচ বৃক্ষের সহিত লগ্ন শল্লকীবৃক্ষের (গজভক্ষ্য সুগন্ধী বৃক্ষবিশেষের) পল্লব দ্বারা গিরিতট ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। ১৮৯।

বন্যধেনুসমূহ দ্বারা আস্বাদিত গন্ধতৃণ ও রমণীয় নবতৃণের সুগন্ধে ধরণীতলকে মাধুর্য্যময় করিয়াছে। এই বনপ্রদেশের সীমা-সকল পুলিন্দজাতীয়া সুন্দরী রমণীগণের দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ঐ পুলিন্দসুন্দরীগণ সুললিত মরিচপুষ্পের স্তবকদ্বারা কর্ণভূষণ রচনা করিয়াছে এবং করতলভগ্ন কর্পূর ও কদলিকার নির্য্যাসদ্বারা সম্যক্-রূপে সুবাসিত দলিত তাম্বুলপত্র সেবন করিতেছে। বন্য বানর সকল ঐ কাননে অতুল মিষ্ট ও বর্তুল দ্রাক্ষাফলসমূহ ভোজন করিয়া তাহার গুচ্ছ দ্বারা ভূমিতল সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। ১৯০।

কিঞ্চান্যান্যপি কাননানি রসালপনসার্জুনক্রমুকনারিকেলাসনৈঃ। পলাশবটপর্কটীখদিরাবন্যজম্ব্বাদিভিঃ মধুকপারিমল্লিকাবকুলনাগপুন্নাগ-কৈরশোকবকপাটলাকনকচম্পকৈশ্চম্পকৈঃ। ১৯১।

শিরীষধবশিংশপালকুচলোধ্রকোষাতকী
পিয়ালনটশল্লকীসরলশালপীল্বাদিভিঃ।
কপিত্থকরমর্দ্দকৈঃ প্রিয়কতিন্দুকাম্রাতকৈঃ
করীরকরবীরকৈঃ কদলিকালবল্যাদিভিঃ। ১৯২।
তমালনবমল্লিকাকনকযূথিকাযূথিকা
কুরুণ্ডকলবঙ্গিকাদমনকাতিমুক্তাদিভিঃ।
অপি স্থলসরোজিনীবিচকিলাদিভিঃ কন্দলী-
[illegible]

সিতাসিতবিলোহিতোৎপলসরোজকহ্লারকৈঃ
রথাঙ্গবকসারসৈঃ কুররহংসকারণ্ডবৈঃ
বিরাজিতরঙ্গকৈর্বিমলবারিভির্বাপিকা
তড়াগসরসীমুখৈঃ পরিবৃতানি তোয়াশয়ৈঃ ॥ ১৯৪ ॥

তেষামেকতমং বৃহদ্বনং নাম বনম্। যত্র ব্রজপুরন্দরস্য যথোক্ত-প্রকারং রাজধান্যন্তরমাস্তে ॥ ১৯৫ ॥

উক্তমেতদখিলমলৌকিকমপি ভগবদিচ্ছয়া স্বীকৃতলোকমধ্য-পাতিত্বং মাংসচক্ষুষো লৌকিকমেব পশ্যন্তি নয়নদোষবশাচ্ছঙ্খমপি পীতমিব ॥ ১৯৬ ॥

ভগবদিচ্ছা তু যথা ॥ ১৯৭

এই ব্রজে অন্যান্য কাননগুলি আম্র, কাঁঠাল, অর্জ্জুনবৃক্ষ, সুপারিবৃক্ষ, নারিকেল অসন বা পিয়াশাল, পলাশ, বট, পাকুড়, খদির, বিল্ব, জম্বু, মধুক বা মৌল, গিরিমল্লিকা, বকুল, নাগকেশর, কেশর, অশোক, বক, পাটলী বা পারুল, স্বর্ণচম্পক এবং চম্পকবৃক্ষ দ্বারা পরিশোভিত ॥ ১৯১ ।

শিরীষ, ধব, শিংশপা বা শিশুগাছ, লকুচ বা মাদার, লোধ্র, কোষাতকী বা ঝিঙা পিয়াল নট বা শ্যোণাক বৃক্ষ, শল্লকী (গজভক্ষ্য-গন্ধবৃক্ষবিশেষ), সরল (পীতবৃক্ষ), শাল, পীলু, কপিত্থ, করমর্দ্দ (করমচা), প্রিয়ক, তিন্দুক (গাবগাছ), আম্রাতক (আমড়া), করীর (বংশাঙ্কুর), করবীর, কদলী, লাবলী প্রভৃতি বৃক্ষদ্বারা ঐ সকল বন পরিশোভিত ॥ ১৯২ ॥

তমাল নবমালিকা, কনকযুথি, যূথিকা, কুরুণ্টক বা পীতঝিণ্টি, লবঙ্গ, দমনক বা দোনাগাছ, অতিমুক্তা বা মাধবীলতা, স্থলপদ্ম, বিচিকিল বা মল্লিকা, কন্দলী (কদলীবিশেষ), প্রিয়ঙ্গুলতা তুলসী প্রমুখ বিচিত্র বীরুধ সমূহ দ্বারা ঐ বনসকল পরিব্যাপ্ত ॥ ১৯৩ ॥

ঐ সকল কাননের মধ্যবর্ত্তী জলাশয় সকলে শ্বেতোৎপল, নীলপদ্ম, রক্তবর্ণ কহ্লার সকল বিরাজিত রহিয়াছে। সরোবরে

চক্রবাক বক সারস কুরর হংস কারণ্ডব প্রভৃতি জলচর পক্ষীগণ সঞ্চরণ করিতেছে। তরঙ্গসঙ্কুল বিমলবারিপূর্ণ বাপিকা তড়াগ সরোবর প্রভৃতি দ্বারা ঐ সকল কানন বিশেষভাবে শোভিত ॥ ১৯৪ ॥

ঐ সকল বনের মধ্যে বৃহদ্বন একতম। ঐ বৃহদ্বনে ব্রজরাজ নন্দের পূর্ব্বোক্তপ্রকার অন্য এক রাজধানী আছে ॥ ১৯৫ ॥

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ব্রজবনের সমস্ত বস্তু অলৌকিক হইলেও ভগবদিচ্ছায় লোকমধ্যে আবির্ভূত রহিয়াছেন। চক্ষুপীড়া-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ যেমন শুভ্রবর্ণ শঙ্খকেও পীতবর্ণ দর্শন করে, সেইরূপ প্রাকৃতলোচনবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ঐ ব্রজবনের অলৌকিক বস্তুসমূহ-কেও লৌকিকরূপে দর্শন করেন ॥ ১৯৬ ॥

ভগবদিচ্ছা এইরূপ যথা— (১) ॥ ১৯৭ ॥

আসাতে পিতৃমাতৃভাবভবিকৌ কৃষ্ণস্য যন্নাধিপা-
বেকো নন্দ ইতি প্রথাম্ পযযাবন্যা যশোদেতি যৌ
তাভ্যাং নিত্যকিশোর এব শিশুবৎ প্রাদুর্ভবন্ মোদতে
লীলায়াঃ কিমশক্যমস্তি ভগবদ্বর্ধস্য লীলানিধেঃ ॥ ১৯৮ ॥
বাৎসল্যমামোদয়িতুং তয়োস্তৎ। শিশুর্ভবন্ পালনলালনাভ্যাম্
অলৌকিকৈরেব সমস্তভাবৈঃ সলৌকিকত্বং স্বয়মেতি লোকে ॥১৯৯॥
গোগোপগোপীনিকরৈ বিলাসোঽলোকেঽপি তস্মিন্ ভবিতুং ক্ষমেত
বল্যাদিলীলাসুরনাশলীলে লোকং বিনা নার্হত এব শোভাম্ ॥২০০॥

শ্রীভগবানকে বাৎসল্যরসামৃত পায়ন দ্বারা আনন্দ দান করিবার জন্য মঙ্গলময়পিতৃমাতৃভাবে বিভাবিত ব্রজরাজ নন্দ ও তন্মহিষী মা যশোদা এই ব্রজে অবস্থান করিতেছেন। স্বয়ম্ভগবান শ্রীকৃষ্ণ

---

(১) (অপ্রাকৃত ভগবল্লীলা অপ্রাকৃত বস্তুর সহযোগ ভিন্ন সম্পন্ন হইবার নহে। সর্ব্ববিলক্ষণ মাধুর্য্যাপাদক ভগবদিচ্ছামাত্রেই এই মহামাধুর্য্যময় বস্তুসকলের প্রকট ও অপ্রকটও ঘটে। এইজন্য এই লীলাকে প্রকট ও অপ্রকট এই দুই প্রকারে বিভক্ত করা হয়। এই দ্বিধাভূত লীলার নিত্যস্থিতিপরিপাটী বর্ণন করিতেছেন।)

নিত্যকিশোর হইলেও তাঁহাদের বাৎসল্যরসামৃতে বিভোর হইয়া শিশুবৎ নিত্য আনন্দানুভব করিতেছেন। কৈশোর ও শৈশব যদিও যুগপৎ এক পদার্থে থাকিতে পারে না, তথাপি লীলানিধি সর্ব্বাবতারী শ্রীকৃষ্ণের লীলাশক্তির অসাধ্য কি আছে? ॥ ১৯৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণপ্রেম মাধব এবং এবং প্রেমিক ভক্তকে যুগপৎ পরম-বিনোদ বা আনন্দ দান করিয়া থাকেন। নন্দ যশোদার প্রদত্ত বাৎসল্যপ্রেমমাধুর্য্যের নির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য অলৌকিক সমস্তভাবসহ আবির্ভূত শ্রীগোবিন্দ লালন ও পালন দ্বারা নন্দ যশোদাকে পরম আনন্দ দিবার জন্য শিশুরূপে ব্রজে অবস্থান করিয়া স্বয়ং লৌকিক ভাব প্রকটন করিয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ১৯৯ ॥

(যদি বলা হয় মধুর রস শ্রীকৃষ্ণলীলায় প্রধান হইলেও বাৎসল্য-রস আস্বাদনের জন্য মাধবের শ্রীবৃন্দাবনে আবির্ভাবের কথা বলা হইল কেন? তাহার উত্তরে বলিতেছেন)—গোগোপ ও গোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের বিলাসমাধুর্য্য প্রপঞ্চাতীত গোলোকধামেও সম্ভব হয়, কিন্তু বাল্য ও পৌগণ্ডলীলা এবং অসুরনাশলীলা ভৌম-বৃন্দাবনধাম ভিন্ন অন্যত্র শোভা পায় না ॥ ২০০ ॥

ইতি আনন্দবৃন্দাবনচম্পূতে ভগবৎস্থানবল্লীবিস্তারে প্রথম স্তবক সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীগোপালচম্পূঃ

দ্বিতীয় স্তবকঃ

অথ তয়োঃ পিত্রোস্তথাবিধসৌভাগ্যমেধয়িতুং রাজন্যাপদেশ-স্থরেতরদুর্ধপায়ুভানির্ভরভজ্যমানবপুষো ধরণীদেব্যাঃ পরমাভীল-মাভীলমালোক্য পরিদূনেন পরমেষ্ঠিনা নিবেদিতক্ষীরোদশায়ি-বিজ্ঞাপিমাত্মানঞ্চ লৌকিকলীলয়া রসায়িতুমবতিতীর্ষুরবানতলেঽপি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সকলমুক্তপ্রকারমাবির্ভাবয়ামাস ॥ ১ ॥

বিশেষতস্তূক্তপ্রকারাণাং নিত্যসিদ্ধানাং গোপতাহতৃণাং লোক-মধ্যাবির্ভাবসময়ে সমমেব তৎকামকামিতাঃ শ্রুতয়ো মুনয়শ্চ দণ্ডকারণ্য-বাসিনঃ সীতাসখস্য দাশরথের্বিলাসমালোক্য তথা জাতমনোরথাস্তত্তৎ-সাধনৈঃ সিদ্ধদশামাপদ্যমানাস্তত্তৎসৌভাগ্যভাজনং বপুরাসাদ্য উক্ত-প্রকারাণাং দ্বিতীয়গোপমিথুনানাং ভবনে প্রাদুরভুবন্ ॥ ২ ॥

যোগমায়া চ ভগবতী ভগবতো নিরুপমা শক্তিরশেষদুর্ঘটঘটনা-পটীয়স্ত্বমুররীকৃত্য ভগবৎপ্রেয়সৈব তত্কালক্ষ্যবিগ্রহৈবাবততার ॥৩॥

তত্র তাবদ্বৃহদ্বন এব ভগবদবতারতঃ প্রাগেব শ্রীনন্দাদয়োঽ-বতীর্ণাঃ। ভগবদবতারানন্তরং ভগবতঃ সখায়ঃ প্রেয়স্যশ্চ নিত্যসিদ্ধাঃ। অনন্তরং দ্বিবিধা অপ্যন্যা ইতি ॥ ৪ ॥

এবমাসন্নে ভগবদবতারসময়ে চিরসময়সমুপসীদদ্দয়িতা দয়িতা ইব হর্ষভরপৃথ্বী পৃথ্বী ॥ ৫ ॥

ভগবদুপাসকমনাংসীব সুপ্রসন্নানি মোদিতভুবনানি ভুবনানি ।৬।

পাঞ্চজন্য ইব দক্ষিণাবর্ত্তঃ সমুজ্জ্বলনো জ্বলনোঽপীতি ॥ ৭ ॥

ভগবজ্জনাঙ্গসঙ্গ ইব শীতলস্নিগ্ধমধুরো জগৎপবনঃ পবনঃ ॥৮॥

ভববক্তক্তহৃদয়মিব নৈর্ম্মল্যপুষ্করং পুষ্করম্ ॥ ৯ ।

হরিভজনজনজননানীব সদা সুফলানি নিরাকুলানি কুলানি বিট-পীনাম্ ॥ ১০ ॥

দ্বিতীয় স্তবকে শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা মথুরা এবং বৃহদ্বনে বর্ণিত হইবে। অনন্তর স্বয়ম্ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পিতামাতা শ্রীনন্দ ও শ্রীযশোদার তাদৃশ সৌভাগ্য বর্দ্ধন করিবার জন্য ভূতলে আবির্ভূত হইতে ইচ্ছা করেন। ইহা ভগবদবতরণের একটি হেতু। ক্ষত্রিয়রা জনাম কিকে

জাত অসংখ্য দৈত্যযূথপতিগণের অতিশয় ভারে ভজ্যমানবপু ধরণী দেবীর অত্যন্ত ভয়ানক ক্লেশ অবলোকন করিয়া একান্ত ব্যথিত ব্রহ্মা ক্ষীরোদশায়ীকে ধরণীর ক্লেশ মোচনের জন্য নিবেদন করিলেন। ক্ষীরোদশায়ীর দ্বারা বিজ্ঞাপিত হইয়া স্বয়ম্ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লৌকিক-লীলায় প্রেমরসনির্যাস আস্বাদনে আপনাকে রসিত করিবার জন্য অবনীতলে অবতরণের ইচ্ছা করিয়া নিজ নিত্যসিদ্ধ পার্ষদসকলকে পূর্বোক্ত প্রকারে আবির্ভাবিত করিলেন ॥ ১ ॥

তবে উক্ত প্রকার অপ্রকটলীলা হইতে প্রকটলীলার বিশেষ এই মাত্র যে উক্তপ্রকার নিত্যসিদ্ধা গোপদুহিতা শ্রীরাধা শ্রীচন্দ্রাবলী প্রভৃতির লোকমধ্যে আবির্ভাবের সমকালেই গোপীভাব-অবলম্বনে শ্রীমাধবসেবার আকাঙ্খা করিয়া শ্রুতিগণ মুনিগণ গোপবালামূর্ত্তিতে ব্রজমণ্ডলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। দণ্ডকারণ্যবাসী সীতানাথ শ্রীরামচন্দ্রের বিলাস অবলোকন করিয়া শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রজাপক মুনিগণের হৃদয়ে গোপীভাব অবলম্বনে শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করিবার জন্য ঐ প্রকার মনোরথ জাত হয়। তাঁহারা অভীষ্টপূরণযোগ্য শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ সেই সেই সাধন অবলম্বনে সিদ্ধদশা প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই প্রকার সৌভাগ্য-ভাজন দেহ লাভ করিয়া উক্ত প্রকার শ্রীনন্দমহারাজের জ্ঞাতিত্বসম্বন্ধ-বর্জ্জিত দ্বিতীয় গোপমিথুনগণের ভবনে প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ২ ॥

অশেষবিশেষদুর্ঘটসঙ্ঘটনাপটীয়সী শ্রীভগবানের নিরুপমা শক্তি ভগবতী যোগমায়াও ভগবৎপ্রেরিতা হইয়া সেই গোকুলে অলক্ষ্য-বিগ্রহে অবতরণ করিলেন ॥ ৩ ॥

সেই বৃহদ্বনে শ্রীভগবদবতরণের পূর্ব্বেই শ্রীনন্দাদি গোপবৃদ্ধগণ ও শ্রীযশোদাদি গোপীগণ সেখানে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। শ্রীভগবদ-বতারের অনন্তর শ্রীদামাদি সখাগণ এবং শ্রীরাধাদি নিত্যসিদ্ধা প্রেয়সীগণ অবতীর্ণ হন। অনন্তর অন্য সাধনসিদ্ধা শ্রুতিচরী ও মুনি-চরী গোপীগণ আবির্ভূতা হন ॥ ৪ ॥

এইরূপে শ্রীভগবদবতরণের কাল নিকটাগত হইলে 'বহু দিবস

পরে পতিকে আসিতে দেখিলে পতিব্রতা পত্নী যেমন বিপুল আনন্দে মগ্না হয়' সেইরূপ পৃথিবী পরমানন্দসাগরে নিমগ্না হইলেন ॥ ৫ ॥

শ্রীভগবদুপাসকগণের চিত্ত যেমন সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বদা সুপ্রসন্ন থাকে, সমস্ত ভুবন সেইরূপ সাধুগণকে আমোদিত করিয়া প্রসন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিল ॥ ৬ ॥

শ্রীবিষ্ণুশঙ্খ পাঞ্চজন্য যেমন দক্ষিণাবর্ত্ত, প্রজ্বলিত অগ্নিও সেইরূপ দক্ষিণাবর্ত্তে শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৭ ॥

শ্রীহরিভক্তজনের অঙ্গস্পর্শ যেমন সকল তাপের অবসান ঘটাইয়া জগৎ পবিত্র করিয়া দেয়, শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের মাধুর্য্যে দেহ মন শীতল স্নিগ্ধ মধুময় করিয়া দেয়, পবনও সেইরূপ সমস্ত জগৎ পবিত্র স্নিগ্ধ ও মধুময় করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল ॥ ৮ ॥

ভগবদ্ভক্তের চিত্ত যেমন শ্রীকৃষ্ণপ্রেমের স্পর্শে প্রাকৃত জগতের সমস্ত মালিন্যশূন্য হইয়া বিরাজিত থাকে, সেইরূপ ঐ সময় পুষ্কর বা আকাশপ্রদেশ 'নৈর্ম্মল্যপুষ্কল' বা একান্ত নির্ম্মলরূপে শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৯ ॥

শ্রীহরিকে ভজনাকারী জনের জন্ম যেমন সাংসারিক বিষয়ে আকুলতাশূন্য হইয়া পরম শুভফল দান করে, সেইরূপ এই সময় বিটপীসমূহও প্রফুল্ল ও সুফলযুক্ত হইয়া শোভা পাইতে লাগিল ॥ ১০ ॥

বিবুধদ্রুহামায়ুষ ইবাপলিতানি পলিতানি ॥ ১১ ॥

ফলোন্মুখানীব দিবিষদামাশালতানিকুরম্বানি কুরম্বানি । ১২ ॥

হরিত্তো লব্ধপ্রসাদা হরিতো লব্ধপ্রসাদা মনোবৃত্তয় ইব ভাগবতানাম্ ॥ ১৩ ॥

মন্ত্রৌষধমণিভিরপহৃতানীব ধরণ্যাঃ কিল্বিষাণি বিষাণি । প্রাণিনামেব দুঃখানি প্রশমিতানি শমিতানি ভুবনজনমনাংসি ॥ ১৪ ॥

প্রবর্ত্তিতমিব জনানামঙ্গলতামঙ্গলতারুণ্যেন উল্লসিতমিব সকলগুণভাজনেন সভাজনেন । ১৫ ॥

ফলিতমিব সকলভুবনজনানাং সুকৃতেন সুকৃতেন । উন্মিলিতা-

নীব চক্ষুষ্মতাং চক্ষুষামশাতানি শাতানি ॥ ১৬ ॥

এবং পরিপূর্ণমঙ্গলগুণতয়া দূষণদ্বাপরান্তে দ্বাপরান্তে নিরস্ত-রালভাদ্রপদে ভাদ্রপদে মাসি মাসিতে পক্ষেঽপক্ষেঽপরহিতে হিতে রসময়ে সময়ে গুণগণারোহিণীং রোহিণীং সরতি সুধাকরে সুধাকরে যোগে ॥ ১৭ ॥

যোগেশ্বরেশ্বরো মধ্যে ক্ষণদায়াঃ ক্ষণদায়াঃ পূর্ণানন্দতয়া জীবব-জ্জননীজঠরসম্বন্ধাভাবাদ্বন্ধাভাবাচ্চ কেবলং বিলসৎকরুণয়াঽরুণয়া তথাখিললীলাবিলাসিকয়া কয়াচন পুরন্দরাদগঙ্গনোৎসঙ্গ ইব রজনী-কর স্বপ্রকাশতয়া প্রাদুর্ভাবমেব ভাবয়ন্ ॥ ১৮ ॥

ঐ সময় বিবুধদ্রোহী অসুরগণের পরমায়ুর জরাবিকৃতিরূপ আসন্ন মৃত্যুচিহ্ন যেন 'আপালত' বা নিকটাগত হইল। ১১ ॥

স্বর্গবাসী দেবগণের আশালতাসমূহ যেন ফলোন্মুখ হইয়া 'কু' বা পৃথিবীতে লম্বমান হইল। ১২

ভগবদ্ভক্ত জনগণের চিত্ত শ্রীহরির অনুগ্রহ লাভ করিয়া যেমন প্রসন্ন হইয়া থাকে, সেইরূপ ঐ সময় দিক্‌সমূহ নির্ম্মল হইয়া উঠিল ॥ ১৩ ॥

মাধবের আবির্ভাবসময় নিকটাগত হওয়ায় দুর্ভাগ্যফলে পাপিষ্ঠ অসুরসমূহের দ্বারা উপদ্রুতা পৃথিবীর বিষদাহ যেন মন্ত্র ও ঔষধি-প্রভাবে প্রশমিত হইয়া গেল। প্রাণিগণের সমস্ত দুঃখ প্রশমিত হইল। ভুবনবাসী সকল জনের মনই গোবিন্দধ্যানরূপ কল্যাণ লাভ করিল ॥ ১৪ ॥

শ্রীগোবিন্দের অকিঞ্চন ভক্তরূপ সভ্যজন যেমন সকল গুণের দ্বারা সভাজিত বা স্তবনীয় হইয়া উল্লাস প্রাপ্ত হন, সেইরূপ শ্রীভগবানের আবির্ভাবকাল নিকটাগত হইলে সকল জনের অঙ্গলতা মঙ্গলতারুণ্যে উল্লাসপ্রাপ্ত হইল ॥ ১৫ ॥

ঐ সময় সকল ভুবনবর্ত্তী জনের সুষ্ঠুকৃত সুকৃত বা পুণ্যসমূহ যেন ফলবান হইয়া উঠিল। তাহাদের চক্ষুর 'শাত' বা সুখসকল

অশাত বা প্রবল হইয়া উঠিল ॥ ১৬ ॥

এইরূপে দ্বাপর যুগের শেষে দূষণ (দ্বাপর) বা সন্দেহ বিনষ্ট হইলে মঙ্গলগুণে বিশ্ব পূর্ণ হইলে (নিরন্তরাল) নিবিড় (ভাদ্র) কল্যাণসমূহের পদ বা আশ্রয়স্বরূপ ভাদ্রপদ মাসের কৃষ্ণপক্ষে, ক্ষ বা রাত্রিচর পীড়াদায়ক জীবগণ অপগত হইলে পরম হিতকর এবং রসময় সময়ে সুধাকর গুণময়ী রোহিণী নক্ষত্র প্রাপ্ত হইলে 'সুধাকর' বা আয়ুষ্মানযোগে ॥ ১৭ ।

কর্ম্ম বন্ধনের অভাব এবং পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপহেতু যোগেশ্বরেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের কর্ম্মবশ জীবের ন্যায় জননীজঠরের সম্বন্ধ ঘটে না। কেবল সর্ব্ব জীবের প্রতি অনুরাগ ও কারুণ্যবিলাসহেতু তথাবিধ অনির্ব্বচনীয়লীলাশক্তিরূপা আশা বা দিশার দ্বারা প্রেরিত হইয়া পূর্ব্বদিকে রজনীকর সমুদিত হইলে উৎসবদায়িনী রজনীর মধ্যভাগে সেই স্বপ্রকাশ প্রভু আপনাকে প্রকটিত করিলেন ।। ১৮ ।।

অগ্রে পূর্ব্বপূর্ব্বজনিজনিততপঃসৌভাগ্যফলেনোপলব্ধপিতৃমাতৃভাবয়োঃ শ্রীবসুদেবদেবক্যো বাসুদেবস্বরূপেন আবির্ভাবং ভাবয়িত্বা স্তনন্ধয়ত্বাভিমানমেব ক্ষণং তয়োঃ প্রকটয্য পশ্চান্নিত সিদ্ধপিতৃমাতৃভাবয়োঃ শ্রীনন্দযশোদয়োরপি শ্রীগোবিন্দস্বরূপেণ স্বরূপেণ তনয়তামাসসাদ । ১৯ ।।

তদনু কংসভিয়া বসুদেবানীত বাসুদেবরূপেণ সহৈক্যং গতে সতি তত্র শঙ্খচক্রাদ্যঙ্করূপেণ করচরণয়োরেব স্থিতান কৌস্তুভবেণুবনমালাঃ সহাবতীর্ণা অপি সময়ং প্রতীক্ষ্যমাণা অলক্ষ্য তত্রৈব স্থিতাঃ ।। ২০ ।।

তত্র চ পূর্ব্বমেব নৃশংসকংসভিয়া দেবকীতরভার্য্যাকদম্বস্য স্থানান্তরপ্রাপনবিধৌ বসুদেবেন প্রিয়সখস্য শ্রীব্রজরাজস্য ভবন এব প্রাপিতায়াং শ্রীরোহিণীদেব্যাং দেবক্যাঃ সপ্তমে গর্ভে ভগবতো ধামবিশেষে শ্রীসঙ্কর্ষণে ভগবদিচ্ছয়ৈব ভগবত্যা যোগমায়য়া তদ্‌গর্ভং প্রাপিতে সতি সময়ে সাপি তত্রৈব ভগবদবতারাৎ প্রাগেব তমজীজনৎ ॥ ২১ ॥

প্রথমে পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্ম তপস্যার দ্বারা যাঁহারা শ্রীভগবানের পিতৃমাতৃভাব উপলব্ধির সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন সেই বসুদেব ও দেবকীর সম্বন্ধে বাসুদেব স্বরূপে আবির্ভাব প্রকাশ করিয়া ক্ষণকাল তাঁহাদের স্তনন্ধয়ত্ব বা পুত্রত্ব অভিমান প্রকট করিয়া পশ্চাৎ যাঁহাদের পিতৃমাতৃভাব নিত্যসিদ্ধ সেই শ্রীনন্দ ও যশোদার সম্বন্ধেও শ্রীগোবিন্দ-স্বরূপে পুত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

তাহার পর কংসভয়ে বসুদেব বাসুদেবকে নন্দগৃহে আনয়ন করিলে তাহার সহিত শ্রীগোবিন্দ একতা প্রাপ্ত হইলেন। তখন বাসুদেবের সহিত আবিভূ্ত শঙ্খচক্রাদি শ্রীগোবিন্দের করচরণে শঙ্খ-চক্রাদি চিহ্নরূপে স্থিত হইল। কৌস্তুভ বেণু বনমাল্য শ্রীগোবিন্দের সহিত আবির্ভূত হইলেও শ্রীগোবিন্দসেবার সময় প্রতীক্ষা করিয়া অলক্ষ্যরূপে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২০ ॥

প্রথমে নৃশংস কংসভয়ে বসুদেব দেবকী ভিন্ন অন্য ভার্য্যা-সকলকে স্থানান্তরে পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়া প্রিয়সখা ব্রজরাজ শ্রীনন্দের ভবনে শ্রীরোহিণীদেবীকে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীভগবানের ধাম-বিশেষ দেবকী দেবীর সপ্তম গর্ভ স্বরূপ শ্রীসঙ্কর্ষণ ভগবদিচ্ছায় ভগবতী যোগমায়াদ্বারা রোহিণীদেবীর গর্ভে শ্রীবলদেবরূপে আবির্ভূত হইলেন ২১ ॥

আত্মারামানমধুরচরিতৈর্ভক্তিযোগে বিধাস্য-
ন্নানালীলারসরচনয়ানন্দয়িষ্যন্ স্বভক্তান্।
দৈত্যানীকৈর্ভুবমতিতরাং বীতভারাং করিষ্যন্
মূর্ত্তানন্দো ব্রজপতিগৃহে জাতবৎ প্রাদুরাসীৎ ॥ ২২ ॥

আবির্ভূতিসমকালমেব যোগমায়ামায়াসন্নাহিত্যেনৈব সম্পাদয়ন্মণিভিত্তিভিত্তিমিতভনুচ্ছায়াচ্ছায়ামিষেণ সচ্চিদানন্দগুণনিকায়-কায়ব্যূহমিব নিদধানঃ কুসুমসুষমাভরপরাজিতাহপরাজিতাবল্লিমণ্ডপ-মিব পরমরমণীয়তাসূতিসূতিকাসদনং সদনন্দয়ৎ ॥ ২৩ ॥

নিজ মধুর লীলামাধুরী আস্বাদন করাইয়া আত্মারাম ও পরম-

ভক্তগণকে নানালীলারসরচনার দ্বারা আনন্দিত করিবার জন্য, দৈত্যসেনার দ্বারা অতিভারে আক্রান্ত পৃথিবীকে ভারমুক্ত করিবার জন্য সেই আনন্দঘন ভগবান মূর্ত্তিমান হইয়া ব্রজপতি নন্দের গৃহে প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ২২ ॥

যখন যশোদাদুলাল অপরূপ শ্যামল কান্তি প্রকটন করিয়া সূতিকাগৃহে আবির্ভূত হইলেন, খণ্ড খণ্ড মণিদ্বারা নির্ম্মিত ভিত্তিতে তাহার প্রতিচ্ছায়া পড়িয়া অসংখ্য শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিতে রমণীয়তার আস্পদ সূতিকাগৃহ আনন্দে পূর্ণিত হইল। মনে হইতেছিল নিজ শক্তি যোগমায়া যেন তাঁহার সচ্চিদানন্দগুণশ্রেণীযুক্ত অসংখ্য কায়বূহ প্রকটন করিয়া কুসুমকুলসুষমারাশিতে পরাজিত (পরা + অজিত) অর্থাৎ পরাক্রান্ত অপরাজিতামণ্ডপের ন্যায় সেই সূতিকা গৃহ সাজাইয়া দিয়াছেন ॥ ২৩ ॥

ততশ্চ—অনাঘ্রাতং ভৃঙ্গৈরনপহতসৌগন্ধ্যমনিলৈ-

রনুৎপন্নং নীরেষ্বনুপহতমুর্ম্মীকণভরৈঃ

অদৃষ্টং কেনাপি ক্বচন চ চিদানন্দরসো

যশোদায়াঃ ক্রোড়ে কুবলয়মিবৌজস্তদভবৎ ॥ ২৪ ॥

নিদ্রানে সতি সূতিকাপরিজনে মাত্রা সমং সর্ব্বতঃ।

সদ্যোজাতশিশুস্বভাবসরসং চক্রন্দ বালো হরিঃ

ওঁঙ্কারঃ কিমিনাতনোদ্ভবতঃ কণ্ঠোপকণ্ঠং গত-

স্তল্লীলোৎসবকর্ম্মনোঽস্য মহতঃ প্রাক্ মঙ্গলদ্যোতনাম্ ॥ ২৫ ॥

অথ তস্য করোদনস্বনমাকর্ণ্য তৎকালজাগরিতা ব্রজপুরন্ধ্রয়ঃ। অভ্যক্তমিব সুরভিতমস্নেহেন উদ্বর্ত্তিতমিব সৌরভ্যেন স্নাতমিব মাধুর্য্যেন মার্জ্জিতমিব লাবণ্যেন ২৬ ॥

অনুলিপ্তমিব সৌন্দর্য্যেন ভূষিতমিব ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যা পূজিতমিব ভবনদেব্যা গন্ধফলীভিরিব সূতিপ্রদীপকলিকাপ্রতিচ্ছায়াভিঃ। স্তোকানামপ্যবয়বকিসলয়ানামোজসা কুর্ব্বন্তমিব কুবলয়কলিকায়মানানি সূতিপ্রদীপনিকুরম্বানি ॥ ২৭ ॥

অঙ্কুরমিব নবনীলমণীন্দ্রস্য পল্লবমিব তমালস্য কন্দলমিব নবাম্ভোদস্য কস্তুরিকাতিলকমিব ত্রৈলোক্যলক্ষ্ম্যাঃ সিদ্ধাঞ্জনমিব সৌভাগ্যসম্পদঃ ॥ ২৮ ॥

সরসীকুর্ব্বন্তমরিষ্টমপি সকলারিষ্টশমনং বালকমপি নবালকং মৃদুমধুরতরকরশাখাভিভগবল্লক্ষণানি মৎসাঙ্কুশাদিলক্ষণানি গোপয়িতুমিব মুষ্টীকৃতকরকমলকোরকমুত্তানশায়িনং মুকুলিতাক্ষমৈক্ষিষত ॥২৯॥

অনন্তরমাসামেব হর্ষনিস্বনেন জাগরিতা জননী চ—
জ্ঞাত্বা জাতমপত্যমীক্ষিতুমথ ন্যঞ্চত্তনুস্তত্তনা-
রালোক্য প্রতিবিম্বিতাং নিজতনুমন্যেতি শঙ্কাকুলা।
গচ্ছারাদিতি তন্নিরসনপরা পশ্যন্ত্যমুষ্যাননং।
মুক্তাহারমিবোপঢৌকিতবতী স্নেহাশ্রুণো বিন্দুভিঃ ॥ ৩০ ॥

মুক্তদ্বারপথে অসংখ্য ভক্তভ্রমর গুঞ্জন করিতে করিতে ছুটিয়া আসিলেন। তাঁহাদের মনে হইতেছিল বুঝি ভৃঙ্গজাতির চির অনাঘ্রাত অপূর্ব্ব মধুময় কমলপুঞ্জে সেই গৃহ পূর্ণ হইয়াছে। অপরূপ সুরভিতে দিগন্ত পূর্ণ। এ সুরভি গন্ধবহ বায়ুর চির অপরিচিত। (ভক্তগণ পূর্ব্বে ভক্তিযোগে শ্রীনারায়ণকে উপাসনা করিয়া তাহার মাধুর্য্য আস্বাদনে সমর্থ হইয়াছেন; কিন্তু সর্ব্বাংশী স্বয়ম্ভগবানের মহামাধুর্য্য আস্বাদন করিতে পারেন নাই। অনিল যেমন সর্ব্বপুষ্পের গন্ধ অপহরণে সমর্থ, কবীশ্বরগণ তেমনি সর্ব্ব ভগবৎস্বরূপের মাধুর্য্যাবিষ্করণে সমর্থ ছিলেন; কিন্তু স্বয়ম্ভগবানের আবির্ভাবিত এই মহামাধুর্য্য তাহারাও পূর্ব্বে অনুভব করিতে পারেন নাই।) এই অপূর্ব্ব কমল কোনও দিন নীরতুল্য প্রাকৃত জগতে জাত হয় নাই। মায়াসাগরের উর্ম্মিতুল্য প্রপঞ্চগত গুণতরঙ্গের দ্বারা কোনও দিন এই কমল স্পৃষ্ট হয় নাই। অধিক কি বলিব বৈকুণ্ঠগত চিদানন্দসরোবরেও এই কমল কখনও কাহারও দ্বারা দৃষ্ট হয় নাই। সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তানন্দ তেজস্বরূপ নীল কমল আজ চিদানন্দের সরোবররূপা মা যশোদার ক্রোড়ে শোভা পাইতেছেন ॥ ২৪ ॥

যোগমায়ার প্রভাবে গৃহপরিজন গাঢ় নিদ্রিত। মাও ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। (ইহার মধ্যে কখন বসুদেব আসিয়া বাসুদেবকে যশোদাগৃহে রাখিয়া গিয়াছেন, কখন যে তিনি স্বয়ম্ভগবান শ্রীকৃষ্ণে মিলিত হইয়াছেন—কেহই অবগত নহে)। এখন বাৎসল্যরসের আলম্বন গোপীগণকে প্রবোধিত করিবার জন্য বালমূর্ত্তি হরি শিশু-স্বভাবে ক্রন্দন করিলেন। শ্রীভগবানের সুমহৎ লীলোৎসবকর্ম্মের পূর্ব্বে মঙ্গলদ্যোতনার জন্যই বুঝি শ্রীহরির কণ্ঠে পবিত্র ওঙ্কার ধ্বনিত হইল॥ ২৫॥

অনন্তর তাঁহার অব্যক্ত মধুর রোদনস্বর শ্রবণ করিয়া বাৎসল্য-ময়ী ব্রজরমণীগণ জাগ্রত হইয়া বালগোপালকে দর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাদের মনে হইতেছিল—অন্য জাত বালককে তৈলাদি-দ্বারা অভ্যক্ত করিতে হয় কিন্তু এই যশোদানন্দন সুরভিতম স্নেহের দ্বারা (বাৎল্যরসপরিণামবিশেষ) যেন স্বয়ংই অভ্যক্ত হইয়া আছেন। মৃগময় কস্তুরী হইতেও অপরূপ স্বতঃসিদ্ধ সুরভি ইহার অঙ্গে। কে যেন অতুল সুরভিতে ইহার অঙ্গ উদ্বর্ত্তিত করিয়াছে। নবজাত বালককে জলাদি প্রক্ষালন দ্বারা স্নান করাইতে হয়, কিন্তু এই বালককে মাধুর্য্য দিয়াই কে যেন চিরন্তন স্নান করাইয়া রাখিয়াছে। ইহার সর্ব্বাঙ্গে মাধুর্য্য ঝরিয়া পড়িতেছে। অন্য বালকের মার্জ্জনাদি দ্বারা কিছু অঙ্গ-লাবণ্যের প্রকাশ হয়, কিন্তু এই বালক লাবণ্যামৃতের দ্বারাই চিরতরে মার্জ্জিত হইয়া রহিয়াছে॥ ২৬।

চন্দন ও অপূর্ব্ব কুঙ্কুমাদির পরিপাটী অনুলেপনে কে যেন ইহাকে সাজাইয়া রাখিয়াছে। শোভাময়ী ত্রৈলোক্যলক্ষ্মী বুঝি মনের আনন্দে ইহাকে অপরূপ সৌন্দর্য্যে ভূষিত করিয়াছেন। গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেন সূতিগৃহের প্রদীপকলিকাতুল্য চম্পককোরকের দ্বারা ইহাকে পূজা করিতেছেন। এই বালকের ক্ষুদ্র অঙ্গপল্লবের তেজোদ্বারা সূতিকা গৃহের দীপগুলি যেন নীলোৎপলকলিকার ন্যায় শোভাময় হইয়া উঠিয়াছে॥ ২৭॥

তাহাদের মনে হইতেছিল—ইহা বুঝি শ্রেষ্ঠতম নীল-মণির অঙ্কুর অথবা তমালতরুর নবপল্লব হইবে অথবা নব-জলধরের কন্দল বা নবাঙ্কুর হইবে। ইহা যেন ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর কস্তুরীগন্ধময় সৌভাগ্যতিলক অথবা সৌভাগ্যসম্পদের সিদ্ধাঞ্জনই হইবে ॥ ২৮ ॥

এই বালক অরিষ্ট বা সুতিকামন্দিরকেও অলৌকিক রসা-নন্দে পূর্ণ করিয়া দিয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডের সকল অরিষ্ট বা অশুভ বুঝি এই বালক নাশ করিবে। বালকমূর্ত্তি হইলেও সুন্দর অলকাবলী ইহার মুখে কেমন শোভা পাইতেছে দেখ। অতি সুকোমল মধুরতর করশাখা বা অঙ্গুলিগুলি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে কেন? পরম সৌভাগ্যসূচক মৎস্য অঙ্কুশাদি চিহ্ন-গুলি গোপনের জন্যই যেন কোমলকোরকতুল্য করদুখানি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে; এইভাবে সেই মুদিতনয়ন উত্তান-শায়ী বালকমূর্ত্তি শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া তাঁহারা আনন্দকোলা-হল করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

তাঁহাদের আনন্দকোলাহলে জননী যশোদাও জাগরিতা হইলেন। নিজ পুত্র হইয়াছে জানিয়া যেমন তাঁহাকে দেখি-বার জন্য আপনার শরীর নীচু করিয়া চোখ ফিরাইলেন, অমনি বালকের নীলমণিদর্পণতুল্য স্বচ্ছ অঙ্গে প্রতিফলিত নিজ প্রতিচ্ছায়া দেখিয়া মা যশোদা চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে হইল এ বুঝি জাতহারিণী কোনও গ্রহ রাক্ষসী হইবে। তাই শঙ্কাকুলহৃদয়ে নৃসিংহ মন্ত্র স্মরণপূর্ব্বক কম্পিত-কণ্ঠে 'দূর হইয়া যাও' এইরূপ বলিতে লাগিলেন। তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাসের যোগে সেই নীলমণিদর্পনে নিজ প্রতিবিম্বের অদর্শন হইলে বালকের মুখকমল দর্শন করিতে করিতে প্রেমা-শ্রুর বিন্দুতে যেন নিজ সন্তানকে মুক্তাহার উপঢৌকন প্রদান করিলেন ॥ ৩০ ॥

অথ কস্তুরীকর্দ্দমমিব শ্যামোদধিমথনসমুত্থিতনবনীত-পিণ্ডমিব মৃগমদরসমেচকিতং পয়ঃফেনশকলমিব সুকুমারতনু-রপি সম্ভাব্যমাননিজতনুপারুষ্যভয়েন স্বাঙ্কমারোপয়িতুং বিভ্যতীব ক্ষণমবনততনুরেব স্নেহস্নুতপয়োধরাগ্রমধরপুটে বিন্যস্য পয়ঃ পায়য়ামাস ॥ ৩১ ॥

তদনু ব্রজপুরপুরন্ধ্রীভিরভিতঃ শিক্ষ্যমাণা নিজাঙ্কমারোপ্য পুনঃ পয়োধরং পায়য়ন্তী স্নেহাবেগেন নিরাবাধরীয়মানং মূর্ত্ত-মমৃতরসমিব স্তনরসমশেষপানাসমর্থতয়া মৃদুলবিম্বাধরপ্রান্ততো নিপত্য কপোলতলমাপ্লাবয়ন্তং তমথ চীনতরাঞ্চলেন নিঃসার-য়ন্তী স্তনদানতো বিরম্য সাদরং সস্নেহং তমালোকয়ন্তী চ পরমবিস্ময়মাপন্না ॥ ৩২ ॥

নীলমণিনেব সকলাবয়বানাং কুরুবিন্দেনেব বিম্বাধরস্য কমলরাগেণেব পাণিপাদস্য শিখরমণিনেব নখরনিকরস্য নির্ম্মাণমিতি মত্বা কদাচিন্মণিময়োঽয়মিতি বা ॥ ৩৩ ॥

ইন্দীবরেণেব সকলাবয়বস্য বন্ধুকেনেব বিম্বাধরৌষ্ঠস্য জপাকুসুমেনেব পাণিপাদস্য মল্লীকোরকেণেব নখরনিকর-স্যেতি কদাচিদয়ং কুসুমময়ো বা কেনাপি নিরমায়ি ন মমায়ং তনুজ ইত্যসম্ভাবনয়া বিতর্কয়ন্তী ॥ ৩৪ ॥

বক্ষসি দক্ষিণভাগে মৃণালতন্তুক্ষোদসোদরসুভগসুস্নিগ্ধ-শ্রীবৎসাখ্যরোমরাজিলক্ষ্মলক্ষয়িত্বা স্তনরসকণনিপাতবিন্যাস-বিশেষোঽয়মিতি পুনরপি মৃদুতরচীনসীচয়াঞ্চলেনাপসারয়ন্তী যদা তন্নাপসরতি তদা কিমপীদং মহাপুরুষলক্ষণমিতি চিন্ত-য়ন্তী ॥ ৩৫ ॥

মায়ের মনে হইতেছিল ইহা বুঝি পুঞ্জীভূত কস্তুরীকর্দ্দম কিম্বা শ্যামবর্ণ অমৃতসাগরমন্থনোদ্ভূত নবনীতপিণ্ড অথবা মৃগমদের রসে মেচকিত বা শ্যামলীকৃত দুগ্ধফেনখণ্ড হইবে। মূর্ত্তবাৎসল্যরসরূপিনী মা যশোদা যদিও নিজে শ্রীকৃষ্ণের

লালনযোগ্য অতি সুকুমার তনু ছিলেন, তথাপি নিজ বালকের অঙ্গসৌকুমার্য্য নিরীক্ষণ করিয়া স্নেহবশতঃ নিজতনুর কঠোরতা অনুমান করিয়া আমার ক্রোড়ের স্পর্শে ইহার সুকুমার অঙ্গে ব্যথা লাগিতে পারে এই আশঙ্কায় কিছুক্ষণ অবনত-দেহা হইলেন। তখন স্নেহে তাঁহার পয়োধরে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল। সেই পয়োধরের অগ্রভাগ সন্তর্পণে শিশুর মুখে অর্পণ করিয়া স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন ॥ ৩১ ॥

তাহার পর পতিপুত্রবতী ব্রজরমণীগণের শিক্ষানুরূপ পুত্রকে আপনার ক্রোড়ে আরোপণ করিয়া পুনরায় স্তন্যপান করাইতে লাগিলেন। স্নেহাবেগে অবাধে ক্ষরিত মূর্ত্ত অমৃত-রসের ন্যায় সেই স্তনদুগ্ধ বালকরূপী শ্রীহরি সমগ্র পান করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন তাহা বালকগোপালের মৃদুল বিম্বাধরের প্রান্ত দিয়া পতিত হইয়া গণ্ডতল আপ্লাবিত করিল। মা যশোদা অতিসুক্ষ্মতর বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাহা নিঃসারণ করিতে করিতে স্তন্যদান হইতে বিরত হইয়া অতি আদরে ও স্নেহে বালককে দর্শন করিতে করিতে পরম বিস্মিতা হইলেন ॥ ৩২ ।

মা দেখিতে লাগিলেন ইহার সকল অবয়ব যেন নীলমণির দ্বারা নির্ম্মিত হইয়াছে। বিম্বাধর কুরুবিন্দমণিদ্বারা বিরচিত। পদ্মরাগমণির দ্বারা ইহার পানিপাদ ও শিধরমণি (দাড়িম-বীজের বর্ণবিশিষ্ট মণিবিশেষ) দ্বারা ইহার নখরনিকরের রচনা হইয়াছে। তবে কি এই বালক মণিময়ী প্রতিমা !!৩৩॥

(তাই বা কেমন করিয়া হইবে ! মণিময়ী মূর্ত্তি হইলে এত সুকোমল হইবে কেমন করিয়া ! ইহা যেন পুষ্পনির্ম্মিত সুন্দর প্রতিমা বলিয়া মনে হইতেছে) নীলকমলদ্বারা ইহার সকল অবয়ব ও বন্ধুকপুষ্পদ্বারা ইহার বিম্বাধর রচিত হইয়াছে। জবাকুসুমে ইহার পানিপাদ ও মল্লিকাকোরকের দ্বারা ইহার নখরনিকর নির্ম্মিত হইয়াছে। রাশি রাশি ফুল দিয়া কোনও

সুনিপুণ শিল্পী এই প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছে। এ বালক আমার পুত্র নহে—এই প্রকারে ব্যাকুলহৃদয়ে বিতর্ক করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

বক্ষের দক্ষিণপার্শ্বে সুক্ষ্ম মৃণালতন্তুর চূর্ণের ন্যায় সুন্দর সুস্নিগ্ধ শ্রীবৎসাখ্য দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলী দর্শন করিয়া তাহা স্তনরসকণনিপাতচিহ্ন মনে করিয়া পুনরায় মুহূর্ত্তর অতিসুক্ষ্ম-বস্ত্রাঞ্চলদ্বারা ঐ দুগ্ধরসের চিহ্ন অপসারণ করিবার চেষ্টা করিয়াও যখন তাহা অপসৃত হইলনা তখন—ইহা কোনও অনির্ব্বচনীয় মহাপুরুষের চিহ্ন, জননী এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

পুনরপি বক্ষসো বামভাগে সূক্ষ্মরূপাং লক্ষ্মীমালোক্য তনু-তরপীতবিহঙ্গিকাপোতেন কৃতাবাসাং তমালপল্লবমেবেদং সহ-জাতয়ৈব বিদ্যুৎকলিকয়া কলিতো জলধরাঙ্কুর এবায়মিতি কনক-রেখয়া রঞ্জিতং নিকষপাষাণশকলমেবেদমিতি ॥ ৩৬ ॥

পুনর্নিভালয়ন্তী কদাচিদরুণতরকরচরণপল্লবতয়া চতুঃ-পঙ্কারুণকমলকোষং যমুনাতরঙ্গমিব মন্যমানা ॥ ৩৭ ॥

সংস্ত্যা মকরন্দসন্দোহাতিপানমদাতিশয়েন ভ্রমণাসমর্থতয়া নিশ্চলং মধুকরনিকরমিব কুটিলকচকলাপম্ প্রতি নবাঙ্কতম-সাঙ্কুরানিব অলকপ্রকরান্ মুকুলিতনীলোৎপলে ইব লোচনে। দ্রুততরনীলমণিজলমহাবুদ্বুদায়মানং গণ্ডযুগলম্। শ্যামমহো-লতিকায়াঃ প্রত্যগ্রোন্মিষিতপল্লবযুগলমিব শ্রবণযুগলম্ ॥ ৩৮ ॥

তিমিরদ্রুমাঙ্কুরায়মাণং নাসিকাশিখরং তরণিতনয়াতনু-বুদ্বুদায়মানং নাসিকাপুটকং দ্বিদলজবাকোরকায়মানমোষ্ঠাধরং পরিপক্কস্তোকতরযমজম্বুফলায়মানং চিবুকমপি নিরূপ্য পরিণত-মিব মে নয়ননির্ম্মাণফলমিতি মন্যমানা স্নাতমিবাত্মানমানন্দজল-নিধাবিয়মাত্মানং বিদাঞ্চকার। ৩৯ ॥

তৎসময়সমকালমেব মহাভাগবততনয়ো জাত ইতি পুরন্ধ্রী-

জনমুখতশ্চিরতরনিদাঘদ্রাঘিমপরিশুষ্যমাণস্য পল্লবস্য বিদার-বিবরং সরসীকৃত্য পূরয়ন্তমমৃতাসারমিব চিরতরতনয়বাসনাফল-প্রতিবন্ধপরুষিতস্য হৃদয়স্য পরমনির্বৃতিকরং কমপি শব্দমাকর্ণ্য-সুস্নাত ইব হর্ষবর্ষাসু প্রবিষ্ট ইব অমৃতমহার্ণবেষু আলিঙ্গিত ইবানন্দমন্দাকিন্যা ॥ ৪০ ॥

পুনরায় বুকের বামভাগে সুস্পষ্টরূপা লক্ষ্মীকে দর্শন করিয়া মা ভাবিতেছেন— ঘনতমালপল্লবের মধ্যে একটি ছোট্ট পীত-বর্ণের পক্ষিশাবক বাসা বাঁধিয়াছে দেখিতেছি। না তাহা তো নহে, তবে বুঝি ইহা সহজাতবিদ্যুৎকলিকা-আলিঙ্গিত নব-জলধরের অঙ্কুরই হইবে; কিম্বা কনকরেখারঞ্জিত নিকষপাষাণ-খণ্ডই হইবে ॥ ৩৬।

পুনরায় ভাল করিয়া তনয়ের অরুণবর্ণ করচরণপল্লব দর্শন করিয়া মা ভাবিতেছেন— বুঝি ৪।৫টি অরুণ কমল যমুনার শ্যামলতরঙ্গে ভাসিতেছে ॥ ৩৭ ॥

আবার তনয়ের কুটিল কেশকলাপ দেখিয়া ভাবিতেছেন— কমলের মকরন্দরাশি সদ্য অতিশয় পান করিয়া মদাতিশয্যে ভ্রমণ করিতে অসমর্থ হইয়া মধুকরগুলি নিশ্চলভাবে উপ-বেশন করিয়া আছে। অলকসমূহ দেখিয়া ভাবিতেছেন— ইহা বুঝি নব নব গাঢ় অন্ধকারের অঙ্কুররাশি হইবে তাঁহার নয়নদুইটি দেখিয়া ভাবিতেছেন—ইহা বুঝি মুকুলিত-নীলোৎপল। গণ্ডদুইটি মায়ের নিকট অতিশয় দ্রবীভূত নীলকান্তমণিসলিলের মহাবুদ্বুদের ন্যায় মনে হইতেছিল। আর কর্ণদুইটি দেখিয়া ভাবিলেন— ইহা বুঝি শ্যামবর্ণ তেজোবল্লীর অভিনব প্রকাশমান পল্লবযুগল ॥ ৩৮ ॥

তনয়ের নাসিকাশিখর দেখিয়া মাতা ভাবিতেছেন ইহা বুঝি তিমিরদ্রুমের অঙ্কুর। নাসাপুটদুইটি যেন তরণিতনয়া যমুনার শ্যামল জলের ছোট্ট বুদ্বুদ্। ওষ্ঠাধর যেন দ্বিদল

জবাকুসুম। চিবুকটি যেন পরিপক্ক ক্ষুদ্রতর জম্বুফলযুগ্ম। এই প্রকার রূপ দর্শন করিয়া জননী—'আমার নয়ননির্ম্মাণ ফলবান হইল' চিন্তা করিয়া আনন্দসমুদ্রে আপনাকে নিমগ্ন বোধ করিলেন ॥ ৩৯ ॥

নিজ তনয়ের আবির্ভাবধন্য সেই সময়ের সমকালেই "হে মহাভাগবত! আপনার পুত্র জন্মিয়াছে" পুরন্ধ্রী (পতিপুত্রবতী ব্রজরমণীগণের) মুখে নন্দমহারাজ এই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-সংবাদ শ্রবণ করিলেন। দীর্ঘতর নিদাঘ বা গ্রীষ্মকালের কঠোর উত্তাপে ক্ষুদ্রসরোবর একেবারে শুষ্ক হইলে তাহার বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া বিবরের সৃষ্টি করে। অমৃতময় প্রচুর ধারা-সম্পাত যেমন সেই সরোবরের বক্ষের উত্তাপ শীতল করিয়া বিদীর্ণ পঙ্কবিবর পূরণ করিয়া স্নিগ্ধ সলিলে তাহা পূর্ণ করিয়া দেয়। সেইরূপ চিরকাল ধরিয়া স্বীয় পুত্রের দর্শনবাসনার প্রতিবন্ধ রূপ তীব্র তাপে শুষ্ক বিদীর্ণপ্রায় নন্দমহারাজের হৃদয় নিজ পুত্রের জন্মসংবাদরূপ অমৃতবর্ষণে পূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি যেন হর্ষবর্ষাতে সুস্নাত হইয়া অমৃতমহাসাগরে প্রবিষ্ট এবং আনন্দমন্দাকিনীর দ্বারা আলিঙ্গিত হইলেন ॥ ৪০ ॥

তদবলোকনোৎকণ্ঠাসমুৎপত্তেরগ্রত এব ব্রহ্মানন্দ-সাক্ষাৎকারচমৎকারেণ বপুষ্মতেব স্বয়মুপব্রজ্য সূতিভবনং প্রবেশিত ইব চিরসময়সমুপচিতসুকৃতিচয়চাতুর্য্যেণ দত্তহস্তা-ঘলম্ব ইব উৎকলিকাভগবত্যা পৃষ্ঠতঃ সমধিকং নুন্ন ইব ॥৪১॥

ত্বরিতমভ্যাগাৎ ভাত্য বীজমিব ঘনানন্দস্য ॥ ৪২ ॥

অঙ্কুরমিব জগন্মঙ্গলমঙ্গলোদয়স্য ॥ ৪৩ ॥

পল্লবমিব সিদ্ধাঞ্জনলতায়াঃ ॥ ৪৪ ॥

কুসুমমিব চিরতরসময়সমুৎপন্নসুকৃতকল্পমহীরুহারামস্য। ॥ ৪৫ ॥

ফলমিব সকলোপনিষৎকল্পলতাবিততেঃ। ব্রজেশ্বরী-

বপুরপরাজিতলতায়াঃ প্রসূনমিব তনয়মালোক্য ॥ ৪৬ ॥

সম্পন্ন ইব সকলমনোরথসম্পত্ত্যা সিদ্ধ ইবানন্দসাক্ষাৎকারচমৎকারেণ উৎকীর্ণ ইব লিখিত ইব পুনঃ সুপ্তোত্থিত ইব বলমানবিপুলপুলকমানন্দবাষ্পকণনিকরনিপাতনিস্তিমিতামলৌকিকীং দশামাসাদ্য স্থিতঃ ॥ ৪৭ ॥

সানন্দৈরুপনন্দসন্নন্দাদিভির্ভূসুরবরেণ পুরোধসা কারিতজাতকর্ম্মাদিক্রিয়ঃ স্বতনয়াভ্যুদয়ায় দীয়মানৈঃ কলধৌতকলধৌতবিষাণখুরৈর্মণিময়মাল্যলালামানকণ্ঠৈর্নবপ্রসূতৈর্গবাং নিকুরম্বকৈরবনিনির্জরানাং প্রতিগৃহমেব সুরভিলোকমেকৈকমুৎপাদয়ামাস ॥ ৪৮ ॥

প্রত্যঙ্গনমপি তিলপর্ব্বতহিরণ্যপর্ব্বতং মণিপর্ব্বতমপি তেষামেকৈকশো নির্ম্মিতবান্ নিমেষমাত্রেনৈব ব্রজরাজঃ ৪৯ ॥

তস্য বিতরণসময়ে চিন্তামণিকল্পতরুকামধেনুগণশ্চ শক্তিহীন ইব রত্নাকরা অপি যাদোমাত্রাবশিষ্টা ইব। কিং বহুনা ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীরপি লীলাপদ্মৈকশেষা বভূব। ৫০ ॥

পুত্রদর্শনে সমুৎকণ্ঠার অগ্রেই যেন মূর্ত্তিমান ব্রহ্মানন্দসাক্ষাৎকার স্বয়ং আগমন করিয়া ব্রজরাজকে সূতিকাভবনে প্রবেশ করাইল। বহুকালসংবর্দ্ধিত সুকৃতিচয় যেন নন্দমহারাজের হস্তাবলম্বন করিলেন। ভগবতী উৎকণ্ঠা দেবী নিজহস্তদ্বারা নন্দমহারাজের পৃষ্ঠ ধারণ করিয়া যেন তাঁহাকে সূতিকাগারে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৪১ ॥

শীঘ্র নিকটে আসিয়া নন্দমহারাজ ঘনানন্দের বীজতুল্য। ॥ ৪২

জগন্মঙ্গলের মঙ্গলোদয়ের অঙ্কুরতুল্য অথবা যে সিদ্ধাঞ্জনে চক্ষুর অন্ধতাদোষ নাশ করিয়া জগতের সৌন্দর্য্য দর্শন করায় সেই সিদ্ধাঞ্জনলতার পল্লবতুল্য ॥ ৪৩—৪৪ ॥

অথবা চিরকাল ধরিয়া সম্যক্ উৎপন্ন পুণ্যকল্পবৃক্ষরূপ-

উপবনের কুসুমতুল্য। ৪৫।

অথবা সকল উপনিষৎরূপ কল্পলতাবিততির ফলস্বরূপ ব্রজেশ্বরীবপুরূপ অপরাজিতালতার কুসুমতুল্য তনয়কে দর্শন করিয়া। ৪৬।।

সকল সম্পত্তিতে সম্পন্ন বিষয়ীজনের ন্যায়, সকল মনোরথ-সম্পত্তিতে (ঐশ্বরসুখে) সিদ্ধ ব্যক্তির ন্যায়, আনন্দসাক্ষাৎকারজন্য চমৎকারে প্রস্তরখোদিত অথবা চিত্রলিখিত পুত্তলিকার ন্যায় সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তৎকালে ক্ষণে ক্ষণে বর্দ্ধমান বিপুলসুখানুভবজন্য পুলকে আনন্দাশ্রুকণানিকরনিপতনে নিঃশেষে আর্দ্রীভূত হইয়া অলৌকিকী দশা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪৭ ॥

উপানন্দ সন্নন্দাদি পরমানন্দ সহকারে ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পুরোহিত দ্বারা পুত্রের জাতকর্ম্মাদি সংস্কারকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন। নন্দমহারাজ স্বতনয়ের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত কলধৌতের (স্বর্ণ ও রৌপ্যের) কলধৌত (উজ্জ্বল করে ধৌতের ন্যায়) শৃঙ্গ ও খুরবিশিষ্ট মণিময় মাল্যজালে সমলঙ্কৃত নবপ্রসূত গাভীসমূহ ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া যেন প্রতি ব্রাহ্মণের গৃহেই সুরভিলোক উৎপাদন করিয়াছিলেন ।। ৪৮ ।।

ব্রজরাজ প্রচুর দান করিয়া নিমেষমাত্রে সেই সকল ব্রাহ্মণের প্রতি অঙ্গনে তিলপর্ব্বত হিরণ্যপর্ব্বত ও মণিপর্ব্বত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ।। ৪৯ ।।

ব্রজরাজের দানপ্রাচুর্য্য দর্শন করিয়া সে কালের জনগণের মনে হইতেছিল—এই বিতরণকালে চিন্তামণি কল্পতরু ও কামধেনুগণও যেন শক্তিহীন হইয়াছিল। রত্নাকর জলজন্তুমাত্রাবশিষ্ট হইয়াছিল। অধিক কি ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীও যেন একটিমাত্র নীলপদ্মমাত্রাবশিষ্টরূপে প্রতীয়মানা হইয়াছিলেন ॥ ৫০ ॥

অনন্তরঞ্চ শ্রীব্রজপুরপুরন্দরস্য শুভকুমার আবিরাসীদিতি

জগন্মঙ্গলমঙ্গলো ধ্বনিরধ্বন্যধ্বনি মুখান্মুখতো যদৈব সমন্ততঃ সঞ্চচার তদৈব তদগ্রতো বা সানন্দোপনন্দসন্নন্দপ্রভৃতয়ঃ সর্ব্ব-এব গোদুহো নিজনিজপরিজনৈ র্বিবিধপট্টসূত্রকল্পিত-শিগ্‌ভির্মণিময়বিহঙ্গিকাভির্মণিঘটপটলপুরিতান্ ঘৃতদধিনবনীত-মথিতোদশ্বিদামিক্ষাদিবিবিধগোরসান্ সামানায্য বিবিধমণি-মণ্ডলমণ্ডিতা মঙ্গলহারিদ্রবসনানুকারিক্ষণপ্রভাপ্রভাতিরস্কারি-শ্চারুচামীকরবসনৈঃ কৃতাকল্পাঃ কনকমণিদণ্ডপাণিকমলাঃ সমুন্মর্য্যাদপরমানন্দবারাংনিধের্মহোর্ম্ময় ইব সকলা এব দিশো ব্যানশিরে ॥ ৫১ ॥

তৎসমকালমেব যাবজ্জন্মরননুভূতপভুতামোদমুদিতমেদুরমনা মনোরথাতীতং কমপি তদ্বদন্তমত্যন্তকমনীয়ং কর্ণাবতংসীকৃত্য কৃত্যাপরিহারেণ হারেণ সতা লসন্তা ললিতকণ্ঠোৎকণ্ঠোত্তরলা। ॥ ৫২ ॥

তরলায়মানমাণিক্যশকলাহংশকলাতিমঞ্জিমকঙ্কণা কঙ্কনায়-মানহীরকনিকরসুভগাঙ্গদাঙ্গদাক্ষিণ্যাকরিসকলাভরণাঃ। ৫৩ ॥

ভরণার্হমহার্হকাঞ্চিকাঞ্চিতজঘনা ঘনারোহারোহাভিমুখর-কিঙ্কিনীকাঃ ॥ ৫৪ ॥

কনককমনীয়হংসকা হংসকান্তগতির্বিলোলকেশবন্ধা কেশ-বন্ধামনিকামকমনীয়ং তৎকালাবির্ভূতমালোকয়িতুং কনক-ভাজনোপনীতমঙ্গলনির্ম্মঞ্ছনিকার্হফলকুসুমদধিদূর্ব্বাক্ষতমণিদীপ-নিকরাদিকমতিমৃত্তুলচীনহারিদ্রবসনশকলেনাপিধায় নিজনিজ-করকমলতলেনোপগৃহ্য ঝনঝনায়মানমণিনুপুরকলনিনাদৈর্মুখ-রয়ন্তীব দশদিশো ব্রজরাজসদনমিয়ায় ব্রজনগরনাগরীনামাবলিঃ। ॥ ৫৫ ॥

অনন্তরং প্রবিশ্য সূতিকাভবনমালোক্য চ তমভিনবং নবং নয়ননির্ম্মাণস্য ফলমিব সংবিজ্জন্মনো বিফলীভাবাভাব-মহৌ-ষধিপল্লবমিব নিজবাৎসল্যসরসো নীলমহোৎপলমিব চিরঞ্জয়েতি

মঙ্গলাশীঃপ্রসূনৈরভ্যর্চ্চ্য বিনিমেষমনুবেলমীক্ষমাণা ব্রজেশ্বরী-
সৌভাগ্যসারঃ শরীরবানয়মিতি তামেব স্তুবন্ত্যঃ ॥ ৫৬ ॥

অনন্তর ব্রজপুরপুরন্দর নন্দমহারাজের শুভকুমার আবির্ভূত হইয়াছে—এইরূপ জগন্মঙ্গলজনক মঙ্গলধ্বনি যখন পথে পথে লোকের মুখে মুখে সর্ব্বদিকে প্রচারিত হইল সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে পরমানন্দে আপ্লুত উপানন্দ সনন্দ প্রভৃতি সকল গোপগণ নিজ নিজ পরিজন সহ বিবিধ মণিময় আভরণ ধারণ করিয়া মঙ্গলজনক হরিদ্রাবর্ণ বসনের অলঙ্কারী বিদ্যুৎ-প্রভা তিরস্কারী সুন্দর স্বর্ণনির্ম্মিত বসনে সজ্জিত হইয়া বিবিধ পট্টসূত্রে যুক্ত মণিময় বিহঙ্গিকা (বাঁকসমূহ) দ্বারা মাণকলসসমূহ-পূর্ণিত ঘৃত দধি নবনীত মথিত (নির্জ্জল তক্র) উদশ্বিৎ (অর্দ্ধ-ভাগজলযুক্ততক্র) আমিক্ষা (ছানা) প্রভৃতি বিবিধ গোরস আনয়নপূর্ব্বক করকমলে কনকখচিতমণিময় দণ্ড ধারণ করিয়া সম্যক্ প্রকারে তটদেশপ্লাবনকারীপরমানন্দসাগরের মহাতরঙ্গ-সমূহের ন্যায় সকল দিক ব্যাপ্ত করিলেন ॥ ৫১ ॥

মনোরথের অগোচর অতিকমনীয় শ্রীমাধবের আবির্ভাব-বৃত্তান্ত কর্ণের ভূষণ (শ্রবণ) করিয়া ব্রজরমণীগণ ঐ সময়েই জন্মাবধি অননুভূত এতাদৃশ প্রভূতানন্দের দ্বারা মুদিতস্নিগ্ধমনা হইয়া কৃত্যপরিহারপূর্ব্বক ব্রজরাজপুরে আগমন করিলেন। সে সময় সুললিত উৎকণ্ঠায় চঞ্চল তাঁহাদের কণ্ঠে মনোহর হার শোভা পাইতেছিল ॥ ৫২ ॥

তাঁহাদের সকলেরই হারমধ্যমণিতে মাণিক্যখণ্ড শোভা পাইতেছিল। তাঁহাদের কঙ্কনসমূহ অণকল বা পূর্ণ মনোরম-শোভাযুক্ত ছিল। অঙ্গদসমূহ কম্ (জল) কণার তুল্য স্বচ্ছ-হীরকনিকরে খচিত হইয়া সুন্দর দেখাইতেছিল। তাঁহাদের সকল আভরণই অঙ্গশোভার অনুকুল ছিল ॥ ৫৩ ॥

তাঁহাদের জঘনপ্রদেশে যে কাঞ্চিকা বা মেখলা শোভা

পাইতেছিল তাহা মঞ্জুষা বা বাক্স মধ্যে সর্ব্বদা রক্ষিত থাকিত উৎসবসময়ে মাত্র ব্যবহৃত হইত। তাঁহাদের বিপুল নিতম্ব-দেশে শব্দায়মান কিঙ্কিণী শোভিত হইয়াছিল ॥ ৫৪ ॥

কনকনির্ম্মিত কমনীয় হংসক (চরণভূষণ) ধারণ করিয়া হংস-তুল্য মধুরগমনে যখন ব্রজনগরনাগরীগণ ব্রজরাজগৃহে যাইতে-ছিলেন গমনকালে তাঁহাদের কেশবন্ধ স্খলিত হইয়াছিল। তৎকালাবির্ভূত পরম কমনীয় কেশবরূপ অবলোকন করিবার জন্য তাঁহারা কনকপাত্রে মঙ্গলনির্ম্মঞ্ছনের যোগ্য ফলকুসুম দধি দুর্ব্বা অক্ষত মণিময় দীপ প্রভৃতি অতি মৃদুল সূক্ষ্ম হরিদ্রা-বর্ণ বসনখণ্ডে আচ্ছাদন করিয়া নিজ নিজ করকমলতলে গ্রহণ-পূর্ব্বক ঝন ঝন শব্দবিশিষ্ট মণিনূপুরের কলনিনাদে দশদিক মুখরিত করিয়া ব্রজরাজগৃহে গমন করিতেছিলেন ॥ ৫৫ ॥

অনন্তর সূতিকাভবনে প্রবেশ করিয়া তাঁহারা নয়ন-নির্ম্মাণের ফলস্বরূপ এবং আন্তরসুখের নিদান স্বরূপ অভিনব শুভ কুমারকে দর্শন করিলেন: ঐ কুমার যেন তাঁহাদের জন্ম সফল করিবার মহৌষধিপল্লব স্বরূপ এবং নিজ নিজ বাৎসল্য-সরোবরের নীলকমলের ন্যায় দৃষ্ট হইলেন। "তোমার চির-মঙ্গল হউক" বলিয়া মঙ্গলাশীর্ব্বাদে এবং কুসুমাবলি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে অভ্যর্চ্চন করিয়া সেই গোপীগণ নির্নিমেষনয়নে অনুক্ষণ তাঁহাকে দর্শন করিতে করিতে এই বালক ব্রজেশ্বরীর সৌভাগ্যসার শরীর ধারণ করিয়া আসিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। ৫৬ ॥

মুহূর্ত্তানন্তরমলিন্দতলমাসাদ্য মঙ্গলসঙ্গীতি-সুরীতিললিত-বদনা অন্তরগুঞ্জদলিপুঞ্জকলমধুরঝঙ্কাররকোলাহললুলিতকমলাঃ কমলিন্য ইব ॥ ৫৭ ॥

পরস্পরমতিকৌতুকেন কেনচন প্রণয়ভরসরসকরসরসী-রুহকুড্মলেন পরস্পরবদনশশধরমণ্ডলমভিবিমলসুরভিতরতৈল

হারিদ্রদ্রব-নবনব-নবনীতাদিভিরভিতো দশনকিরণভরালস-দমলবন্ধুকবন্ধুরাধরকিশলয়ং হসন্ত্য এব লিম্পন্ত্যো যদা ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীসৌভাগ্যমপরীচক্রুস্তা নাগর্য্যঃ । ৫৮ ।।

তদৈবাঙ্গনভুবি ব্রজপুরপুরন্দরং সময়া সময়াসাদিতপরমানন্দসোহাস্ত এব গোদুহো মহামদমুদিতা ইব ইন্দুকন্দুকৈরিব নবনীতপিণ্ডৈঃ স্থূলতর করকানিকরৈরিব আমিক্ষাগেণ্ডুকৈঃ দধিজলধিকর্দ্দমগোলৈরিব চন্দ্রিকাপললখণ্ডৈরিব দধিপিণ্ডৈঃ । ।। ৫৯ ।।

পরস্পরং নিঃসাধ্বসমভিঘ্নন্তো মণিময়জলযন্ত্রপূরিতানাং পয়োদধিমণ্ডমথিতোদশ্বিদাদীনাং দ্রুতকনকপয়সামিব হারিদ্রসলিলানামপি মহাসুগন্ধিতৈলানাঞ্চ ধারাপাতৈঃ পরস্পরং সিঞ্চন্তো মৃদুমৃদঙ্গপনবডমরুঝর্ঝরমুহুলমর্দ্দলকুলকাহলভেরীপ্রভৃতি মঙ্গলবিচিত্রবাদিত্রনিনদানুগততালক্রমং নৃত্যন্তো গায়ন্তশ্চ মঙ্গলসঙ্গীতান্তর্গতচর্চ্চরিকাদ্বিপদিকাজন্তলিকাতেনাদিনানাবিধগানমনাকলিতমপি সাক্ষাৎকারয়ন্ত্যইব তৎকালাবির্ভূতং তমপূর্ব্বং কুমারং ব্রজরাজমাহ্লাদয়াঞ্চক্রুঃ ।। ৬০ ।।

ইতস্ততশ্চ উর্ব্বীগীর্ব্বাণসঞ্চয়মঙ্গলাশীঃস্বনসহচরবেদনির্ঘোষৈরভিতোঽভিতো সকলজনমুখোদ্গীর্ণজয়জয়রবৈঃ পরিতশ্চ চারুচারণমাগধসূতবন্দিবৃন্দোপনীতবাস্তবস্তবকৈরপি নাদব্রহ্মময় ইব সময়ঃ সমপাদি ।। ৬১ ।।

ততশ্চ তমতিমহোৎসবমহারসং জরয়িতুমসমর্থেব সা ব্রজপুরভূরভূৎ পুরপ্রণালিকানিকরমুখনিঃসৃতদধিদুগ্ধাদিধারাপ্রপাতমিষেণ মুহুর্বমন্তীব সুরভয়তি স্ম পুরমার্গান্ ।৬২ ।

যদ্ধারাজলং গৃহীতাবহগাকারা নাকিনোঽপি সাদরমুপস্পৃশন্তি স্ম পিবন্তি স্ম চ ।। ৬৩ ।।

তস্মিন্নেব সময়ে সকলা এব ধেনবো নবোন্নীতহরিদ্রাতৈলরুষিতাঃ কনকমণিবিভূষণভূষিতাঃ সবৎসা জগতো সার-

ভূতা নিজ নিজ মনসি কৃষ্ণাবির্ভাবভাবুকস্তুভগংভাবুকা হর্ষহস্বা-রবেণ মুখরয়ন্ত্যো ভুবস্তলং নাত্মানপি সস্মরুঃ কিমুতাহার-পানাদি ॥ ৬৪ ॥

এবমতিকালকলিতমতোৎসব-মাভীরীনিকুরম্বং ভগবতী-শ্রীবসুদেবপত্নী রোহিণী তৈলসিন্দূরমাল্যবসনাভরণাদিভিরভি-পূজ্যাভিনবশুভকুমারাভ্যুদয়মভ্যর্থয়ামাস। বহিশ্চেতরেতর-মনবরতরভসরভসাবশাৎ সহ সহর্ষকৃতযজ্ঞাবভৃতস্নানাস্ত এবোপা-নন্দাদয়ো ব্রজপুরপুরন্দরং পুরস্কৃত্য প্রতিজনমেব মণিময়মণ্ডন-মহার্হবসনমাল্যচন্দনতাম্বুলাদিভিরভ্যর্চ্চ্য সবিনয়মভিনবশুভ-কুমারমঙ্গলোদয়মাচকাঙ্খুঃ ॥ ৬৫ ॥ ইতি শ্রীমাধবাবির্ভাবাখ্যো দ্বিতীয়স্তবকঃ

মুহূর্ত্তমধ্যে তাঁহারা অলিন্দতলে আগমন করিয়া সুললিত-বদনে মঙ্গল-সঙ্গীত গান করিতে আরম্ভ করিলেন। সঙ্গীতের সমস্ত উৎকৃষ্ট রীতি ঐ সঙ্গীতে মূর্ত্ত হইয়া উঠিল। তাঁহাদের কমলবল্লীর ন্যায় দেহলতা ও বদনকমলে ঐ মঙ্গলসঙ্গীত শুনিলে মনে হইতেছিল—বুঝি কমলবল্লীতে কতকগুলি প্রফুল্ল কমলের মধ্যে অলিপুঞ্জ কলমধুরস্বরে ঝঙ্কারকোলাহলে ঐ কমলিনী-গুলিকে আকুলিত করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৫৭ ॥

ঐ ব্রজরমণীগণ অতি কৌতুকে তাঁহাদের আনন্দ চনীয়-প্রণয়ভরসরস করকমলকোরকের দ্বারা অতি উজ্জ্বল পরম সুর-ভিত তৈলহরিদ্রাদ্রব নব নব নবনীত প্রভৃতি পরস্পরের অঙ্গে লেপন করিয়া সুমধুর হাস্য করিতেছিলেন। তৎকালে তাঁহা-দের সুন্দর অধরকিসলয় দশনকান্তির শোভায় সমুজ্জ্বল হইয়া বিকসিত সুন্দর বন্ধূকপুষ্পের (বাঁধুলী ফুলের) শোভা তিরস্কার করিতেছিল। তাঁহারা যেন সে সময় ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীর সৌভাগ্যকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন ॥ ৫৮ ॥

...... ব্রজরমণীগণে পূর্ণিত থাকায়

প্রাঙ্গনভূমিতে শ্রীব্রজরাজ নন্দের নিকটে সময়োচিত পরমানন্দে বিভোর হইয়া উপানন্দাদি গোপগণ মহামদপ্রমত্তের ন্যায় চন্দ্র-কন্দুকতুল্য স্থূল নবনীতপিণ্ড এবং স্থূলতর বর্ষোপলের (বর্ষা-শিলার) ন্যায় আমিক্ষা-(ছানা) পিণ্ডের কন্দুক দ্বারা, দধি-সাগরের গোলাকার কর্দ্দমপিণ্ড অথবা চন্দ্রিকার পললখণ্ডের ন্যায় দধিপিণ্ডের দ্বারা ॥ ৫৯ ॥

পরস্পারকে নির্ভয়ে আঘাত করিয়া মণিময় জলযন্ত্রপুরিত দুগ্ধ, দধিমণ্ড, মথিত (নির্জ্জল ঘোল) উদশ্বিঃ (অর্দ্ধজল মথিত ঘোল) বিগলিত সুবর্ণসলিলতুল্য হরিদ্রাজল এবং মহা-সুগন্ধী তৈলবর্ষণের দ্বারা পরস্পরের গাত্রে সিঞ্চন করিয়া মৃদু-মৃদঙ্গ (খোল) পনব, ডমরু, ঝর্ঝর (বাদ্যযন্ত্রবিশেষ) মৃদুল-মর্দ্দল কাহল ভেরী প্রভৃতি বিচিত্র মাঙ্গলিক-বাদিত্রশব্দের অনু-গত তালক্রমে নৃত্য ও গান করিতে লাগিলেন। মঙ্গল-সঙ্গীতের অন্তর্গত চর্চ্চরিকা দ্বিপদিকা জম্ভলিকা তেন (গানের ভঙ্গিবিশেষ) প্রভৃতি যে সকল নানাবিধ সঙ্গীত তাঁহাদের কণ্ঠে প্রাদুর্ভূত হইল উহা তাঁহারা পূর্ব্বে জানিতেন না। কিন্তু তৎকালে ব্রজরাজকুমারকে সাক্ষাৎকারের জন্যই যেন ঐ সকল অপূর্ব্ব সঙ্গীত তাঁহাদের কণ্ঠে আবির্ভূত হইয়া ব্রজরাজকেও আহ্লাদিত করিয়াছিল ॥ ৬০ ॥

তৎকালে ইতস্ততঃ ভূমিদেব ব্রাহ্মণসমূহের মঙ্গলাশীর্ব্বাদ-শব্দসহকৃতবেদনির্ঘোষে, চতুর্দ্দিকে সকলজনমুখোদ্গীর্ণ জয় জয় শব্দে এবং রমণীয় চারণ (নট), মাগধ (বংশাবলীবক্তা) সূত (পুরাণবক্তা) এবং বন্দী (যথার্থস্তুতিপাঠক) গণের দ্বারা গীয়মান বাস্তব স্তবসমূহের দ্বারা সময় যেন শব্দব্রহ্মময় রূপে পরিণত হইয়াছিল ॥ ৬১ ॥

তাহার পর ব্রজপুরভূমি সেই অতি মহোৎসবের মহারস জীর্ণ করিতে অসমর্থ হইয়া পুরপ্রণালিকা (পয়োনালী)-

সমূহের মুখনিঃসৃত দধিদুগ্ধাদির ধারা পতিচ্ছলে যেন হর্ম্ম্য তাহা বমন করিয়া পুরমার্গসকল সুরভিত করিয়াছিল ॥ ৬২ ॥

স্বর্গবাসী দেবতাগণও পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া আদরের সহিত সেই প্রণালিকাজলে আচমন ও উহা পান করিতেছিলেন ॥ ৬৩ ॥

সেই সময়েই বৎসের সহিত সমস্ত ধেনুগণ নবমথিত নবনীত হরিদ্রা ও তৈলে সজ্জিত হইয়া কনকমণিনির্ম্মিত-বিভূষণ ধারণপূর্ব্বক নিজ নিজ মনে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব মঙ্গলের স্মরণে মঙ্গলময়ী হইয়া জগতের সারভূতা হইলেন। শ্রীমাধবের আবির্ভাবে সহর্ষে হম্বারবে ভুবনতল মুখরিত করিতে করিতে নিজ আত্মাকেও ভুলিয়া গেলেন, আহার পানাদির কথা ভুলিয়া গেলেন তাহা বলাই বাহুল্য। ৬৪ ॥

এইরূপে কাল অতিক্রম করিয়াও শ্রীব্রজবনের আভীরী গোপীগণ শ্রীমাধবের আবির্ভাব মহোৎসবে প্রমত্ত হইয়া রহিলেন। শ্রীবসুদেব পত্নী ভগবতী শ্রীরোহিণীদেবী তৈল-সিন্দুর মাল্য বসন আভরণাদিদ্বারা মহোৎসবে সমাগতা উক্ত আভীরীগণকে পূজা করিয়া নব শুভ কুমার বালগোপালের অভ্যুদয় প্রার্থনা করিলেন। বহির্ভবনেও উপানন্দ প্রভৃতি গোপগণ (রভসরভসা) হর্ষবেগবশতঃ একসঙ্গে নন্দমহারাজকে সম্মুখে রাখিয়া সহর্ষে যজ্ঞসমাপনসূচক অবভৃত স্নান করিয়া পরস্পরকে মণিময় ভূষণ মহামূল্য বসন মাল্য চন্দন তাম্বূলাদির দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া সবিনয়ে অভিনব শুভ-কুমারের মঙ্গলোদয় প্রার্থনা করিলেন ॥ ৬৫ ॥

ইতি আনন্দবৃন্দাবনচম্পূগ্রন্থে শ্রীমাধবের আবির্ভাব-লীলালতাবিস্তারে দ্বিতীয় স্তবকের অনুবাদ সমাপ্ত হইল॥

—*—

সম্পাদক—শ্রীঅনাদিমোহন গোস্বামী

—ঃ কার্যালয় ঃ—

ঘোষহাট, পোঃ—কাটোয়া ঃঃ জেলা—বর্ধমান।

বীণাপাণি প্রেস, কৈচর ঃঃ পোঃ—কৈচর, জেলা—বর্ধমান

শ্রীলালমোহন গোস্বামী কর্তৃক মুদ্রিত।